উদয়ের পথে

জ্যোতির্ময় রায়

দি বুক এম্পোরিয়ম লিমিটেড
১৩৫২

প্রথম মুদ্রণ ১১০০—ভাদ্র ২৯, ১৩৫১
দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৮০০—কার্তিক ৪, ১৩৫১
তৃতীয় মুদ্রণ ৫৫০০—পৌষ ১৯, ১৩৫১
চতুর্থ মুদ্রণ ৩৩০০—চৈত্র ১১, ১৩৫১
পঞ্চম মুদ্রণ ৫৫০০—আষাঢ় ২৯, ১৩৫২

প্রচ্ছদ : ধরণী সেন

দাম দু' টাকা বারো আনা

দি বুক এম্পরিয়ম লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক—বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ,
২২-১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলকাতা
দি প্রিন্টিং হাউসের পক্ষে মুদ্রাকর—পুলিনবিহারী সামন্ত,
৭০, আপার সারকুলার রোড, কলকাতা

এ বইয়ের রচনাকাল ১৯৪২ সনের শেষের দু'মাস। ১৯৪৩এর ফেব্রুয়ারি মাসে 'নিউ থিয়েটরস লিমিটেড' এই কাহিনী গ্রহণ করেন। অনিবার্য কারণে এতদিন পুস্তকাকারে প্রকাশ সম্ভব হয়নি। রচনার প্রাথমিক গঠনে প্রধান লক্ষ্য ছিল তাকে চলচ্চিত্রের মতো মিশ্রশিল্পের অন্যতম অংশ করা, তাই তখন দৃষ্টি আর যত্ন ছিল শুধু কথা আর কাহিনীর ওপর। কাঠামোর সেই অংশত্ব ঘুচিয়ে তাকে অবিমিশ্র কথা-সাহিত্যের কৌলীন্যে তুলে আনতে যতখানি পূর্ণতা ও পরিপাট্য দরকার তা যোগ ক'রে দিতে চেষ্টার ত্রুটি করিনি। চতুর হাতে চাপা দিতে পারলাম কিনা জানি না—সাজঘর থেকে উঁকি দিয়ে নাটকের খাঁটি স্বাদ-বিচার সম্ভব নয়। গল্পের মূল ঘটনাপ্রবাহ প্রথম রচনায় যেমন ছিল, চিত্র গ্রহণের সময় তাতে সমাপ্তির অংশ চিত্রোচিত—অর্থাৎ, বিশেষ আঙ্গিকের অনুকূল ক'রে নেওয়া ছাড়া আর কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। এখানেও তার সঙ্গে মিল রেখে চলতে গিয়ে গতির সহজতা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাহত হয়েছে। অবশ্য উপন্যাসের আঙ্গিকে আনতে গিয়ে নাটকীয় ঘটনাসংস্থান বাদ দিতে হলো, বলাই বাহুল্য—চিত্রগৃহে সমাদৃত কিছু সংলাপও সেই সঙ্গে বাদ পড়লো।

সময়ের দিক থেকে গল্পের পটভূমিকা একটু এগিয়ে এনেছি ব'লে রাখা দরকার। বিশেষ কারণে বইয়ের নাম 'উদয়ের পথে'ই রাখতে হলো, যদিও এ নাম নির্বাচন করেছিলাম চিত্ররূপেরই জন্যে।

এ বই প্রকাশ ব্যাপারে 'নিউ থিয়েটরস লিমিটেড'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ সরকার মহাশয়ের সহৃদয়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণীয়—তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

জ্যো. রা.

দ্বিতীয় বারের বক্তব্য

এ কাহিনীর চিত্ররূপ যখন পর্দায় ছাড় পেল প্রথম সংস্করণের ভূমিকা তখন ছাপা হয়ে গেছে। রূপান্তরের সাফল্যে সন্তুষ্ট হয়ে যে ক'টি কথা বলবার জন্যে উন্মুখ ছিলাম, তা এক মাসের ভেতরই এ বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দেবার সুযোগ জুটবে ভাবিনি।

প্রধান চরিত্র অনুপের ভূমিকায় রাধামোহন ভট্টাচার্যের অভিনয় শুধু নৈপুণ্যে উজ্জ্বল নয়, স্থানে স্থানে প্রতিভার স্পর্শে গভীর। দেবী মুখার্জি, বিশ্বনাথ ভাদুড়ী, বিনতা বসু ও রেখা মিত্রের অভিনয়ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁদের সকলকেই আমার অভিনন্দন জানাই।

কাহিনী ও সংলাপের জন্যে দেশবাসীর কাছ থেকে সভায়, চিঠিপত্রে ও ব্যক্তিগতভাবে যে অসংখ্য অভিনন্দন পেয়েছি এবং পাচ্ছি তার প্রতিও জানিয়ে রাখছি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা।

জ্যো. রা.

তেরশোপঞ্চাশ। শতকার্ধের শেষ ভাগে বাংলার দেশজোড়া দুর্ভিক্ষের ব্যাধি কুৎসিত আর উৎকট হয়ে ফুটে উঠেছে প্রতি শহরে আর নগরে। কলকাতার পথে-পথে তখন অভুক্ত মানুষ আবর্জনার মতোই এখানে ওখানে জমে রয়েছে। একদিকে কঙ্কালসার নগ্নপ্রায় অসংখ্য নর-নারীর আর্তনাদ, অন্যদিকে ধনস্ফীতির নির্লজ্জ বিকাশ—দুই এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। নগরের এই পটভূমিকায় একখানা বিরাট গাড়ি এগিয়ে চলেছে বড় রাস্তা ধ'রে।

ক্রমে বড় রাস্তা পার হয়ে গাড়িখানা ঢুকলো একটা সরীসৃপের মতো আঁকাবাঁকা সরু গলিতে। বিপুল দেহ নিয়ে এমন সঙ্কীর্ণ গলিতে গা বাঁচিয়ে চলা কষ্টসাধ্য। অতি সন্তর্পণে মন্থর গতিতে গাড়ি এগিয়ে চললো। ভেতরের নারীকণ্ঠের নির্দেশে থামলো একটা পুরানো দোতলা বাড়ির সামনে। ড্রাইভার দরজা খুলে এক পাশে দাঁড়ালো নেমে এলো সমবয়সী দুটি মেয়ে। একটিকে রীতিমতো রূপসী বলা চলে। স্বাভাবিক রূপ সচেষ্ট রূপায়ণে যেন একটু প্রখর হয়েই ফুটেছে। দুয়ের মধ্যে এরই পরিচ্ছদে গাড়ির মালিকানার পরিচয়। দামী আমদানি শাড়িটা সারাদিনের যত্নহীন ব্যবহারে ম্লান, এখানে ওখানে অসঙ্গত রকমে কুঁচকে আছে। লম্বা দুটো দুলে মূল্যবান পাথর বসানো, অপরাহ্ণের আলো প'ড়ে, মাঝে মাঝে ঝলকে উঠছে। হাতে শাদা চামড়ার হাত-থলে, পায়ে উঁচু-গোড়ালি জুতো, ছিপছিপে সুঠাম শরীর

আরও বেশি লম্বা দেখায় তাতে। অন্য মেয়েটির মুখে রূপের চেয়ে লাবণ্যটাই লক্ষণীয়। চোখেমুখে পরিব্যাপ্ত একটি শান্ত স্নিগ্ধ ভাব। দেহ একহারার চেয়েও একটু নিচু পর্দায়, কৃশই বলা চলে। পরিধানে খুবই সাধারণ একখানা শাড়ি, হাতে দুগাছা ক'রে কাঁচের চুড়ি, পায়ে স্লিপার।

দুজনের মুখেই ক্লান্তির ছাপ, ঠোঁটে স্পষ্ট একটা শুকনো ভাব। কিছুক্ষণ আগে তারা কলেজ থেকে বেরিয়েছে। চাকচিক্যহীন সামান্য পোশাকপরা মেয়েটির নাম সুমিতা। সুমিতা এগিয়ে যেতে যেতে বললো, 'এ বাড়িটার নিচের তলায় দুটো ঘরে আমরা থাকি—এসব বাড়িতে তোদের নিয়ে আসতেও অস্বস্তি বোধ হয়।'

কড়া নাড়তেই সুমিতার মা দরজা খুলে দিলেন। দুটো ঘরের সামনে এক ফালি বারান্দা। তারই এক কোণে রাতের রান্না চেপেছে। সুভাষিণী রান্নাটা বেলাবেলিই চাপিয়ে দেন, রাতে হেঁসেলে ঢোকার হাঙ্গামা আর রাখতে চান না। মেয়েকেও এসব কাজে টানেন না, পড়াশোনার ক্ষতি হবে। তা ছাড়া সুমিতার যা শরীর তাতে সে-ঝক্কি সহ্যও হবে না।

সুমিতা সঙ্গিনীর পরিচয় দেয় মার কাছে। 'গোপা আমার বন্ধু—ওর এবার থার্ড ইয়ার। এ বছর এসে ভর্তি হয়েছে আমাদের কলেজে। এসেছে আমাকে নেমন্তন্ন করতে।'

'কিসের নেমন্তন্ন মা?'

'জন্মদিনের—আমার ভাইঝির প্রথম জন্মদিন, সুমিতার কিন্তু যেতেই হবে। এ কলেজে এসে থেকে একমাত্র সুমিতার সঙ্গে আমার ভাব হয়েছে—ও না গেলে ভারি রাগ করবো কিন্তু—'

গোপার চেহারাই শুধু সুন্দর নয়, কথার সঙ্গে মুখচোখ আর হাতের সুষ্টু ভঙ্গিগুলোও মনোরম। তাতে চপলতা কিছুটা না আছে এমন নয়, কিন্তু সে চপলতা তার গাম্ভীর্য বা ব্যক্তিত্বকে ক্ষুণ্ণ করেনা। সুভাষিণীর ভালই লাগে মেয়েটিকে কিন্তু বেশ একটু সঙ্কোচ বোধ করেন সামান্য পরিবেশে এই সজাঁক উপস্থিতি নিয়ে। একে ভাদ্র মাসের ভাপসা গরম তার উপর উনুনের তাপে বদ্ধ বারান্দার আবহাওয়াটাই যেন তেতে আছে। তিনি নিজে যে ঘরটায় থাকেন এ শ্রেণীর অতিথিকে অভ্যর্থনা করা সেখানে চলে না। বলতে গেলে ঐ একটি ঘরের মধ্যেই খাওয়া শোয়া ভাঁড়ার সব কিছু।

'এস মা এসো, বসো এসে'—একটু দ্বিধার পর বললেন সুভাষিণী। 'এসেছ, খুবই খুশি হলুম, কিন্তু আমাদের মতো গরিবের ঘরে তোমাকে বসতেইবা দিই কোথায়।' অনেকটা আপন মনেই বললেন, 'এখানে চেপেছে রান্না, ও ঘরটায় অসহ্য গরম—' সুমিতার দিকে তাকালেন। 'ওকে নিয়ে অনুপের ঘরে বসগে যা।'

'এতোটুকু কষ্ট সইতে না পারলে লজ্জা পাবার কথা ওর, সে লজ্জা আমরা গায়ে মেখে নেব কেন মা।' সুমিতা হেসে বললো। 'আয় গোপা এ ঘরে আয়।'

'থাক বাপু, আমাকে নিয়ে অত ব্যস্ত হতে হবেনা।'

গোপাকে নিয়ে সুমিতা গেল অনুপের ঘরে। সেখানে ঢুকে বিস্মিত চোখে গোপা এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। সম্পূর্ণ শ্রীহীন একটা ঘর। একপাশে একটি তক্তাপোশ, তাতে ছড়ানো রয়েছে কয়েকখানা বই আর কতকগুলো কাগজপত্র। চৌকির কাছেই মেজের উপরে একটা পুরানো সুটকেস। তার উপরে স্তূপীকৃত বই। একটা কেরোসিন

কাঠের টুল-মতো রয়েছে, তাতেও বই—এখানে ওখানে বই ছড়ানো। এক দিকের দেয়ালের গা ঘেঁষে দুটো কেরোসিন কাঠের বাক্স—বসবার আসনের মতো ক'রে রাখা। ঘরে আসবাব বলতে নড়বড়ে একটা আরামকেদারা। তারও কাপড়টা বসবার জায়গায় মাঝখান দিয়ে খানিকটা ফেঁসে গেছে। কিন্তু ঘরের শ্রীহীনতাকেও ছাপিয়ে প্রথমেই চোখে পড়ে দেয়ালের গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে আঁকা ছবিগুলো। ছবি অবশ্য বলা চলে না—পৃথিবীর কোনো কোনো মনীষীর মুখের সামান্য আদল পাওয়া যায় মাত্র এক একটা রেখাচিত্রে। তারই সূত্র ধরে বিভিন্ন নাম লেখা বিভিন্ন ছবির তলায়, যথা—রবীন্দ্রনাথ, মার্কস, ফ্রয়েড, ডারুইন ইত্যাদি। শুধু চিত্রই নয়, দেয়ালের গায়ে এখানে ওখানে দুচার লাইন ক'রে কবিতাও লেখা রয়েছে।

ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে গোপা হেসে ফেললো। 'এ কি কাণ্ড,—দেয়ালের গায়ে এ সব আবার কি?'

'ছবি!' গম্ভীর মুখে সুমিতা জবাব দিলো। গোপার হাসির কোন সমর্থন নেই তার মুখে।

'ছবি তো বুঝলাম, আঁকলো কে?' দেয়ালের ওপর চোখ রেখে তেমনি হাসিমুখেই গোপা জিজ্ঞেস করলো।

'দাদা।'

'যাক, বুদ্ধি করে নামগুলো ভাগ্যিস তলায় লিখে দিয়েছেন—তোর দাদার কি মাথা খারাপ!' সুমিতার চোখে চোখ পড়তেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। 'না ভাই কিছু মনে করিস নে, আমি কিছু ভেবে বলিনি।'

'দাদা পাগল কিনা জানিনা, তবে রাম শ্যাম দশজনের মতো

স্বাভাবিক যে নন সে কথা সত্যি। সুমিতার স্বর শ্রদ্ধায় ভারি হয়ে আসে। 'ছাপানো ছবি ঘরে রাখা দাদা পছন্দ করেন না—মনীষীদের ছবি ত নয়ই। তিনি বলেন তাতে চেহারার আদলটাই থাকে, মানুষটির পরিচয় কিছুই থাকে না। তার চেয়ে এই সামান্য ইঙ্গিত ধ'রে মনের সামনে যে ছবি ফুটে ওঠে সেটা অনেক বেশি খাঁটি। বড়ো বড়ো শিল্পীর হাতের ছবি কেনার ক্ষমতা আমাদের নেই—যদি কখনো হয়, তবে তার একখানা ক'রে ছবি থাকবে এক দেয়ালে, তলায় দেয়ালের গায়ে সুন্দর একটি আলপনা, মেঝেয় ফরাশ—এভাবে সাজান বসবার একটি ঘর দাদা করবেন এ তাঁর ভারি শখ—'

'অর্থাৎ খাঁটি দিশি প্রথায়'—হালকা সুরে গোপা বললো। তক্তাপোশটায় বসে প'ড়ে ছড়ানো কাগজগুলো থেকে একখণ্ড তুলে নিয়ে সে চোখ বুলাতে লাগলো। কিছুদূর প'ড়ে প্রশ্ন করলো, 'তোর দাদা লেখেন নাকি?'

'হ্যাঁ।'

'সে কথা বলিসনি তো।'

'সেটা কারুর মুখ থেকে জানার চেয়ে লেখার মারফৎ জানাটাই ভাল দাদা বলেন।'

'তুই কি বলিস তাই বল তো—কেবল দাদা আর দাদা'—গোপা কপট বিরক্তির ভাব দেখালো। একটু থেমে বলল, 'না ভাই আজ আর বসবো না। বৌদি আমার জন্য অপেক্ষা করছে, আমি ফিরে গেলে আমাকে নিয়ে মার্কেটিং-এ বেরুবে—অনেক সব কেনাকাটি রয়েছে।

গোপা উঠে পড়লো। বারান্দায় এসে সুভাষিণীর কাছে যথারীতি বিদায় নিয়ে বললো, 'পরশু সন্ধ্যায় গাড়ি পাঠাবো, সুমিতা তৈরি হয়ে

থাকে যেন।' সুমিতার দিকে ফিরে, 'দেখিস তোর তো কারুর বাড়ি যাবার নামে গায়ে জ্বর আসে, তুই নিজেই বলিস—কোনো ছুতোয় গাড়ি ফেরত পাঠাসনে আবার।'

'না মা, গাড়ি ফেরত পাঠাবে কেন—' সুভাষিণী বলেন। 'তুমি নিজে এসে ব'লে গেলে, যাবে বৈ কি, নিশ্চয়ই যাবে।'

সুমিতা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে এলো গোপার সঙ্গে।

আশপাশের সব বাড়ি থেকে কৌতুহলী সব চোখ উঁকি দিয়েছিল। এ হেন গলিতে কোনো বাড়ির দরজা ঘেঁষে এত বড় বিরাট গাড়ির এতক্ষণ অবস্থানটা বিশেষ একটা ঘটনা। কে এল, কেন এল, সবারই চোখে মুখে প্রশ্ন। পাড়ার ছেলেপুলেরাও এসে জুটেছে। কেউ গাড়িটার গায়ে সভয়ে হাত বুলিয়ে তার মসৃণতা উপভোগ করছে, কেউ অবাক হয়ে দেখছে চকচকে পেতলের বোতাম আঁটা ধবধবে কোট আর পাতলুন পরা গাড়ির চালককে।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়ালো গোপা। 'তোর দাদার সঙ্গে পরিচয় হলো না, তাঁকে আমার নমস্কার জানাস।'

গোপাকে বিদায় দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই দেখা বাড়িওয়ালার স্ত্রীর সঙ্গে। তিনি উপর থেকে নেবে সিঁড়ির মুখে তৈরি হয়েই ছিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে সুমিতার পেছনে তাদের বারান্দায় এসে উঠলেন। মুহূর্ত না যেতে আরো দুটি মধ্যবয়স্কার আবির্ভাব হলো। এদের কৌতুহল মেটানর ভার মায়ের হাতে তুলে দিয়ে সুমিতা গিয়ে ঢুকলো তার ঘরে।

প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে সুমিতার চোখের পরিচয় আছে, কথাবার্তা একরকম নেই বলা চলে। তারাও মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত

ভদ্রলোক। কিন্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মনের পরিণতির দিক দিয়ে সুমিতাদের সঙ্গে এমন দুরতিক্রম্য একটা ব্যবধান আছে যা প্রয়োজন-হীন সহজ আলাপের সঙ্গে মোটেই অনুকূল নয়।

লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ে সুমিতা অপটু বা অনিচ্ছুক তা নয়। সে একটু অতি মাত্রায় আত্মসচেতন। আত্মসচেতন মন স্বভাবতই সঙ্কোচধর্মী। আর্থিক অনটনের দরুন সে সঙ্কোচবোধের ক্ষেত্রটা হয়েছে যেমন ব্যাপ্ত, অন্তরের অনুভূতিটাও হয়েছে তেমনি স্পর্শকাতর। কারুর সঙ্গে খুব বেশি মেলামেশা বা আত্মীয়-বন্ধুর বাড়ি যাওয়া-আসা সব সময়েই সে এড়িয়ে চলে। এত দিনকার ছাত্রী-জীবনেও তেমন একটা বন্ধুত্ব কারো সঙ্গে তার হয় নি। গোপা কি ক'রে যে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে এতটা অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলো নিজেও বুঝতে পারে না। সে জানে গোপা মস্ত বড়লোকের মেয়ে। শুধু বড়লোক বললে সবটা বলা হয় না। তাদের ধনাধিক্যটা ধমকের মতোই যেন ছাত্র ও অধ্যাপকদের আতঙ্কের কারণ। ছাত্রেরা মনে করে নাগালের বাইরে, অধ্যাপকরা অহেতুক সমীহ ক'রে কথা কয়। সহপাঠিনীরাও কেউ কাছে ঘেঁষে না। গোপার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যকে ওরা মনে করে দেমাক, তা নিয়ে পরোক্ষে অপ্রিয় মন্তব্য আর আলোচনাও কম হয় না। এ অবস্থায় সুমিতার মতো অমিশুক মেয়ের এতখানি হৃদ্যতা তারা ভালো মনে গ্রহণ করে নি নিশ্চয়ই। ধনীর প্রতি দরিদ্রের স্বাভাবিক খোশামুদে মনোবৃত্তিটাই তার ব্যবহারে আরোপ করা হবে, বা করার সম্ভাবনা আছে, সুমিতা জানে। জানা সত্ত্বেও গোপার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে তাকে হয়েছে। বন্ধুত্ব ঘনীভূত হবার পর গোপা দু-একবার চেষ্টা করেছে সুমিতাকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে, সুমিতা

কোনো মতেই রাজি হয় নি। কিন্তু বিশেষ একটা উপলক্ষে এবারকার এই সাগ্রহ নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করায় উপায় ছিলো না কারণ গোপা শুধু ক্ষুণ্ণই হবে না, হয়তো বা অপমানিত বোধ করবে। ফলে এই মধুর সম্পর্কটুকু তিক্ত হয়ে উঠতে পারে।

নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে সুমিতার প্রথম ভাবনা হলো অপরিচিত আর অনভ্যস্ত পরিবেশ নিয়ে। নানা যুক্তি দিয়ে কল্পিত সব অস্বস্তির কারণকে মনে-মনে সহজ ক'রে আনতে বেশ কিছুটা সময় লাগলো তার। উপলক্ষটা জন্মদিনের, কিছু একটা উপহার দেওয়া উচিত। শুধু উচিত নয়—লোকে দিয়ে থাকে বলা যায়, অতএব দিতে হয়। অবশ্য দাদার যে আদর্শ চোখের সামনে তাতে এ-জাতীয় ঔচিত্য মেনে চলা তার মানায় না। মরে বেঁচে অর্থহীন এই মর্যাদাবোধের মুখ রক্ষাকে তার দাদা অনুপ রীতিমতো ঘৃণা করে। বস্তু বা সম্পদের মূল্য দিয়ে ব্যক্তির মূল্য নির্ধারিত হওয়াকে সমর্থন করা উচিত নয় সুমিতা বোঝে। উঁচু আদর্শকে শ্রদ্ধা করার মতো উন্নত বৃত্তি তার মধ্যে আছে, কিন্তু বাস্তব-জীবনে মেনে নেবার চারিত্রিক বল সকল সময় খুঁজে পায় না।

একেবারে শুধু হাতে যাবার কথা সুমিতা ভাবতে পারলো না। নিজের অবস্থা অনুযায়ী একটা কিছু না হয় নেবে। অবশ্য অবস্থার বিচার করতে গেলে শুধু হাতটাই সমর্থন পায়। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে' সুমিতার মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। কিছুদিন আগে তার মাসিমা ভালো সিল্কের একটা টুকরো তাকে দিয়েছিলো ব্লাউস বানাতে। এখনও সেটা অমনি প'ড়ে আছে। সুন্দর একটা ফ্রক

হতে পারে তা দিয়ে। ছুঁচের কাজে নিজের দক্ষতার কথা স্মরণ ক'রে আরো উৎসাহিত হয়ে ওঠে সুমিতা। দুটো দিন মাত্র সময়। তক্ষুণি উঠে কাপড়ের টুক্‌রোটা সে বার করলো। পেন্‌সিলের টানে চট্‌পট্‌ একটা নক্সা ছ'কে নিয়ে ছুঁচসুতো নিয়ে সে ব'সে গেল।

একটানা ছুঁচ চালালো সুমিতা রাত প্রায় এগারোটা অবধি! দরজায় কড়া নড়তে উঠে দরজা খুলে দিলো। ঘরে ঢুকলো অনুপ। বয়স তিরিশ পার হয়ে গেছে। পাতলা লম্বা শরীর। রুক্ষ অবিন্যস্ত চুলগুলো চওড়া কপালে এসে পড়েচে। তারই নিচে বুদ্ধিদীপ্ত চকচকে একজোড়া চোখ। মুখের প্রত্যেক অংশকে ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে তীক্ষ্ণ উঁচু নাক। ঘোরাফেরার ক্লান্তিতে মুখচোখ বেশ একটু ম্লান। হাতের বইগুলো ধপাস ক'রে সুটকেসটার ওপর ফে'লে গায়ের পাঞ্জাবিটা অনুপ খুলে ফেললো। ভারি খদ্দর ঘামে ভিজে আরো ভারি হয়েছে। জামাটাকে ঝুলিয়ে রাখলো দেয়ালে পোঁতা একটা পেরেকে। তারপর আরামকেদারাটায় এসে গা ছেড়ে ব'সে পড়লো। ঘরের ভাপসা গরমে তার ঠোঁটে আর চিবুকে ঘাম দেখা দিলো। সুমিতা দাঁড়িয়ে আছে! এ অবস্থায় পাখা হাতে তার হাওয়া করবার কথা। কিন্তু কেউ হাওয়া করলে অনুপ গরমের চেয়েও বেশি অস্বস্তি বোধ করে। পাখা এগিয়ে দিয়েও লাভ নেই, ব'সে ব'সে নিজের হাতে হাওয়া খাওয়াটা নাকি হাস্যকর মনে হয় তার কাছে।

ঘরটা ভয়ানক গরম। বাইরে অত হাওয়া কিন্তু এ ঘরে ঢুকলেই মনে হয় হঠাৎ শহরটা দম আটকে দাঁড়িয়ে পড়লো। এ সব পল্লীতে মানুষ এসে এমন ঘিঞ্জি হয়ে বাসা বেঁধেছে, কেউ কারুর জন্যে হাওয়া চলাচলের পথটুকুও রাখেনি—বা রাখতে পারেনি। বাড়িতে ঢুকলেই

দুটো অভাব অনুপের মনটাকে কিছুক্ষণের জন্য দমিয়ে রাখে। সব চেয়ে বড় অভাব এমন একটি জানালার যেখান দিয়ে দৃষ্টিকে কিছুদূর অন্তত চালিয়ে দেওয়া যায়। দ্বিতীয় অভাব হাওয়ার। ছোটো যে জানালাটি আছে তা দিয়ে দৃষ্টি বেরুতে গিয়ে এক হাত দূরেই আটকে যায়, হাওয়া ঢুকতে এসে ঢুকতে পারে না। তবু এই গরমের সময়টাই অনুপের কাছে উপভোগ্য মনে হয় বেশি। শীতকালে শরীরের জড়তা যেন আসনপিঁড়ি হয়ে বসে। লেখাপড়ার জন্যে যেন সময়টা মোটেই অনুকূল মনে হয় না তার কাছে। হাত বার ক'রে বই-এর পাতা ওল্‌টাতে পর্যন্ত ইচ্ছে হয় না। তা ছাড়া রাত্রিতে ঘুমটা যেন লেপের সঙ্গে লেপটে থাকে। গ্রীষ্মকালে হাত-পা ছড়িয়ে যত খুশি লেখ বা পড়, যত খুশি রাত জাগ।

কাপড়ের কোঁচায় মুখটা মুছে নিয়ে অনুপ তাকালো সুমিতার দিকে। সেলাইটা হাতে নিয়েই উঠে এসেছিলো সুমিতা। দক্ষ-ক্ষিপ্রতায় তার আঙুলগুলো ছুঁচ নিয়ে উঠছে-নাবছে রঙিন সিল্কের ওপর। শান্ত শ্রীর এই আনত ভঙ্গি বড়ো ভালো লাগলো অনুপের চোখে। সুমিতার দিকে মনোযোগ পড়লে মনটা তার খারাপ হয়ে যায়। বড়ো ভালো মেয়ে সুমিতা। মোটামুটি বুদ্ধিসুদ্ধিওয়ালা ভালো লোকগুলোর জন্যে কিছুটা সুখশান্তির ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। অভাব-গ্রস্ত জীবনের সংঘাত সহজ মনে গ্রহণ করতে পারে স্থূল স্বভাবের সাধারণ লোক, সে-সংঘাত সইতে পারে চরিত্রবান আর সূক্ষ্ম দৃষ্টির অসাধারণতা। সুমিতার জন্যে অনুপের মনে একটা করুণার ভাব দেখা দেয়।

'অত মন দিয়ে কি সেলাই করছিস রে সুমিতা?' সস্নেহে জিজ্ঞেস করলো অনুপ।

কাপড় থেকে দাঁত দিয়ে সুতোটা কেটে নিয়ে সুমিতা বললো, 'একটা নক্সা তুলছি কাপড়টায়—ছোটো একটা ফ্রক বানাবো।'

'ছোটো ফ্রক!' কিছুটা অবাক হয়েই অনুপ তাকালো।

'এক বন্ধু এসে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে তার ভাইঝির জন্মদিনে—তাই—'

'বন্ধুটি কোন জাত?' অনুপ হেসে প্রশ্ন করলো।

সুমিতার ঠোঁটেও মৃদু হাসি দেখা দিলো। 'তোমাদের আধুনিক বর্ণাশ্রম অনুযায়ী ধনিক।'

'তবে তো এতটা মাখামাখি শুভ নয়।' মুখে কপট গাম্ভীর্য এনে অনুপ বললো। 'দেখি কেমন হচ্ছে কাজটা।' কাপড়টা হাতে নিয়ে বললো, 'বাঃ চমৎকার! ছুঁচের কাজে হাত তোর আশ্চর্য রকম ভালো। কিন্তু ওখানে কোনো সমাদর পাবে না! ওরা দেখবে কোনটা কত দামে ভারি।'

'সব বড়লোকই আর এক রকম নয়।'

'এ—ক রকম।' বেশ জোরের সঙ্গে অনুপ বললো। 'অর্থহীন লোক সম্পর্কে ওরা সবাই একরকম। তাচ্ছিল্য একটা আছেই। সেটাই অসহ্য—ওরা গাড়ি চড়ে তাতে বড়জোর আমরা লুব্ধ হই, ক্রুদ্ধ হই কাদা ছিটোয় ব'লে। আর ভালো ব্যবহারের ভানটা হলো করুণা—সেটা পীড়া দেয় আরো বেশি।'

'তা—আমরা যারা গরিব তাদের—'

বাধা দিয়ে অনুপ ব'লে ওঠে, 'নিজের অবস্থা বোঝাতে ঐ গরিব শব্দটা ব্যবহার করবি না—তোকে আর একদিন বলেছিলাম ব'লেই মনে হয়। অবিশ্যি দেশের অধিকাংশ লোককেই গরিব ক'রে রাখা

হয়েছে। আমরা তার মধ্যে থেকেও তাদের ছাড়িয়ে উঠেছি—আমরা গরিব নই। গরিব বা দরিদ্র বলতে কেবল আর্থিক দুরবস্থা নয়, মানসিক দুরবস্থাও বুঝোয়। 'গরিবলোক' বললে মানুষটাকেই যেন বড়ো ছোটো মনে হয়। আমরা যারা মানুষ হিসেবে কোনো অংশেই বড়ো ছাড়া ছোটো নই, তাদের বেলায় তাই বলা উচিত 'সম্পদহীন' বা 'অভাবগ্রস্ত' এ জাতীয় একটা কিছু।'

'তা ঠিক—' অনুপের কথাগুলো সশ্রদ্ধভাবে মেনে নিয়ে সংক্ষেপে সুমিতা জবাব দিলো। 'অবিশ্যি এও সত্যি, গোপার সঙ্গে পরিচয় একবার হলে ওর সম্পর্কে মত তোমার বদলাবে। সত্যি বলতে দেমাক ওর মোটেই নেই।' কাপড়ের টুকরোটা অনুপের হাত থেকে নিয়ে একবার নেড়েচেড়ে দেখলো। 'আমার দেবার ভাগ দেবো—নিজে এসে নেমন্তন্ন ক'রে গেছে, না যাওয়াটা কি উচিত হবে!' সুমিতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো অনুপের মুখের দিকে।

'নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিস, যাবি বৈকি।'

এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ ক'রে সুমিতা বললো, 'রাত অনেক হলো দাদা, হাতমুখ ধুয়ে খাবে এস।'

'তুই যা, আসছি আমি।'

সুমিতা ভেতরে গেল। অনুপ দেয়ালের একটা রেখাচিত্রে চোখ রেখে চুপচাপ বসে রইলো। উপস্থিত মনের ওপরে আর্থিক অনটনের কথাটাই বড়ো হয়ে ছিল। এ মাসে তার রোজগার হয়নি বললেই চলে। এ মাটিতে লেখা বেচে অর্থ সংগ্রহ করা বলতে গেলে এক অসম্ভব কর্ম। বই যে বাঁধে সেই দপ্তরির শ্রমের আর্থিক স্বীকৃতি আছে, কিন্তু বই যাঁরা রচনা করেন তাঁদের শ্রমেরও কোনো মূল্য দিতে

ব্যবসায়ীরা রাজি নয়। তার জন্য ব্যবসায়ীদের চেয়ে বেশি দায়ী পাঠকগোষ্ঠী। সচেতন পাঠকের সংখ্যা কড়ে গুণে শেষ করা যায়। তাদের বাইরে রচনার গুণাগুণের কোনো বিচারই নেই। তারা লেখা কেনে না, কেনে বই। এ খবর ব্যবসায়ীরা রাখে। তাই তারাও রচনা ক্রয় করে না, লেখা সংগ্রহ করে মাত্র। পাঠকদের তরফ থেকে রচনাবৈশিষ্ট্যের চাহিদা থাকলে এই অন্যায় অর্বাচিনতা চলতে পারতো না। তবু এরই মধ্যে বাজার চ'ষে দু-চার টাকা আয় হতো, তাও কিছু দিন হলো বন্ধ। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সামাজিক কর্মজীবনটাকেই বড়ো ক'রে তুলতে হয়েছে অনুপের। শ্রমিক-সঙ্ঘের কর্তব্য তো আছেই, তার উপর দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীদের খাদ্য বিলানোর কাজে প্রাণপাত করতে হচ্ছে। কোনো লাভ নেই, এই দান দিয়ে এদের বাঁচানো যাবে না অনুপ বোঝে। এ শুধু মানবীয় মনোবৃত্তির শেষ পরিচয়। ব্যর্থতা জেনেও এ কর্তব্যের বোঝা বইতে হবে। একটা কাজে অনুপ রীতিমতো কৌতুক বোধ করে। দুঃস্থ ভদ্র পরিবারে গোপনে অন্নবস্ত্র পৌঁছে দেওয়ার মনোবৃত্তি দে'খে সে হাসে। ভদ্রত্বের মান বাঁচাতে ভদ্রশ্রেণীর কি আগ্রহ! এমন কি প্রয়োজন হলে অর্থবান তার নিজের আশ্রয়ে রেখে প্রতিমুহূর্তে অপমানিত আর লাঞ্ছিত করবে, তবু পথে নামতে দেবে না। দুর্ভিক্ষের এই বন্যায় অসংখ্য প্রাণ বেঁচে গেল শুধু শ্রেণীগত এই মানের রশি ধ'রে। ছোট-লোকেরা সবাই বড়ো ছোটো, কেউ কাউকে আটকে রাখতে পারলো না। জড়াজড়ি করে গোটা শ্রেণীটাই ভিটেমাটি ছেড়ে গড়িয়ে পড়লো শহরের পথেঘাটে। তারপর ক্ষিধের হিচ্‌কে টানে বা দানের গুরু ধাক্কায় একেবারে ইহলোক থেকে পরলোক। সারা দিনের সব

বীভৎস চিত্র একে একে অনুপের চোখের উপর দিয়ে ভেসে যেতে লাগলো।

হঠাৎ অনুপের চিন্তায় বাধা পড়লো। পকেটে কাগজপত্র বোঝাই জামাটা ধপ ক'রে পড়লো মেঝেয়। জামাটা তুলে রাখতে গিয়ে দেখে পেরেকটা শুদ্ধই খসে পড়েছে। প্রথমটা সামান্য একটু বিরক্ত হলো অনুপ। দেয়ালে পেরেক পোঁতা বড় কঠিন। ইটের উপর পড়লে বসতে চায় না, দু ইটের ফাঁকে পড়লে ঢলঢলে হয়ে যায়। এক খণ্ড কাঠ দিয়ে ঠুকে পেরেকটাকে আবার সে বসাতে চেষ্টা করতে লাগলো। খানিকটা ঢুকেই আর ঢুকতে চায় না, অনুপ কেবলই স্থান পরিবর্তন করতে থাকে। বিষয়টা বিরক্তি বৃদ্ধির কারণ হবারই কথা। কিন্তু কিছুদিন যাবৎ অনুপের কৌতুকবোধটা যেন বড়ো বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। মনের পেছনে থেকে একটা পরিহাস সবকিছুকে লক্ষ্য ক'রেই যেন মিটিমিটি হাসে। গম্ভীর মুখে সে ব্যর্থতার ক্ষত চিহ্নগুলো একে একে গুণে দেখতে লাগলো। ইতিমধ্যে পনেরবার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন উদ্যমে আবার শুরু করেছে এমন সময় দরজার কড়াটা সজোরে ন'ড়ে উঠলো।

খুলে দিতেই দেখা গেল বাড়িওয়ালা শ্রীকণ্ঠবাবু ওপর থেকে নেবে এসেছে। চোখেমুখে নিদ্রাভঙ্গের বিরক্তি মাখানো। 'এত রাতে কি ঠক্ ঠক্ করছেন মশাই—ঘুমোতে দেবেন না?' ঘরে ঢুকে বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হলো শ্রীকণ্ঠবাবু। 'এ কি করছেন আপনি—!'

'আপনার বাড়িটা পুরানো হলেও বেশ পোক্ত কিন্তু।' অত্যন্ত সহজভাবে অনুপ বললো। যেন শ্রীকণ্ঠবাবুর মুখের ভাব সে লক্ষ্যই করে নি।

'পোক্ত—!'

'হ্যাঁ, বেশ পোক্ত। পেরেকটা কিছুতেই বসছে না।'

বাড়ি সম্পর্কে এমন একটা প্রশংসার বাক্য শুনেও বাড়িওয়ালা খুশি হলো না! 'বাড়ি নষ্ট করার জন্য ভাড়া দেওয়া হয়নি। এমন হলে এখানে থাকা হবে না আপনার।'

'পেরেকটা না বসলে আমি নিজে থেকেই উঠে যাবো।'

এসব কথা যে কেউ এমন সহজভাবে বলতে পারে শ্রীকণ্ঠবাবু বিশ্বাস করতে পারছিলো না। অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, 'বেশ, তাই যাবেন!' চারদিকের দেয়ালে চোখ পড়লো শ্রীকণ্ঠবাবুর। 'দেয়ালময় কি এসব চিত্তির-বিচিত্তির করেছেন মশাই—'

'এগুলো বুঝতে হলে অনেকটা সময় লাগবে। কাল সকালে আসবেন।'

'বুঝতে হলে কাল সকালে আসবো—আপনার কি মাথা খারাপ! না মশাই, বুঝে আমার দরকার নেই। এ মাসেই বাড়ি আপনাকে ছেড়ে দিতে হবে।' শ্রীকণ্ঠবাবু বকতে বকতে বেরিয়ে গেল।—'যত সব ইয়ে—এদিকে দুমাসের ভাড়া প'ড়ে আছে—নেহাৎই আমি ব'লে—'

শ্রীকণ্ঠবাবুর কণ্ঠ কানে যেতেই সুমিতা এসে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলো। সে বেরিয়ে যাবার পর সুমিতা ঘরে ঢুকলো। হেসে বললো, 'শুধু শুধু লোককে চটিয়ে দেওয়া যেন তোমার শখে দাঁড়িয়েছে। এখন খাবে এস।'

সুমিতাকে নিয়ে গাড়ি এসে ঢুকলো গোপাদের বাড়ি।

বালিগঞ্জের এক অভিজাত পল্লী। তারই মাঝে চারপাশে অনেকটা ফাঁকা জমি নিয়ে বাড়িখানা দাঁড়িয়ে আছে। বাগানের দুই পাশে প্রবেশ ও নির্গম নির্দেশিত বড় বড় দুই গেট। কুচোপাথর বিছানো রাস্তাটা অর্ধচন্দ্রাকারে এ-গেট থেকে ও-গেটে গিয়ে পড়েছে গাড়ি-বারান্দার তলা বেয়ে। সমগ্র বাড়িটার বহিরাঙ্গিক গঠন থেকেই মেনে নিতে হয়, এটি আধুনিক স্থাপত্যের একটি উন্নত নিদর্শন।

গাড়ি থেকে নেবে সুমিতার মনটা মুষড়ে গেল। গোপারা ধনী সেটা সে জানে। কিন্তু সে-জানাটা ছিল বড়ই আবছা। তার চোখের সামনে এতদিন গোপা ব্যক্তিটিই ছিল বড় সত্য। বড়লোক কথাটা নিছক একটা শব্দেরই মতো সে-সঙ্গে যুক্ত ছিলো। সেই শব্দ যখন বাস্তব রূপ নিয়ে দেখা দিলো, গোপাকে মনে হলো তার কাছে বিরাট একটা ঐশ্বর্যের অংশ মাত্র। কলেজের পরিবেশে যে গোপাকে সে অনায়াসেই আপন মনে করতে পেরেছে, সে গোপা যেন মুহূর্তে স'রে গেল বহু দূরে।

গোপা গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা করছে। সুমিতা গাড়ি থেকে নাবতেই সে কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ নিয়েই তাকে ডেকে নিলো। তার ব্যবহারে কোন বৈষম্য দেখা গেল না। বরং সুমিতার সঙ্কোচের আভাস পাওয়া মাত্র সমাদরের মাত্রাটা চেষ্টা ক'রেই একটু

যেন চড়িয়ে দিলো। বারান্দায় আরো তিন-চারটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল গোপারই সমবয়সী! তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে গোপা উৎসাহের সঙ্গে পরিচয় দিলো, 'আমার বন্ধু সুমিতা, যার কথা তোদের বলেছিলাম।' অপর পক্ষের কারুরই পরিচয় দেওয়া-নেওয়ার তেমন কিছু আগ্রহ দেখা গেল না। তাদের মধ্যে একজনকে বিশেষভাবে লক্ষ্য ক'রে গোপা সুমিতাকে বললো, 'এ হলো রিনি, আমার আর এক বন্ধু। ফ্যাশনেবল ব'লে ওর খুব নামডাক—দেখতেই পাচ্ছিস।' একটু শ্লেষের সুর মিশিয়েই শেষের কথাটা গোপা বললো।

রিনির পরিচ্ছদ নজর টানবার জন্যে কারুর নির্দেশের অপেক্ষা রাখে না। বিশেষ ক'রে সুমিতার অনভ্যস্ত চোখ অবাক হয়েই বার বার লক্ষ্য করছিলো। পুরুষের উপস্থিতিতে এ মেয়েটির পাশে বসবার কথা ভাবতেও শরীর তার সঙ্কোচে মোচড় দিয়ে ওঠে। এ যেন পুরুষের দৃষ্টির দরবারে সর্বাঙ্গে আবেদনের নোটিস এঁটে চলা। পোশাকটা সুমিতার শারীরিক লজ্জাবোধে যত না আঘাত করে, তার চেয়ে বেশি করে নিজেদের জাতিগত মর্যাদাবোধে। পুরুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এ কি কাঙালপনা! সেমিজ বস্তুটা একেবারে বাদই গেছে। ব্লাউসটা বাতিল করা সম্ভব হয়নি, সে রাগেই যেন যেখান দিয়ে যতটা পেরেছে ছেঁটে উড়িয়ে দিয়েছে। হাত-কাঁধের বালাই নেই-ই বলা চলে, গলা থেকে বুক অবধি অনেকখানি অসঙ্গত রকমে অনাবৃত, নিচেটা পশ্চিমা কোর্তার মতো কোমরে পৌঁছবার আগেই থেমে গেছে, সেখান দিয়ে বেরিয়ে আছে চওড়া ফিতের মতো একফালি কোমল চামড়া। এ ছাড়া জামার গায় ফুল তোলার নামে এখানে-ওখানে আরো বড় রকমের দু'তিনটে ফুটো তো রয়েছেই।

যেন নানা জায়গা দিয়ে শরীরের টুকরো নমুনা উঁকি মেরে আবৃত সম্পদের মহিমা ঘোষণা করছে।

রিনির পোশাকটা আগাগোড়া বিশ্লেষণ ক'রে দেখার অবসর সুমিতা পেল না। গোপা ভারি ব্যস্ত। পরিচয় দেওয়া শেষ করেই সুমিতার হাত ধ'রে টানলো। 'চল তোকে হলঘরে বসিয়ে আসি।'

হলঘরে অতিথিদের বসবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঘরের চারপাশ ঘিরে সোফা আর সেটি সাজানো। এক কোণে মস্ত একটা অরগ্যান। আর এক কোণে লম্বা একটা টেবিল, জন্মদিনের উপহার যে যা আনছে তারই উপর সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে অনেকেই এসে গেছে, উপহারের টেবিলটিতেও মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার জমে উঠেছে। সুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে গোপা ঢুকলো সেই ঘরে। শুধু সুসজ্জিতা নয়, অতিসজ্জিতা স্বল্পবয়স্কা সুন্দরী এক মহিলা ব্যস্ত হয়ে একে-ওকে আপ্যায়ন ক'রে বেড়াচ্ছেন, গোপা তার কাছে এগিয়ে গিয়ে বললো, 'বৌদি, এই যে সুমিতা, আমার বন্ধু'। সুমিতাকে বললো, 'ইনিই আমার বৌদি রমা দেবী। এঁরই মেয়ের আজ জন্মদিন। আচ্ছা, তুই বোস ভাই এখানে—এখনো অনেকের আসতে বাকি, আমাকে ওখানে থাকতে হবে—আমি যাচ্ছি, কেমন—' ব্যস্তভাবে গোপা বেরিয়ে গেল।

গোপা বেরিয়ে যেতেই সুমিতা নিজেকে বড়ো অসহায় বোধ করলো অনভ্যস্ত অপরিচিত এই পরিবেশে। গোপার বৌদির মুখে-চোখে উন্নাসিকতা উৎকট হয়ে ফুটে রয়েছে। অস্ফুটভাবে সে কি যে বললো সুমিতা বুঝলো না। চোখের ইঙ্গিতে যে আসনটা দেখিয়ে দিলো তারই একপাশ ঘেঁষে জড়সড় হয়ে সে বসলো। সমস্ত ঘরের

মধ্যে নিজের অস্তিত্বটাকেই তার মনে হতে লাগলো মস্ত একটা অসঙ্গতির মতো। পরিচ্ছদের তুলনামূলক তুচ্ছতাও অবহেলা করা যায় না, আপনা থেকেই পীড়াদায়ক রকমে স্পষ্ট হয়ে থাকে। ধনীগৃহে নিমন্ত্রণ রক্ষার কোনো প্রয়াসই সুমিতার পরিচ্ছদে নেই। সে এসেছে অতি সাধারণ একখানা মিলের সাদা শাড়ি প'রে—হাতে দু'গাছা কাঁচের চুড়ি।

ঘরের কোনো কিছুই সুমিতার চোখে একেবারে অভিনব বা অপরিচিত নয়। সোফা কৌচ, কার্পেট, শাড়ি, জড়োয়া, এ শ্রেণীর নরনারী, এখানে-ওখানে ছুটোছাটা সবই সে জীবনে দেখেছে, কিন্তু বহু স্ফুলিঙ্গ মিলে যে মহাকুণ্ডের সৃষ্টি তার উত্তাপে পাখার তলায় বসেও সে ঘামতে লাগলো। এ শারীরিক অস্বস্তিটা আরো তার বেড়ে যায় নতুন কোন অভ্যাগতের আগমনে। শুরু হয় পরিচয়ের পালা। গোপার বৌদি উঠে প্রথম ঘোষণা করে অভ্যাগতের নাম ও পরিচয়, তারপর তাকে আবার পরিচয় করিয়ে দেয় উপস্থিত অন্যান্যদের সঙ্গে। এক এক ক'রে ব'লে যেতে থাকে—কারুর পিতৃপরিচয়, কারুর অর্থের, কারুর চাকরির, কারুর বা সুখ্যাত দূর আত্মীয়ের। সুমিতার কাছে এসেই থেমে পড়ে—সে যে পরিচয়হীন, তার সম্বল শুধু তার নাম।

ইতিমধ্যে একজোড়া অতিথিকে গোপা পৌছে দিয়ে গেছে। স্বামী-স্ত্রী-ই হবেন। মহিলাটির দেওয়া উপহার নিয়ে বেশ একটা আলোড়নের ভাব দেখা দিয়েছে মেয়েদের মধ্যে। বস্তুটি একটা জড়োয়ার পেনডেণ্ট। নক্সাটা নাকি খুবই নতুন ধরনের। হাত থেকে হাতে সেটা ঘুরতে লাগলো। গোপার বৌদির মুখে ডিজাইনের

প্রশংসার সঙ্গে পাঁচশো টাকার মতো মোটা মূল্যের উল্লেখটাও বার দুই শোনা গেল। সুমিতার দৃষ্টিটা একবার ঘুরে এল উপহারের টেবিলের ওপর দিয়ে। সেখানেও সাঁচ্চাজরির কাজ করা জর্জেট-শীফন থেকে শুরু ক'রে সোনা-জড়োয়া সার বেঁধে আছে। সুমিতার আঁচলের তলায় কাগজে মোড়া ছোট পুঁটলিটা তার উপহার দেওয়ার আগ্রহে কাঁটার মতোই বিঁধতে থাকে। সামান্য একটু হাতের-কাজ যার আন্তরিকতার বাহন, দামী জিনিসের এই প্রতিযোগিতায় ঢুকতে যাওয়া তার পক্ষে বাতুলতা। পুঁটলিটাকে সুমিতা আরও ভালো ক'রে শাড়ির আড়ালে লুকিয়ে রাখে।

পরিচ্ছদের সামান্যতা এবং আর্থিক অসচ্ছলতা নিয়ে দৈন্য বোধ করার মতো শিক্ষা সুমিতা তার দাদার কাছে পায়নি। এ বাড়িতে ঢোকবার আগে অবধিও তার মনে নিজের যুক্তিগুলো বেশ জোরের সঙ্গে দাঁড়িয়েছিল। তার যা আছে তাই সে পরবে, যতটুকু ক্ষমতা সে-আন্দাজেই সে দেবে, এ নিয়ে বিব্রত বা অস্বস্তি বোধ করার কোনো কারণই সে খুঁজে পায়নি। কিন্তু এতগুলো লোকের অস্বীকৃতি আর অবহেলার মধ্যে ব'সে স্বস্তি ও সম্মান অক্ষত বোধ করার মতো মনের জোর তার নেই, এখানে এসে এ সত্যটা সে বেশ ভালো ভাবেই উপলব্ধি করছে। এই বিড়ম্বনা ভুলে থাকার জন্য নেহাৎ জোর ক'রে সে তার মনোযোগ নিবদ্ধ করলো একটি উগ্র আধুনিকার প্রসাধিত মুখে। মেয়েটি ঠিক তার উলটো দিকেই ব'সে আছে। তাকিয়ে দেখার পথে কোন বাধা নেই ভ্রূ দুটো খুঁটে-খুঁটে একেবারেই তুলে ফেলেছে, স্বাভাবিকের স্থান জুড়েছে অস্বাভাবিক দুটো কালো রেখা। ঠোঁটে রক্তবর্ণ রং, মুখে পেণ্ট। তার দাদার অভিমতগুলো মনে পড়ে।

প্রসাধন একটা শিল্প, অতএব পরিমাণ বোধ তাতে একান্ত প্রয়োজন। এ শিল্পের কাজ প্রত্যঙ্গকে সুন্দর হতে সাহায্য করা মাত্র। কিন্তু মুখকে মুখই রাখতে হবে, মুখোশ বানালে চলবে না। হাঁটার অভ্যাস যাদের যায় তারা যেমন গাড়ি ছাড়া অকর্মণ্য, নিজের মুখ যারা গোপন করে, মুখোশ ছাড়া তারাও তেমনি অচল হয়ে পড়ে। মেয়েটি বাড়িতে সকল সময়েই মুখে রং মেখে ভ্রূ-এঁকে থাকে না নিশ্চয়ই। তেমন অবস্থায় কোনো লোক গিয়ে পড়লে এর কতখানি বিড়ম্বনায় পড়তে হয়, ভেবে এতবড় একটা অস্বস্তির মধ্যে ব'সেও তার হাসি পেলো।

আশেপাশের আর সব লোকজন ও কথাবার্তা থেকে সুমিতার মনটা সত্যিই একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলো। কাঁধে হাত পড়তে চম্‌কে সে মুখ তুলে তাকালো! পেছনে গোপা দাঁড়িয়ে। 'চম্‌কে উঠলি যে। একমনে এমন কি ভাবছিলি? দেখি, বসতে দে—' ব'লে সে সেটির হাতলের ওপর ব'সে পড়লো। তার অভ্যর্থনার কাজ শেষ হয়েছে।

অতিথিরা সকলেই এসে গেছে। সেই রিনি মেয়েটি গিয়ে বসলো অরগ্যানের সামনে। উপলক্ষ অনুযায়ী একটি রবীন্দ্র-সঙ্গীত সে গাইলো। অতিথিদের মাঝ থেকে অনুরোধ এলো আর একটি গাইবার। রিনি আবার গান ধরলো। মেয়েটি গায় খুবই ভালো। এখানে এসে এতক্ষণ পরে এই একটিমাত্র বিষয় সুমিতার কাছে উপভোগ্য ব'লে মনে হলো। মেয়েটির জামায় ইচ্ছাকৃত অতগুলো ফুটোফাটা না থাকলে এর পর যেচে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেও সুমিতার হয়তো বা আপত্তি থাকতো না।

এক বর্ষিয়সী মহিলা এসে সকলকে অনুরোধ জানালো পাশের ঘরে আসবার জন্যে। বুঝা গেল আহ্বানটা আহারের। নতুন আর

একটা অবস্থার মধ্যে নতুন ক'রে অস্বস্তি বোধ করতে হবে ভেবে সুমিতার মনটা আরো মুষড়ে গেল। অতিথিরা সকলেই ধীরে ধীরে হলঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে লাগলো। গোপা উপহারের লম্বা টেবিলটার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, সুমিতা সসঙ্কোচে গিয়ে তার পেছনে আশ্রয় নিল। যেখানে যেতে হয় গোপার সঙ্গেই সে যাবে। তা ছাড়া তুচ্ছ উপহারটারও একটা গতি করা দরকার। ওটাকে এভাবে আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে বেড়ানোও যে এক শাস্তি—দিতে যখন হবেই। বাড়ি ফিরিয়ে নেবার কথা সে ভাবতেও পারে না। দাদার সামনে মাথা উঁচু ক'রে সে বলেছে, তার যা ক্ষমতা তাই সে দেবে, অপরে কি বলবে-না-বলবে তা নিয়ে ভাববার তার দরকারটা কি! এখন ফিরিয়েই যদি নিতে হয়, দাদার কাছে মিথ্যে বলতে সে পারবে না। শুনে অনুপের ঠোঁটের কোণে দুঃখ ও পরিহাস মেশানো ক্ষীণ যে হাসিটুকু ফুটে উঠবে তা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সে হাসির কাছে সব লজ্জা-সঙ্কোচই তুচ্ছ হয়ে যায়।

ঘর প্রায় খালি হয়ে এসেছে। এ সুযোগে ফ্রকটা গোপার হাতে দিয়ে দেবে ব'লে সুমিতা হাত বাড়ালো। এমন সময় একটি সুদর্শন যুবক এগিয়ে এলো গোপার সঙ্গে কথা বলতে। সুমিতাকে থামতে হলো। পুঁটলি শুদ্ধ হাতটা টেবিলের ওপর রেখে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। দরজায় দেখা দিল গোপার বৌদি। এ মানুষটিই সুমিতার সঙ্কোচ আর অস্বস্তির সবচেয়ে বড় কারণ। হাতটা টেবিল থেকে আবার সে টেনে নিলো আঁচলের আড়ালে। হঠাৎ কি যেন হয়ে গেল। গোপার বৌদি এগিয়ে আসছিলো, থমকে থেমে পড়লো। তীক্ষ্ণ তল্লাসী দৃষ্টিতে বার দুই তাকালো সুমিতার মাথা থেকে পা পর্যন্ত,

তারপর গোপার দিকে ফিরে কঠোর কণ্ঠে ডাকলো, 'গোপা' একবার এদিকে এসো'—ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, গোপাও গেল সঙ্গে।

কি যে হলো সুমিতা ঠিক বুঝতে পারলো না। শুধু এটুকু সে বুঝলো খুবই অবাঞ্ছিত একটা কিছু ঘটেছে, এবং পুরো বা অংশত তার জন্যে সে দায়ী। কি এমন ঘটতে পারে? গোপার বৌদির দৃষ্টি স্মরণ ক'রে সুমিতা একবার নিজের পরিচ্ছদটা দেখে নিলো—অসংযত অবস্থায় অভব্য হয়েছে কিনা কোনো খানটা। তেমন কিছুতো হয় নি, এ সমাজের হাবভাব তার জানা নেই—তবে কি এদের বিচারে তার আচরণে কোথাও ত্রুটি হয়েছে? এসে থেকে যে চুপচাপ ব'সে বা দাঁড়িয়ে রইলো, তার ব্যবহারে এমন কি অন্যায় ঘটতে পারে!

সুমিতা এটা-ওটা ভেবে চলেছে, হঠাৎ পাশের বারান্দা থেকে উত্তেজিত চাপা কণ্ঠের গুটিকয় অসমাপ্ত কথা তার কানে এলো, '—টেবিল থেকে তুলে শাড়ির তলায়—হ্যাঁ, তোমার ঐ সুমিতা—আমি স্বচক্ষে—' কথা শেষ হবার আগেই শব্দটা দূরে স'রে গেল। মুহূর্তে সুমিতার মন ও মাথা অসাড় হয়ে এলো। কোনো কিছু ভাববার বা বুঝবার ক্ষমতা যেন তার লোপ পেয়ে গেল। সমস্ত শরীর তার কাঁপছিলো। আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না। দেহটাকে এলিয়ে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করতে কাছের সোফাটায় ধপ ক'রে ব'সে পড়লো। এর পরে কি ঘটবে, কি তার করতে হবে বা করা উচিত, কোনো কিছু ভাববার মত সামর্থ্য তার রইলো না।

এদিকে তখন উত্তেজিত অবস্থায় আর একটা ঘরে গিয়ে ঢুকলো গোপা আর তার বৌদি রমা। রিনি এবং আরও দু-একটি আত্মীয়াও এসে জুটলো।

রমা রিনিকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'তুমি হলঘরে গিয়ে বসো তো রিনি, মেয়েটির উপর লক্ষ্য রাখবে।' রিনি চ'লে গেল। রমা বেশ জোরের সঙ্গে বললো, 'নিজের চোখে দেখলুম, এ কখনো ভুল হতে পারে—কিছু একটা নিয়েছে নিশ্চয়ই।'

'অসম্ভব—অসম্ভব—তুমি ভুল দেখেছ বৌদি ভুল দেখেছ—'হাত নেড়ে তীব্র তিক্ত কণ্ঠে গোপা প্রতিবাদ জানালো। 'গরিব হলেই লোকে চোর হয় না। পারতে তুমি ও-ঘরের আর কোনো একটি লোককে সন্দেহ করতে—চোখে দেখলেও বলতে সাহস পেতে না। দেখেই বুঝেছ ও গরিব, তাই যা মুখে আসছে অনায়াসে বলছো। এ হতে পারে না—এ তোমার নিজের মনের মীননেস্।'

মীননেস্ কথাটায় রমাও রীতিমতো চ'টে উঠলো। 'মুখ সামলে কথা বলো গোপা—'

'মুখ সামলানোর এতে কিছু নেই, আমার অতিথিকে অপবাদ দেওয়া মানে আমাকেই অপমান করা।' গোপা উত্তেজিত অবস্থায় ঘরের এখানে-সেখানে বার দুই ঘুরে, এটা-সেটা নেড়েচেড়ে ফিরে এসে দাঁড়ালো তার বৌদির কাছে। 'তুমি দেখে এসো কি তোমার খোয়া গেছে—চারশো পাঁচশো যা হোক, আমি দেব, তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার!'

রমাও রেগে উঠলো, 'অমন দু-পাঁচশো আমিও পা দিয়ে ঠেলে দিতে পারি গোপা—আমিও তেমনি ঘরের মেয়ে, আমাকে বড় কথা শোনাতে এস না। যত সব বাজে লোক এনে জোটাবে, বলতে গেলাম ব'লে আমি হলাম কিনা মীন—'

একটি আত্মীয়া রমাকে চুপ করাতে চেষ্টা করেন কিন্তু সে থামে

না। 'ভারি ব'লে বসলেন, কি খোয়া গেছে জেনে আসতে। আমি যেন লিস্ট ক'রে রেখেছি, বা জনে-জনের কাছে লিস্ট বানিয়ে মেলাতে বসবো।'

'হ্যাঁ দামটা বুঝে নেবার পথে সেটাই একমাত্র বাধা তোমার—' গোপাও খোঁচা দেবার সুযোগ ছাড়লো না। অর্থ সম্পর্কে বৌদির মনের সঙ্কীর্ণতার পরিচয় সে বহুবার পেয়েছে। এদিক দিয়ে তার মনটা এমনিতেই বৌদির ওপর বিরূপ ছিল, এ ঘটনায় সে বিরূপতা আরও তীক্ষ্ণ ও তীব্র হয়ে উঠেছে। যে আত্মীয়াটি রমাকে বাদানুবাদে বিরত করার চেষ্টায় ছিলেন, তাঁকে ডেকে গোপা বললো, 'বিনুমাসী ওঁকে ছেড়ে তুমি নিমন্ত্রিতদের ওখানে যাও—এর একটা বিহিত না ক'রে আর কোনো দিকে মন দিতে পারবো না। এত বড় অপবাদ নিয়ে সুমিতাকে এ বাড়ি থেকে যেতে দিতে পারি না—' উত্তেজনায় চঞ্চল হয়ে সে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ' কি যে করি ছাই—সোজাসুজি সুমিতাকে না হয় বলেই ফেলি, তোকে এনে যে বিপদে ফেলেছি তার ক্ষমা নেই, কিন্তু তার চেয়েও বড় অন্যায় হবে এ অপবাদ তোর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া—আমার এই বৌদিটির কাছে প্রমাণ দিয়ে যা, এমন কাজ তুই করিস নি—' কিছুই স্থির করতে না পারায় অস্বস্তি তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো। হঠাৎ কি যেন ভেবে নিয়ে বৌদির সামনে গিয়ে বললো, 'তুমি এ ঘরেই থেকো আমি আসছি।'

বারান্দায় বেরিয়ে একটা চাকরকে ডেকে চা-এর কথা ব'লে গোপা গিয়ে হলঘরে ঢুকলো। রিনি সেখানেই ব'সে, তাকে লক্ষ্যের মধ্যেই না এনে সুমিতাকে বললো, 'আয় সুমিতা, পাশের ছোট ঘরটায় ব'সে

একটু গল্প করি গে। এ ঘরটায় এত লোকজনের আসা-যাওয়া, এক তিল চুপ ক'রে বসার যো নেই।'

সকলের চোখের সামনে থেকে স'রে যাবার জন্যে সুমিতার মনটাও উন্মুখ হয়ে থাকবারই কথা। আপ্রাণ চেষ্টায় সকল শক্তি একত্র ক'রে সে উঠে দাঁড়ালো। অতি কষ্টে অবসন্ন প্রায় দেহটাকে টেনে নিলো পাশের ঘর অবধি।

'ওঃ মাথাটা বড্ড ধরেছে।' গোপা গা ছেড়ে একটা কৌচে ব'সে পড়লো। 'এত ছুটোছুটি করতে হচ্ছে—বোস সুমিতা।'

সুমিতার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে গোপার মনটা দ'মে গেল। তবে কি সুমিতা ব্যাপারটার কোনো আভাস পেয়েছে? সুমিতার মুখের এই অস্বাভাবিক অবস্থার পেছনে অপরাধ থাকতে পারে, গোপা মনেও স্থান দিতে পারে না। তবু কেমন যেন একটা সংশয় জাগে।

কথার সুরে বেশ একটা হালকা ভাব এনে গোপা বলল, 'তারপর গান কেমন লাগলো বল্?'

সুমিতার মুখ দিয়ে কোন কথাই বেরোলো না।

ভৃত্য চা আনলো। গোপা পেয়ালাটা নিয়ে হাত নেড়ে তাকে বিদেয় করলো। 'রিনি গায় কিন্তু চমৎকার।' ব'লে পেয়ালায় চুমুক দিয়ে সেটাকে নাবানোর সময় ইচ্ছা ক'রেই তাতে একটা ঝাঁকুনি দিলো। কিছুটা চল্‌কে পড়লো গিয়ে সুমিতার কাপড়ে, খানিকটা পড়লো তার নিজের দামী শাড়িতে!

'রামঃ দিলাম দুজনেরই কাপড় দুটো মাটি ক'রে।' একটু অপদস্থ হবার ভান করলো। 'চল, ভেতরে চল, কাপড়টা বদলে নিবি—'

ব্যাপারটা বুঝতে স্থমিতার মুহূর্ত দেরি হলো না। একবার অর্থহীন দৃষ্টি মে'লে সে তাকালো গোপার মুখের দিকে। এতক্ষণ দেহ তার অবসন্নতার প্রান্ত ঘেঁষেই চেতনাকে আঁকড়ে ছিলো—চরম অপমানের আঘাতে সে-মুঠো তার শিথিল হলো। স্থমিতার সংজ্ঞা লোপ পেলো। মাথাটা এলিয়ে পড়লো কৌচের পিঠে।

হাঁকডাকে লোক জড়ো না ক'রে গোপা ছুটে গিয়ে বৌদিকে ডেকে আনলো। ঘরে ঢুকেই দরজা দিলো বন্ধ ক'রে। '—অপমানে লজ্জায় বেচারা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে—' বলতে বলতে এসে সে প্রথমেই সরিয়ে দিলো স্থমিতার বুক অবধি টেনে দেওয়া আঁচলটা। স্থমিতার শিথিল মুঠো মোড়কটা তখনও ধরে আছে। রমা সোৎস্থক চোখে এগিয়ে গেলো। গোপা ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মোড়কটা খুলে ফেলতেই বেরলো ছোট্ট একটি ফ্রক, ফ্রিলের কাছে কাগজ আঁটা, তাতে লেখা 'স্থমিতা পিসি'। শাড়ির এদিক ওদিক সরিয়ে এবং নেড়েচেড়ে সে তার বৌদিকে দেখিয়ে দিলো। তারপর তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে ব'লে উঠলো, 'এখন যেতে পার তুমি—পারতো দয়া ক'রে এক গেলাস জল পাঠিয়ে দিও।'

রমা বেরিয়ে গেল। পাখার গতি যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে গোপা স্থমিতার পাশে এসে বসলো। ধীরে ধীরে স্থমিতার চেতনা ফিরে এলো। তার মুখ থেকে সজোরে বেরিয়ে এল একটা দীর্ঘশ্বাস। গোপা তাকে সযত্নে বসিয়ে সংযত হয়ে নিতে সাহায্য করলো।

ভৃত্য জল দিয়ে গেল। গেলাসটা স্থমিতার সামনে ধ'রে গোপা বললো, 'জলটা খেয়ে নেতো—এখন কেমন বোধ করছিস?'

'ভাল—' ঘরে আর অন্য লোক না দে'খে বড়ই স্বস্তি বোধ

করলো সুমিতা। 'বাড়ি যাব এখুনি—একটু ব্যবস্থা ক'রে দে ভাই।'

গাড়ি নিয়ে গোপা নিজেই চললো সুমিতাকে পৌঁছে দিতে। গাড়ি চলছে—অনেকক্ষণ কাটলো চুপচাপ। গোপাই প্রথম কথা বললো। 'তুই বুঝতে পেরেছিস, আমি ভাবতে পারি নি। যাক, যে সন্দেহ করেছিলো তার কাছে আমি প্রমাণ করেছি—ভুল তারই, সন্দেহ তার মিথ্যে। বৌদির এ অন্যায় আমি ভুলবো না—তুই আমাকে ক্ষমা কর ভাই।' গোপা সুমিতার হাত চেপে ধরলো। 'নেমন্তন্নের নামে ডেকে এনে কি শাস্তিই না দিলাম। তোর দুর্ভাগ্য আমার সঙ্গে তোর বন্ধুত্ব হয়েছিলো।'

'তোর কোন অপরাধ নেই আমি জানি।' স্তিমিত কণ্ঠে অতি সংক্ষেপে সুমিতা জবাব দিল।

সুমিতাদের দরজায় গাড়ি থেকে নেমে গোপা বললো, 'মাকে কিছু জানতে দিসনে—তিনি খুবই দুঃখ পাবেন, আমারও কোনো দিন আর মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।'

সুমিতা দরজার কড়া নাড়লো।

এ বাড়ির কারুর সামনে মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে ভাবতেও গোপার মন সঙ্কোচে গুটিয়ে গেল। সুমিতার মুখ দেখেই তো এঁদের মনে প্রশ্ন জাগবে, তখন সে কি ক'রে তার জবাব দেবে। তাড়াতাড়ি গোপা বললো, 'আমি আজ যাই—কি বলিস?'

গোপা চলতে শুরু করার আগেই দরজা খুলে দাঁড়ালো অনুপ। তার দীর্ঘ দেহ এবং বুদ্ধিদীপ্ত চোখের ব্যক্তিত্বময় ব্যঞ্জনার দিকে তাকিয়ে গোপা একটু যেন থমকে গেল। ঘরের আলোটা এসে পড়েছে

গোপা আর সুমিতার মুখে—সে আলোতে সুমিতার চোখের জল চকচক ক'রে উঠলো।

'এ কি, তুই কাঁদছিস?' বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়ে অনুপ প্রশ্ন করলো।

এরপর চুপচাপ চ'লে যাওয়া গোপার পক্ষে সম্ভব নয়। সুমিতার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও ঘরে ঢুকতে হলো। সুমিতার এতক্ষণের সব রুদ্ধ আবেগ বাড়ি এসে কান্নায় ফেটে পড়তে চাইছিলো ঠোঁটে ঠোঁট চেপে দেয়ালের দিকে মুখ ফেরালো কান্না চাপতে।

অনুপের কথার উত্তর দিল গোপা। 'সুমিতা আজ আমাদের বাড়ি অপমানিত হয়েছে—কি ঘটেছে ওর কাছ থেকেই শুনতে পাবেন।'

'ওটুকুও ওর কাছ থেকেই শুনতে পারতাম—বিষয়টা যে অপমানকর শুধু সেটুকু জানিয়ে দিতেই বুঝি আপনি ছুটে এসেছেন?'

'আমি এসেছি আমাদের পরিবারের হয়ে ক্ষমা চাইতে।'

অনুপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি গোপার মাথা থেকে পা পর্যন্ত একবার দেখে নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো এসে চোখে। 'অপরাধটা ক্ষমার যোগ্য কিনা সেটা আগে জানা দরকার—কি হয়েছে সুমিতা?' অনুপ সুমিতার দিকে মুখ ফেরালো।

'পরে শুনো—তুই এখন যা গোপা।' দেয়ালের দিকে মুখ রেখেই ভেজা গলায় সুমিতা বললো।

অভিজাত ধনী-কন্যার স্পর্শকাতর মর্যাদাবোধ অন্যায়ের ভারে এতক্ষণ যেন লুটিয়ে ছিল। অনুপের কথার খোঁচায় ফণা উঁচিয়ে সে ফোঁস ক'রে উঠলো, 'তোর দাদার কাছে থেকে আর একটু ভদ্র ব্যবহার পাব আশা করেছিলাম সুমিতা—সব কথা না শুনেই—'

'শোনার দরকার হয় না।' গোপা কথা শেষ না করতেই অনুপ নীরস কণ্ঠে ব'লে ওঠে। 'নিমন্ত্রিতকে যাদের বাড়ি থেকে কেঁদে ফিরতে হয়, তাদের জন্যে এই হলো উপযুক্ত ব্যবহার—যান, বাড়ি যান—,

গোপার চোখ থেকে দুঃখ ও লজ্জার ভাব একেবারেই উবে গেল, স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো ক্রোধ। অনুপের দিকে তীব্র একটা দৃষ্টি হেনে ঝাপটা মেরে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল।

গোপার নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য ক'রে অনুপের চোখ কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে রইলো।

তারপর ধীরে ধীরে সুমিতার কাছে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়েছে বলতো?'

'গোপার বৌদি সন্দেহ করেছিলেন আমি প্রেজেণ্ট-এর টেবিল থেকে কিছু একটা তুলে নিয়েছি—' ক্ষীণ দুর্বল কণ্ঠে সুমিতা বললো। 'ওটার গা ঘেঁষেই আমি দাঁড়িয়েছিলাম—'

'চুরি—বলিস কি সুমিতা—' ক্রোধ এবং উত্তেজনা চেপে অনুপ ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলো। 'চোর—অপরাধটা স্ত্রীলোকের, নইলে—নইলেই বা কি করা যেত—' অনেকটা আপন মনেই অনুপ বলতে থাকে। 'এ রকম পোশাক প'রে যারা নেমন্তন্ন খেতে যায়, দামী জিনিস দেখলে তারা লোভ সামলাতে পারবে না—ওদের এ সন্দেহকে একজনের নাকে ঘুষি মেরে তো মেরে ফেলা যাবে না—'

অনুপ কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হয়ে যায়। অপরিসীম অপমান বোধে তার ভেতরটা জলে যেতে থাকে! কিছু একটা করবার জন্য উদ্যত হয়ে ওঠে তার যত শক্তি ও পৌরুষ। কিন্তু হাতের কাছে করার মতো

কিছু নেই—এই নিষ্ক্রিয় অবস্থাটাই যেন সব চেয়ে পীড়া দেয়। সুমিতা মুখ ফেরাতেই সে-মুখের দিকে চেয়ে অনুপ তার কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হলো। তাইতো, এতখানি উত্তেজিত ও চঞ্চল হবার কোনোই স্বার্থকতা নেই, বরং তার উচিত সুমিতার মনটা যাতে শান্ত হয় সেই চেষ্টা করা।

অনুপ জানে সুমিতার কাছে তার প্রতিটি কথার মূল্য কতখানি। সস্নেহে একখানা হাত সে রাখলো সুমিতার কাঁধে। সান্ত্বনার সুরে বললো, 'এসব তুচ্ছ করতে শেখ সুমিতা। অন্যায় তুই করিসনি, অন্যায় করেছে ওরা। এ শুধু তোর-আমার অপমান নয়, এ অপমান দরিদ্র বলে যে একটা জাত রয়েছে, সেই জাতের। যে জাতের প্রতিটি লোক প্রতিদিন এমনি কোন-না-কোন একটা লাঞ্ছনাকে মাথা পেতে নিচ্ছে। রাগ যদি করতে হয় তো করতে হবে গোটা সেই জাতটার ওপর, যারা অসংখ্য লোককে অপমানে অনাহারে ঠেলে রেখেছে শুধু টাকার জোরে—যে জোরটা তাদের আমরা হতভাগারাই বাঁচিয়ে রেখেছি, কেউ মাথা খাটিয়ে, কেউ বা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে।'

একটানা কথাগুলো বলে অনুপ থামলো। আরাম কেদারাটায় গা ছেড়ে ব'সে পড়ে বলতে লাগলো, 'মানুষের হাতে গড়া এই যে এত বড় একটা দুর্ভিক্ষ—লক্ষ-লক্ষ স্ত্রী-পুরুষকে নগ্ন ক'রে পথে টেনে এনে তিলে-তিলে না খাইয়ে মারছে—দয়ার নামে অখাদ্য খাইয়ে উপহাস করছে—মানুষের হাতে মানুষের এতবড় অপমানের তুলনায় আমাদের ব্যক্তিগত এ অপমান তো অতি তুচ্ছ। কাঁদবার মতো হালকা দুঃখের বিষয় এটা নয় সুমিতা—আমাদের চোখ আছে, সে চোখ জলে ঝাপসা

করলে চলবে না। তাকে শুকনো রেখে পথ চিনতে আর চেনাতে হবে।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে অনুপ বললো, 'যা সুমিতা, ভেতরে যা—মাকে কিছু বলিস নে। এ ঘটনা বলারও নয় শোনারও নয়।'

সুমিতা ধীর পদক্ষেপে ভেতরে চ'লে গেল। অনুপ স্তব্ধ হ'য়ে ব'সে রইলো। এতক্ষণ ধ'রে সুমিতাকে যে-সব কথা বলেছে সেই কথা-গুলোই তার মনের সামনে ঘুরতে থাকে—বাছা বাছা সব ভালো ভালো কথা—তবু সেগুলো কথাই, কথা ছাড়া কিছু নয়। অনুপের হাসি পায়।

শেষ রাতে বাড়িওয়ালা শ্রীকণ্ঠবাবুর কড়া নাড়ায় অনুপের ঘুম ভাঙলো।

দরজা খুলতেই শ্রীকণ্ঠবাবু হেসে বললো, 'ঘুমুচ্ছিলেন বুঝি? উঃ কি ক'রে যে আপনারা এত বেলা অবধি শুয়ে থাকেন বুঝি না—আমার তো মশাই এই ভোর পাঁচটায় উঠে একটু প্রাতর্ভ্রমণ না করলে সারাদিন মেজাজই ভাল থাকে না।'

'এ খবরটা এমন কিছু জরুরি নয় যে শেষ রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে তা জানিয়ে যেতে হবে।' বিরক্তি চেপে গম্ভীর গলায় অনুপ বললো।

'আরে মশায় আমি কি আর সে জন্যে এসেছি—' শ্রীকণ্ঠবাবুরও মুখ ভারী হলো। 'আমি এসেছি গত মাসের ভাড়াটার জন্যে।'

'অ—তা এ সময়—'

'ফিরে এসে আপনাকে বাড়ি নাও পেতে পারি—দিই-দিচ্ছি ক'রে তো মাসের প্রায় পনর দিন পার ক'রে দিলেন।'

'হুঁ—বেশ, আজই পাবেন আপনার ভাড়া।' রুক্ষ স্বরে অনুপ বললো।

'হ্যাঁ, তাই যেন পাই।' ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে শ্রীকণ্ঠবাবু চ'লে গেল।

শ্রীকণ্ঠবাবু চলে যাবার পর অনুপ বিষম বিরক্তি নিয়ে আবার শুয়ে

পড়লো। গত রাত্রিতে মোটেই তার ঘুম হয়নি। সুমিতার সেই নেমন্তন্ন বাড়ির ঘটনাটা প্রেতের মত মনের মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছে। মনে বড় রকমের একটা আলোড়ন নিয়ে ঘুমানো যায় না। অসুস্থ মনে যেটুকু বা ঘুম আসে তাতে ভিড় করে থাকে বিচ্ছিন্ন যত উদ্ভট আর অস্বস্তিকর স্বপ্ন। সেসব স্বপ্নের ছবিগুলো কি স্পষ্ট—জেগে ওঠার পরেও চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। অনুপের সদ্যজাগ্রত চিন্তার মধ্যে তেমনি কয়েকটা অবাঞ্ছিত চিত্র ঘুরে ফিরে দেখা দিতে লাগলো। তার ওপর মনে গুরুতর গ্লানি বা অশান্তি জ'মে উঠলে দেহের রাসায়নিক প্রক্রিয়াই যায় বদলে—অনুপের মুখের ভেতরটা যেন বিস্বাদ হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গে চটচটে ঘাম, মুখের চামড়ায় অস্বাভাবিক রকমের একটা তেলতেলে ভাব।

বাড়িওয়ালার তাগিদে অনুপের দুশ্চিন্তার ধারা একদিক থেকে অন্য দিকে মোড় ফিরলো। কিছু অর্থ সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন। এ লোকটার কুৎসিত কোলাহল না হয় দাঁড়িয়ে সহ্য করতে হবে। গত মাস থেকে অর্থাগমের দিকে মনোযোগ দেবার সময় সে একেবারেই পায়নি। সকাল থেকে সমস্ত দিন তার কেটে যায় দুর্ভিক্ষপীড়িতদের পেছনে। অন্নের নামে অখাদ্য বিলিয়ে, শুশ্রূষার নামে শেষকৃত্য ক'রে বাড়ি ফিরতেই অনেক রাত হয়ে যায়। এমন কি শ্রমিক সঙ্ঘের কাজেও কিছুদিন হলো সে মন দিতে পারে নি। অবশ্য নিজে সে এ শ্রমের কোনো মূল্য স্বীকার করে না। ঘরবাড়ি ছেড়ে আজ যারা পথে নেমে এসেছে, ঘরে তারা ফিরবে না—দানের অন্নে অসংখ্য এই অভুক্তদের বাঁচানো যাবে না—অনুপের এ বিশ্বাসে কোনো দ্বিধা নেই। তবু এই ব্যর্থতার পেছনে অক্লান্ত পরিশ্রম সে করে চলেছে—

উপায় নেই, এ হলো মানুষের প্রতি মানুষের শেষ কর্তব্য। যারা মরতে বসেছে তারা মরবেই—যারা বেঁচে রইলো, নিজেকে মানুষ ব'লে মনে করার মতো খানিকটা সম্বল তাদের হাতে থাকা দরকার।

অনুপ স্থির করলো কয়েকটা দিন এখন সে নিজের জন্যই ব্যয় করবে। দিনগুলোকে পরার্থে ব্যয় ক'রে চলার মতো সুবিধে তার কোথায়? সঙ্ঘের কাজে যখনই সে বেশি ঝুঁকে পড়ে তখনই পারিবারিক জীবনের মূল অস্তিত্বে এসে আঘাত লাগে। সামলে নিতে আবার কয়েকটা দিন উঠে প'ড়ে লাগতে হয়। নিজের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে কখনো কোনো ভাবনা সে করে না। যেটুকু বিচলিত হয় সে শুধু মা আর সুমিতার কথা ভেবে। নিজের জন্যে দেহের খোরাক যেমনই জুটুক, মনের খোরাকে অপ্রতুলতা নেই। বরং সেখানে রয়েছে প্রাচুর্য, রয়েছে বিলাস। একটা সার্থক রচনা অর্থমূল্য যত সামান্যই দিক, অসামান্য আনন্দ এদেশের মাটিতেও দিয়ে থাকে। দেশের এবং দশের কাজেও অর্থ সে না পাক, পায় অপরিসীম তৃপ্তি, অর্জন করে নানা অভিজ্ঞতা, কিন্তু মা আর সুমিতার দৈন্য অন্তরে বাহিরে—পরিপূর্ণতার স্বাদ পাবার মতো সম্পদ কোথাও নেই। যদিও সুমিতা তারই প্রভাবে প্রভাবিত, তারই আদর্শে অনুপ্রাণিত, তবু নিজেকে সার্থক মনে করার মতো কোনো কাজে আজও সে নেবে দাঁড়ায়নি। এ জীবন তার চরিত্রের আমন্ত্রণে আসেনি, অনুপ তার উপর চাপিয়ে রেখেছে মাত্র।

চিন্তা ও আলস্য ঝেড়ে অনুপ উঠে বসলো। দুটো রচনা মোটামুটি তৈরিই আছে। একটায় দরকার কিছু অদল বদল, অন্যটায় শেষের দিকে সামান্য কিছু জুড়ে দিলেই পূর্ণাঙ্গ দুটি পণ্য হিসাবে নিয়ে বেরিয়ে

পড়া যাবে। প্রথমেই মনে পড়লো সমরের কথা। সমর তার বিশেষ বন্ধু, কিছু দিন হলো একটা সাময়িক পত্রের সম্পাদক হয়েছে। লেখকের খ্যাতির চেয়েও শক্তির দিকে তার নজর খুব বেশি। অতএব রচনা গৃহীত হবার দিক দিয়ে অনুপের সংশয় রাখবার কোনো কারণ নেই। তা ছাড়া সে জানে সমর বিশেষ শ্রদ্ধা রাখে তার রচনার ওপর। বন্ধু ব'লে টাকার দাবি করারও সুবিধে রয়েছে।

হাত মুখ ধুয়ে অনুপ লেখা দুটো নিয়ে ব'সে গেল। কিছুক্ষণ পরে সুমিতা চা নিয়ে এল।

'আজ এত সকালে উঠেই লিখতে ব'সে গেছ—বেরোবে না?'

'বেরোবো—অবিশ্যি জনসেবায় নয় আত্মসেবায়। কিছু টাকা যোগাড় করতেই হবে।' অনুপ কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললো। সুমিতার চোখের দিকে চোখ তুলে চাইতে সে সঙ্কোচবোধ করছিলো। গত রাত্রির প্রতিকারহীন অবমাননার দায়টা কেমন ক'রে যেন অংশত তার নিজের কাঁধে এসে চেপে বসেছে।

সুমিতা চা রেখে চ'লে গেল। অনুপ আবার লেখায় মন দিল। একটু পরে ঝি এসে দাঁড়ালো, 'দাদাবাবু, বাজারের পয়সা।' অনুপ তোশকের তলায় হাত ঢুকিয়ে পয়সা বা'র করলো। গুণে ছ' আনা পয়সা বাড়িয়ে দিলো ঝি-র দিকে। নিয়মিত প্রতিবাদের সঙ্গে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে ঝি বিড়বিড় ক'রে কত কি বলতে বলতে চলে যায়। তার অসন্তুষ্টির কারণ হলো, মাগগি-গণ্ডার এই বাজারে ছ'আনা পয়সায় কি ক'রে সে কি কিনবে—এদিকে দরকার তো কত কিছুর। এই পয়সাটাও যেদিন দেওয়া সম্ভব হয় না, অনুপ সাফ ব'লে দেয়, 'তুমি যাও ঝি, পয়সা নেই, বাজার আজ হবে না।' কারণ গোপন

রেখেও লোকটিকে বিদায় করা যায়, কিন্তু কোনো রকম লুকোচুরি আর্থিক দৈন্যের চেয়ে বড় দৈন্য ব'লে মনে হয় তার কাছে। অভাব অনটনের মধ্যে বাইরের লোক কাছে না থাকাটাই স্বস্তিকর, তবু এই ঠিকে ঝিটিকে অনুপ রাখে বিশেষ ক'রে বাজার করার জন্যেই। ভিড় আর জঞ্জাল ঠেলে সারা বাজার ঘুরে বেড়ানো খাদ্য সংগ্রহ করতে, ভাবতেই মনটা তার বিরূপ হয়ে ওঠে। খাদ্য শুধু প্রয়োজন নয়, বড় রকমের একটা বিলাসও, তবু তার জন্যে কোনো স্থূল প্রয়াসে মন তার সায় দেয় না। হস্টেল জীবনের প্রথম দিনকার একটা ঘটনা এখনও তার মনে পড়ে। খাবার ঘণ্টা পড়তেই যে-যার সিট ছেড়ে লাফিয়ে উঠে উন্মত্ত আগ্রহে ছুটেছে খাবার ঘরের উদ্দেশ্যে। চারিদিকে দুবদাব চটপট দ্রুত পায়ের শব্দ—মানুষ খেতে চলেছে, অনুপ অবাক চোখে তাকিয়ে শুধু দেখেছিলো। এর পর যতদিন সে হস্টেলে ছিল শেষ দলের হালকা পংক্তিতেই আস্তে ধীরে যোগ দিয়েছে।

অনুপ লেখা শেষ ক'রে উঠে পড়লো। চটপট স্নান খাওয়া সেরে প্রস্তুত হলো বেরোবার জন্যে।

চৌকিতে ছড়ানো কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে সুমিতা তৈরি লেখা দুটো তুলে দিলো অনুপের হাতে—অনুপ যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই সুমিতার চোখে পড়লো তার জামার একটা ছেঁড়া জায়গা।

'ঘাড়ের ওখানটায় পাঞ্জাবিটা যে অনেকটা ছিঁড়ে গেছে—একটু দাঁড়াও। ছেড়ে দাও, এক্ষুনি সেলাই ক'রে দিচ্ছি, বেশি দেরি হবে না।'

'পাগল, ছুঁচের মতো ছোট যন্তর নিয়ে কি দারিদ্রের মতো দৈত্যের সঙ্গে লড়াই চলে?' সুমিতার দিকে চেয়ে অনুপ হাসলো। 'তুচ্ছকে

যদি মেনে নিতেই হয় তো তাচ্ছল্যের সঙ্গে মেনে নেওয়াই ভালো।' বলে অনুপ বেরিয়ে পড়লো।

সমরের অফিসে ঢুকতেই মহা খুশি হয়ে সে অভ্যর্থনা করলো। 'আরে অনুপ যে—এস এস, বোসো—তারপর খবর কি? অনেক দিন তোমার দেখা নেই।'

বেঁটে হাসিখুশি মানুষটি। বসে প্রুফ দেখছিলো, গ্যালিগুলো এক-পাশে সরিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো। উপস্থিত কাজের চেয়ে অনুপের সঙ্গে কথা বলার আগ্রহই যে তার বেশি সেটা এটুকু ভাবেভঙ্গিতেই স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

অনুপ একটা চেয়ার টেনে ব'সে বললো, 'দুটো লেখা এনেছি তোমার কাগজের জন্যে।'

'সে তো মহা আনন্দের কথা। আমি তো শুনলাম, তুমি আজকাল লেখাটেখায় জলাঞ্জলি দিয়ে শ্রমিক সঙ্ঘ নিয়ে মেতে উঠেছ—বিশেষ ক'রে সে-জন্যেই তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি—সত্যি এ বড় দুঃখের কথা। তোমার মতো—'

অনুপ বাধা দিয়ে বললো, 'এ কথা পরে হবে—উপস্থিত কিছু টাকার দরকার, আগে সে-কথাটা হয়ে যাক। এই লেখাদুটোর পারিশ্রমিকের সঙ্গে কিছুটা অগ্রিম জুড়ে অন্তত চল্লিশটি মুদ্রার ব্যবস্থা করতে হবে।' লেখা দুটো রাখলো টেবিলে।

'হ্যাঁ, আগেই বুঝেছি—কোনো ঠেকায় না প'ড়ে কি আর সঙ্ঘের কাজ ফেলে এখানে ছুটে এসেছ। কিন্তু টাকা—এত টাকা দেওয়া যে এখন অসম্ভব—বিশেষ ক'রে 'এ্যাডভান্স' যে আমরা দিই-ই না—' সমর চিন্তিত মুখে চুপ করলো। বুঝা গেল একটা কোন উপায়

ভাববার চেষ্টা করছে। 'আচ্ছা—এসেছ যখন ব্যবস্থা একটা করবোই।' ব'লেই সে তার অসমাপ্ত কথায় ফিরে গেল। 'হ্যাঁ, যা বলেছিলাম—' যেন এটা বলবার জন্যই টাকার কথাটা যথাসম্ভব শেষ ক'রে নিল। 'তোমার মতো শক্তিমান লেখকের পক্ষে লেখা ছেড়ে দেওয়াটা 'ক্রাইম'। তুমি লেখক, দেশকে তোমার যেটুকু দেবার দেবে লেখার ভেতর দিয়ে। তা না, তুমি হল্লা ক'রে বেড়াচ্ছ মজদুর নিয়ে। যে শক্তি নিয়ে জন্মেছ সেটাই পুরোপুরি কাজে লাগানো উচিত নয় কি ?'

'হয়তো দু'জাতীয় শক্তি নিয়ে জন্মেছি, তাই একটায় আটকে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। তা ছাড়া অভিজ্ঞতাও দরকার। এ যুগের সাহিত্যে সঙ্কীর্ণতা ঘুচেছে, মজদুরের জীবনও সেখানে পাংক্তেয়। ওদের নিয়ে রচনা করতে হলে ওদের জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে জানতে হবে তো।'

'লেখার জন্যেই অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞ হতে গিয়ে আজ এক বছর হতে চললো লেখাই তোমার বন্ধ—'

'অভিজ্ঞতার জন্যে একটা বছর কিছুই নয় সমর। তা ছাড়া লেখা বন্ধই বা বলো কি ক'রে, এইত এক্ষুণি দিলাম দুটো রচনা। একটা উপন্যাস লিখছি, প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—এটা বেরুলেই জানতে পাবে মজদুরদের নিয়ে হল্লা করে কি পেয়েছি।'

সমর উল্লসিত হয়ে উঠলো। 'সাবধান, এ উপন্যাস হাতছাড়া করোনা—আমার কাগজে ধারাবাহিক চলবে। যতটা হয়েছে দিয়ে দাও না, শুরু করে দিই।'

'না, শেষ না ক'রে বার করবো না। এটায় নতুন কিছু দিতে পেরেছি বলেই মনে করি—তারপর দেখা যাক।' একটু থেমে বললো,

'হ্যাঁ, শোনো, টাকা ক'টা দাওতো উঠে পড়ি—আর একদিন এসে এ নিয়ে কথা বলা যাবে।'

'কথা বলতে যত আসবে তুমি আমার জানা আছে, আমারই যেতে হবে একদিন।' যাবার কথা বলার সঙ্গে-সঙ্গেই স্মরণ হলো বাড়ির খবর জিজ্ঞেস করা হয়নি। 'মা আর সুমিতা কেমন আছে?' সমর ড্রয়ারে হাত গুঁজে দিয়ে প্রশ্ন করলো।

'ভালো।'

নোট ক'খানা অনুপের দিকে বাড়িয়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে সমর বললো, 'ঠিক, কথাটা ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ এসে খুব ভাল করেছ অনুপ। এই কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম 'বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাস্ট' একজন পাবলিসিটি অফিসার চাচ্ছে। দেড়শো টাকা মাইনে, বেশ ভালো চাকরি। তোমার লেখার দিক থেকেও তেমন কোনো ক্ষতির কারণ হবে না—না, না, হাসির কথা নয়, নির্দিষ্ট একটা আয় থাকলে দেখবে নিশ্চিন্ত হয়ে লিখতেও পারছো।' নোটগুলো অনুপের হাতে দিয়ে বললো, আজ এক্ষুনি গিয়ে একটা দরখাস্ত তুমি দিয়ে দাও—ঐ ফারমের দু' একজনের সঙ্গে আমার জানাচেনা আছে, আমিও চেষ্টা করবো—কে জানে হয়তো হয়েও যেতে পারে। চেষ্টা করতে আপত্তি কি।'

'চাকরি—' ব'লে অনুপ ম্লান হাসলো। অন্য সময় হলে কথাটা সে হেসেই উড়িয়ে দিত, কিন্তু আজ মনটা তার একটু কাঁচা অবস্থায় ছিল। সমরের এতখানি আগ্রহের ওপর জোর ক'রে 'না' বলতে সে পারলো না। বললো, 'আচ্ছা, চেষ্টা করা যাবে। চাকরি না হোক,

উমেদারির অভিজ্ঞতাটা তো হবে। আজ পর্যন্ত সেটা যখন হয়নি—দেখাই যাক একবার।'

'চেষ্টা করবে তো ঠিক?'

'না করবার হলে বলতাম, করবো না।' ঠিকানাটা টুকে নিয়ে অনুপ বিদায় নিলো।

রাস্তায় চলতে চলতে সে ভাবতে লাগলো, কি করা যায়। দরখাস্ত-টরখাস্ত দেওয়া তার পক্ষে হবে না, সোজা গিয়ে একবার দেখা করবে ম্যানেজারের সঙ্গে। চাকরি হবে না, সে ধরেই নিয়েছে। নিরাশ হবার মতো কোন আশাই সে পোষণ করে না, তার চেষ্টায় কোনো জড়তা থাকবার কথা নয়।

খুবই একটা হেলাফেলার ভাব নিয়ে অনুপ ঠিকানা অনুযায়ী গিয়ে উপস্থিত হলো 'বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ট্রাস্ট'-এ। একজন কর্মচারীর কাছে প্রথমেই খোঁজ নিল, প্রতিষ্ঠানের সর্বপ্রধান কে। এক প্রশ্নের জবাবেই দু'চারটে খবর তার জানা গেল। নানা কারখানা আর কারবার এই প্রতিষ্ঠানের। সব ক'টারই 'ম্যানেজিং ডিরেক্টর' হলেন ব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। কিছু দিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে গেছেন বাইরে। তাঁর পুত্র সৌরীন্দ্রনাথ 'জেনারেল ম্যানেজার', তিনিই এখন সর্বেসর্বা। কর্মচারীটির কৌতূহল এড়িয়ে অনুপ তার নিজের উদ্দেশ্য গোপন রাখলো।

ছোট এক টুকরো কাগজে পরিচ্ছন্ন হস্তাক্ষরে নিজের নামটি অনুপ বাংলায় লিখলো। নামের পেছনে জুড়লো এক নতুন পদবি। তারপর বেয়ারার হাতে দিলো 'জেনারেল ম্যানেজারকে' দিতে। অত্যন্ত তাচ্ছল্যের সঙ্গে কাগজের টুকরোটা নিয়ে বেয়ারা

চ'লে গেল। অনুপ সত্যি অবাক হলো—একটু পরেই ডাক পড়লো।

প্রকাণ্ড এক সেক্রেটেরিয়ট টেবিল সামনে নিয়ে ব'সে আছে সৌরীন্দ্রনাথ। দাঁতের চাপে ঝুলছে একটা মূল্যবান পাইপ। সুশ্রী চেহারায় অভিজাত্যের ছাপ স্পষ্ট। বয়সে অনুপের চেয়ে দু'চার বছরের বড়ই হবে। সৌরীন্দ্রনাথ খুব যে দাম্ভিক প্রকৃতির তা নয়, বরং লোকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠার দিকে স্বাভাবিক একটা ঝোঁক আছে। চেষ্টা থাকে কম কথা বলার. কিন্তু ব'লে ফেলে বেশি। তাই সমপর্যায়ের লোকের বাইরে তার ব্যবহারে অসঙ্গতি দেখা দেয়। মাঝে মাঝে অকস্মাৎ যেন অবহিত হয়ে ওঠে নিজের মান-সম্ভ্রম ও ক্ষমতার বিশিষ্টতা সম্পর্কে। হঠাৎ তখন তার চেহারাটাই যায় বদলে। এরও স্থায়িত্ব যে খুব বেশিক্ষণের তা নয়।

সৌরীন্দ্রনাথের মধ্যে সব চেয়ে প্রবল নিজেকে বিদ্বান ও ধীমান ব'লে জাহির করার চেষ্টাটা। এ জন্যে নানা বিষয়ে টুকিটাকি খবরও রাখে। মস্ত তার লাইব্রেরি। বইও কেনে প্রচুর। সবগুলো সাময়িক পত্রের সে গ্রাহক। কিন্তু পড়ার অভ্যাস নেই। কিছু লোকের মুখ থেকে শুনে, কিছু বা ভাসা-ভাসা সাময়িকপত্র ঘেঁটে বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে নিজেকে সে রীতিমতো অবহিত মনে করে। অনুপের নামটা তার কাছে পরিচিতই মনে হয়েছে—কিন্তু কৌতূহল বোধ করেছে নামের পদবি প'ড়ে।

ধনসম্পদের কোনো জাঁকালো অভিব্যক্তির সামনে গিয়ে পড়লে অনুপের উপহাসের প্রবৃত্তিটা যেন উদ্যত হয়ে ওঠে। টেবিলের কাছে গিয়ে ছোট একটি নমস্কার জানিয়ে সে দাঁড়ালো।

সৌরীন্দ্রনাথ ভ্রূ কুঁচকে তীক্ষ্ণ চোখে আর একবার তাকালো অনুপের লেখা কাগজটায়। আপন মনেই বললো, 'শ্রীঅনুপ লেখক—' সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইলো অনুপের মুখের দিকে। 'লেখক—লেখক ব'লে কোনো পদবি কখনো শুনিনি তো!'

'আমি লিখি, তাই লেখক। বর্ণ—যাকে বলি আমরা জাত যখন মেনেই চলেছি তখন ঠিক ঠিক মেনে চলাই উচিত। গুপ্ত, বোস বা ব্যানার্জি বললে তো বোঝা যাবে না আমি বিদ্যাজীবী।'

'অ—' সৌরীন্দ্রনাথের গলা দিয়ে একটা ভারী শব্দ বেরুলো।

'বসতে বলবেন ব'লে মনে হচ্ছে না, বসতে পারি কি?'

'—হ্যাঁ, বসুন, বসুন—' মনে মনে একটু কৌতুক বোধ করে সৌরীন্দ্রনাথ। বাইরে গাম্ভীর্য বজায় রেখে বলে, 'নামের আগে অতবড় একটা শ্রী জুড়েছেন কেন, এরও কোনো তাৎপর্য আছে নাকি?'

'আছে বৈকি। জীবনের আর কোনো খানেই তো শ্রী নেই, শ্রীটুকু টিকে আছে শুধু নামের আগে, তাই বড় ক'রে লিখি, বিশেষ জোর দিয়ে উচ্চারণ করি।' অনুপের মুখে অগাধ গাম্ভীর্য।

সৌরীন্দ্রনাথ মৃদু হাসলো। 'হুঁ—কি চাই আপনার?'

'চাকরি। শুনলাম আপনারা একজন প্রচারসচিব চাইছেন।'

'উপস্থিত কি করেন আপনি?'

'পদবিতেই বলা আছে।'

'না—আমি জিজ্ঞেস করছি কাজকর্ম কি করা হয়।'

'অ—' একটু হাসলো অনুপ। 'আপনি জানতে চাচ্ছেন আমার অন্নবস্ত্র জোটে কি ক'রে। লিখে যা আয় হতে পারে সে-আন্দাজে

আমার পোশাকটা বড়ো বেশি উঁচু দরের মনে হচ্ছে কি? তা, আমার ভাগ্য ভালো, এটুকু কিন্তু আমি বজায় রেখেছি লিখে যা পাই তা থেকেই।'

—সৌরীন্দ্রনাথের মুখের ভাব অত্যন্ত গম্ভীর হলো। একটু চুপ ক'রে থেকে সে বললো, 'আপনার কথাবার্তায় মনে হয় না, চাকরির উমেদার হয়ে আপনি এসেছেন। এই পোস্ট-এর জন্য ক'শো এ্যাপলিকেশন পড়তে পারে আর কি আন্দাজ ধরাধরি চলতে পারে সেটা আপনিও অনুমান করতে না পারেন এমন নয়। আপনি কথা বলছেন এমন একটা ভাব নিয়ে, হলো হলো—না হয় না-ই। সত্যি চাকরি করার ইচ্ছে আছে কি?'

'খুব আগ্রহ আছে বললে মিথ্যে বলা হবে, কিন্তু পেলে করবো।'

সৌরীন্দ্রনাথ কি একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'কথা হলো কি, সাহিত্য সম্পর্কে খোঁজখবর আমি রাখি। ব্যবসা করছি ব'লে মনে করবেন না একেবারে বেনে ব'নে গেছি। আপনার লেখা আমি পড়েছি। আপনার কথাবার্তারই মতো অদ্ভুত ধরনের—তবে কিনা বেশ একটা 'ইনটেলেক্চুয়াল ডেপথ্' আছে, তাই খুব 'ইমপ্রেস' করেছিলো। তারই জন্যে বড়ো বড়ো ডিগ্রিওয়ালা সব ক্যানডিডেট থাকা সত্ত্বেও আপনাকে নিতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু আপনার আগ্রহ নেই জেনে থামতে হলো—অনিচ্ছা নিয়ে কাজ করলে সে-কাজ ভালো হতে পারে না।'

'ইচ্ছা থাক আর না-ই থাক, কর্তব্য স্বীকার করলে তাতে ফাঁকি বা অবহেলা থাকবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।' বেশ একটু জোর দিয়েই অনুপ কথা ক'টি বললো। কারণ তার দায়িত্ববোধে

কারুর সন্দেহ সে মেনে নিতে রাজি নয়, উপরন্তু চাকরিটা হয়ে যাবার আশা আছে ব'লেই তার মনে হলো।

'বেশ—তবে 'ফিফটিন্থ' থেকে, তার মানে পরশু এসে কাজে 'জয়েন' করবেন। এ পোস্ট-এর একজন লোক আমার খুব তাড়াতাড়ি দরকার। মাইনে দেড়শো জানেন বোধ হয়। আমাদের ব্যাঙ্ক, ইনসিওর‍্যান্স, কটন মিল, ম্যাচ ফ্যাক্টরি, সব কটারই পাবলিসিটির কাজ আপনাকে করতে হবে।'

'আমার নিয়োগ সম্পর্কে আপনার এই নির্দেশকেই চরম ব'লে গ্রহণ করবো তা হলে—নিয়োগপত্র একটা পাব নিশ্চয়ই।'

'আপনি বুঝি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন না?'

'করি. যখন ইংরেজিতে কথা বলি। আমি দুটো ভাষাই জানি কিনা তাই মেশানোর দরকার হয় না।

মুখ থেকে পাইপটা নাবিয়ে টেবিলের ওপর আস্তে ঠুকতে-ঠুকতে বললো সৌরীন্দ্রনাথ, 'বে—শ। হুঁ, শুনুন, নিয়োগপত্র একটা পাবেন যথাসময়ে।' নিয়োগপত্র শব্দটা সে অনুপের প্রতিধ্বনির মতোই উচ্চারণ করলো। 'আর আমার আদেশই চরম আদেশ। সবগুলো কোম্পানিরই ম্যানেজিং-ডিরেক্টর হলেন আমার বাবা—তিনি এখন এখানে নেই, গেছেন চেঞ্জ এ। তাই—' হঠাৎ খেয়াল হলো স্বরটা তার ঘরোয়া হয়ে এসেছে। কথাটা ওখানেই কেটে দিয়ে নীরসভাবে বললো, 'আমার অনেক কাজ রয়েছে—আপনি তা হলে পরশু এসে 'জয়েন' করুন—।'

'বেশ।' ইঙ্গিত বুঝে অনুপ উঠে পড়লো।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে অন্যমনস্কভাবে অনুপ পথ চলতে থাকে।

একটা গুরুভার যেন তার মনের ওপর চেপে বসেছে। কিছুক্ষণ আগেও ভাবতে পারেনি কারুর দশটা-পাঁচটা চাকর সে। চাকরির আয়গত সুবিধেগুলোর কথা স্মরণ ক'রে মনে উজ্জ্বলতা আনতে চেষ্টা করলো অনুপ। কোনোই ফল হলো না। অভাব অনটন তার গা সহা হয়ে গেছে, তা নিয়ে নতুন ক'রে ভাবনা হয় না। তারই মধ্যে থেকে চলেছে তার সাহিত্য রচনা আর সঙ্ঘের কাজ। এই ব্যতিক্রম কোথা দিয়ে কি উল্‌টেপাল্‌টে দেবে কে জানে! হয়তো সাহিত্যের নেশাকে ছাপিয়ে উঠবে অর্থ আর কর্তৃত্বের লিপ্সা—চাকরিতে উন্নতিই দাঁড়াবে জীবনের আদর্শ। সঙ্গে সঙ্গে উল্টো যুক্তিগুলোও মনের ওপর দিয়ে পার হয়ে যায়—অমন যে হতেই হবে তার কোনো কথা নেই, এও সে মেনে নেয়। চাকরিতে যোগ না দেবার কথাও দু-একবার না ভাবলো এমন নয়। কিন্তু দুর্লভ এই সুযোগ অবহেলা করাটা প্রকারান্তরে মা ও সুমিতাকে অবহেলা করা ব'লেই তার মনে হলো।

এখানে-সেখানে অনর্থক ঘুরে বেড়িয়ে সন্ধ্যায় অনুপ বাড়ি ফিরলো। মুখে তার ক্লান্তি ও চিন্তার ছাপ। মা ও বোন চিন্তিত হয়ে এগিয়ে এলো।

'একি—শরীর কি তোর ভালো নেই?' সুভাষিণী শঙ্কিত মুখে প্রশ্ন করলেন।

'শরীর ঠিক আছে—এমনি একটু ক্লান্ত বোধ করছি।' আরাম কেদারাটায় ব'সে পড়লো অনুপ। 'ভালো একটা চাকরি পেলাম সুমিতা। বড়ো একটা প্রতিষ্ঠানের প্রচারসচিব—মাইনে দেড়শো। পরশু কাজে যোগ দিতে হবে।' পর-পর অনুপ খবর ব'লে গেল।

সুমিতার মুখচোখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। 'বলো কি, এ যে মস্ত সুখবর—কিন্তু তোমাকে অমন দেখাচ্ছে কেন বলতো ?'

'এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন।' সুভাষিণী বলতে লাগলেন। 'মা লক্ষ্মীকে ডেকে-ডেকে কেবলই বলছি—আমার অনুপের একটা উপায় ক'রে দাও মা।' দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'আশীর্বাদ করি চাকরিটি বজায় থাক—তোর উন্নতি হোক। যাই মাকে প্রণাম ক'রে আসি গে—কত যে মানত করেছি। ভগবান কাজকর্মে তোর মতি দিন।'

সুভাষিণী বেরিয়ে গেলেন। অনুপ হাসলো।

তোমাকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি মোটেই খুশি হওনি।' সুমিতা বললো।

'কি ক'রে হই বল। সাহিত্য রচনার সময়গুলো পেটের দায়ে বিক্রি ক'রে এলাম বিজ্ঞাপন রচনা করবো ব'লে—এ কি উল্লসিত হবার মতো কিছু।' একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'এক বাটি চা দিতে পারিস সুমিতা।'

সুমিতা চা আনতে গেল। অনুপ কিছুক্ষণ একইভাবে ব'সে থেকে কাগজ-কলম নিয়ে বসলো উপন্যাসটাকে এগোবার জন্যে। মা যেমন অমঙ্গলের কথা মনে হতেই অহেতুক উৎকণ্ঠায় সন্তানকে কাছে টেনে নেয়, অনেকটা তেমনই ক'রেই অনুপ তার লেখাকে যেন আঁকড়ে ধরলো। বিশেষ ক'রে মনের এই চঞ্চল অবস্থাকে সমাহিত করতে লেখার মধ্যে ডুবে যাওয়াই তার একমাত্র উপায়।

সুমিতা চা নিয়ে এলো।

'একি—একটু বিশ্রাম না নিয়েই লিখতে বসলে যে !'

'লেখা যদি আসে তবে সেটা বিশ্রামের চেয়ে আরামের না হোক, আনন্দের হবে।'

সুমিতা একখানা আধছেঁড়া বই টেনে নিয়ে বিছানায় অনুপের সামনে রাখলো। তাতে পেয়ালাটা বসিয়ে দিয়ে ঘর ছেড়ে সে চলে গেল। আর কোনো কথা তুলে মনোযোগে বিঘ্ন ঘটাতে চাইলে না।

অনুপের বেশ একটা ঝোঁক এসে গেল। একটানা সে লিখে চললো অনেক রাত অবধি। সুমিতা বার দুই উঁকি দিয়ে গেছে কিন্তু ডাকে নি। দাদার খেতে আজ রাত হবে বুঝে শুয়ে-শুয়ে সে একখানা বই পড়ছিলো। পাশের বাড়ির ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বারোটা বেজে গেল। বই রেখে সুমিতা উঠে এলো।

'অনেক রাত হলো দাদা, খাবে না?' দরজায় দাঁড়িয়ে সুমিতা বললো।

'হ্যাঁ, খাবো বৈকি। ক'টা বাজলোরে সুমিতা বলতে পারিস।'

'বারোটা।'

'দাঁড়া যাচ্ছি।'

টেনে আরো গোটা দুই লাইন লিখে অনুপ উঠে পড়লো। বাড়ি ফিরে টাকাগুলো পকেট থেকে বা'র ক'রে বিছানার ওপরই ফেলে রেখেছিলো। সেগুলো সুমিতার হাতে তুলে দিতে গিয়ে কি মনে ক'রে সে থামলো। ষোলটা টাকা গুণে নিয়ে বাকিটা সুমিতার হাতে দিয়ে বললে, 'একটু দাঁড়া এক্ষুণি আসছি।'

অনুপ জানে বাড়িওয়ালা শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে এটা গভীর রাত্রি। রাত নটার মধ্যেই ওরা খাওয়াদাওয়া সেরে শুয়ে পড়ে। তবু সিঁড়ি

বেয়ে ওপরে উঠে সে কড়া নাড়লো। বার দুই-তিন জোর করার পর ভেতর থেকে তিক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন এলো, 'কে—কে?'

'আমি—'

'আমি—আমি তো সকলেই। কে আপনি?' শ্রীকণ্ঠবাবুর ক্রুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর এলো।'

'আমি অনুপ।'

ঘুম জড়ানো চোখে দরজা খুলে দাঁড়ালো শ্রীকণ্ঠবাবু।

'এই নিন আপনার বাড়ি-ভাড়া।' অনুপ টাকা ক'টা বাড়িয়ে ধরলো।

শ্রীকণ্ঠবাবুর মুখে ফুটে উঠলো ক্রোধের অভিব্যক্তি। হাত পেতে টাকা ক'টা নেবার পরই সে ক্রোধ তার ফেটে পড়লো। 'কেমনতরো ভদ্রলোক মশাই আপনি—ভাড়া—ভাড়া দিতে এত রাত্তিরে এসে—'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, কাল বেরুবার আগে আপনার সঙ্গে দেখা না-ও হতে পারে।' শান্তকণ্ঠে অনুপ বললো।

'তাই মাঝরাতে এসেছেন জ্বালাতে—এটা—এটা কি একটা ভাড়া দেবার সময়?'

'শেষ রাতটাও সময় নয় তাগিদ দেবার। অনুপ ঘুরে দাঁড়িয়ে নাবতে শুরু করলো। 'রসিদটা অবসর মতো পাঠিয়ে দেবেন।'

'অঃ ভারি ভাড়া দেনেওয়ালা—' পেছন থেকে বিকৃত স্বরে শ্রীকণ্ঠবাবু বললো। 'এদিকে দু'মাসের বাকি ভাড়া টানছি আজ ক'মাস যাবৎ—যত সব ইয়ে—'

শ্রীকণ্ঠবাবুর ক্রোধ চরম অভিব্যক্তি পেল তার দড়াম ক'রে দরজা দেওয়ার শব্দে।

উৎসবের সেই রাত্রির পর থেকে গোপার মন ও মেজাজ মোটেই ভালো যাচ্ছিলো না। বৌদির সঙ্গে বাক্যালাপ একরকম বন্ধ বললেই চলে। আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সুমিতার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। পরদিন থেকে সুমিতা কলেজ কামাই করছে—হয়তো কিছুদিন দেখাসাক্ষাৎ এড়িয়ে চলার জন্যেই। অন্য কারণও থাকতে পারে, গোপার তা জানবার সুবিধে কোথায়! ও বাড়িতে যাবার মুখ আর তার নেই। লোক পাঠানোও ভালো দেখায় না, কি বলেই বা পাঠাবে।

সুমিতাদের বাড়ির কথা মনে হলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই রাত্রির দৃশ্য—অনুপের সেই দৃপ্ত ভঙ্গি, কঠিন ব্যবহার। অপরের অন্যায়ের দায় ঘাড়ে নিয়ে সে বরং ক্ষমা চাইতে গিয়েছিলো, তার ওপর কর্কশ ব্যবহার করা কেন! অনুপের আচরণ গোপা ক্ষমা করতে পারে না। লোকটার বিপক্ষে তার মনে একটা আক্রোশ জমা হ'য়ে আছে। আঘাত করার কোনো সুযোগ না পেলে যেন সেটা শান্ত হবে না। এর কারণ শুধু অনুপের অসঙ্গত ব্যবহার নয়। গোপার মনের তলায় এ কথাটা গোপন কাঁটার মতো বিঁধে ছিলো—একজন যুবকের কাছে রূপবতী তরুণীর প্রাপ্য সম্মান ও সহৃদয়তা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। লোকটা নেহাৎ কর্কশ প্রকৃতির ব'লেই সে ধ'রে নিয়েছে, তবু যৌবনের ক্ষুণ্ণ আত্মাভিমান তার শান্ত হতে চায় না।

গোপার প্রকৃতিটাই বড়ো বেশি অভিমানী। সে শুধু ধনীকন্যা নয়, ব্রজেন্দ্রনাথের মতো লোকের একমাত্র মেয়ে। তাকে দু'বছরের রেখে মা মারা যান। তারপর থেকে নিজের স্বাধীন ইচ্ছার মধ্যে দিয়েই সে মানুষ হয়েছে। ব্রজেন্দ্রনাথের মতো রাসভারি লোকের উপর জুলুম চালাতে হলে একমাত্র সে-ই চালিয়ে থাকে; বড় বড় কর্মচারীরা তো দূরের কথা, পুত্র সৌরীন্দ্রনাথ, যে আজ সব ব্যবসার শীর্ষে ব'সে আছে সে-ও ব্রজেন্দ্রনাথের সামনে চোখ তুলে কথা বলতে ভরসা পায় না। ব্রজেন্দ্রনাথের এতখানি আদরের মেয়ে ব'লে গোপার অসন্তুষ্টিকে পরিবারের সকলেই গ্রাহ্য ক'রে চলে।

সৌরীন্দ্রনাথ মোটামুটি ঘটনাটা স্ত্রীর কাছ থেকে শুনেছে। বাইরে থেকে নগণ্য কে একটি মেয়ে এসে কতটুকু অপমানিত হয়ে গেছে সেটা বিচলিত হবার মতো কারণ ব'লে তার কাছে মনে হয় নি। নিজেদের সমাজের কেউ নয় যে লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। অতএব ওদিক দিয়ে ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে কোনো কৌতূহলই সে প্রকাশ করে নি। তার চেষ্টা ছিল শুধু গোপার মনটাকে হাল্‌কা ক'রে তোলার। দু'একবার চেষ্টাও করেছে, কিন্তু ফল হয়নি।

আজ অফিস থেকে ফিরে সস্ত্রীক বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে সৌরীন্দ্রনাথ গেল গোপার ঘরে। তার পরণে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবি, গলায়, ঝোলানো মাদ্রাজী জরিদার চাদর। গোপা পোশাক দেখেই বুঝলো দাদা কোনো সভায় যাচ্ছে। ধনসম্পদের মহিমায় নানা জাতীয় সভারই সভাপতিত্ব করতে হয় সৌরীন্দ্রনাথের। গোপা জানে এই সব সভা-সমিতিতে গিয়ে বড় বড় কথা ব'লে বিদ্যে জাহির করার বিশেষ ঝোঁক আছে তার দাদার।

সৌরীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকেই ব্যস্তভাবে বললো, 'চট্পট্ তৈরি হয়ে নে তো, খুব বড় একটা সভা আছে যাবি ত' চল।'

'না দাদা থাক, বেরুতে আমার ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া অত ভিড়ে—' গোপা খুবই অনিচ্ছা প্রকাশ করলো।

'না না—যাবি চল। ছাত্রসঙ্ঘের সভা, সভাপতি হিসেবে আমাকে বলতে হবে বর্তমান সমাজে ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে। দেখবি কেমন এক বক্তৃতা লিখেছি—তোর তো নাকি আমার বক্তৃতা দেবার কথা শুনলেই হাসি পায়—আজ শুনবি, কত সব নতুন পয়েণ্টস্ ডিস্কস্ করেছি—প্রব্লেম্গুলোকে একেবারে নতুন এ্যাঙ্গল্ থেকে এ্যাপ্রোচ্ করা হয়েছে। তোর বৌদি যাচ্ছেন, রিনি আর বিভাসকেও ফোন কোরলাম আসতে, এসে পড়লো ব'লে—নে চট্পট্ তৈরি হয়ে নে।'

গোপা আবার আপত্তি তুলতে যাচ্ছিলো কিন্তু দাদার আগ্রহের কাছে হার মানতে হলো। কোনো সভায় নিয়ে যাবার জন্যে এতখানি আগ্রহ দেখাতে বা এমন ক'রে লোকজন ডাকাডাকি করতে দাদাকে আর কখনো সে দেখেনি। গোপা একটু অবাকই হলো। বললো, 'তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।'

হৈ হৈ ক'রে বিভাস এসে হাজির হলো রিনিকে নিয়ে। অভিজাত সমাজে ভাইবোন দু'জনেরই নামডাক আছে খুব কাল্চরড্ আর ফ্যাশনেব্ল্ ব'লে। বিভাস লোকটি খুব আমুদে প্রকৃতির। যেখানেই থাক, তার হাসি গল্প চালচলনে মাতিয়ে রাখে। সাধারণ কথাবার্তা বাংলাতেই বলে কিন্তু তাতে ইংরেজি শব্দ আর বাক্যের অংশই বেশি। কথায় কথায় বিলিতি কেতায় কাঁধে ঝাঁকুনি মারে, দাঁড়ানো অবস্থায় থেকে থেকে পায়ের ডগায় ভর ক'রে উঁচু হয়ে ওঠে। সত্যিকার

বিদ্বান আর চিন্তাশীল লোকদেরও সে ভয় খাইয়ে দেয় শুধু বিভিন্ন দেশের বই আর লেখকদের নামের উল্লেখে। দুষ্ট লোকেরা অবিশ্যি বলে বিদ্যার দৌড় তার বই-এর তালিকা অবধি। অধুনা মার্ক্সইজম্ নিয়ে মেতে উঠেছে। নিজেকে মার্ক্সিস্ট ব'লেই পরিচয় দেয়। তা নিয়ে কোনো আলোচনা উঠলে কতকগুলো বই-এর নাম নিয়ে স্বপক্ষ বিপক্ষ সকলকেই আক্রমণ করে। তার বক্তব্য ওসব বই যার পড়া নেই সে আলোচনার অনুপযুক্ত, যার পড়া আছে তার সঙ্গে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, পাণ্ডিত্যে সে বুঁদ হয়ে আছে, বিনা তর্কেই বিভাস তা মেনে নিতে রাজি।

গোপার সঙ্গে ঘন হয়ে ওঠার খুবই একটা ঝোঁক দেখা যায় বিভাসের মধ্যে। গোপারও নেহাৎ মন্দ লাগে না লোকটিকে। কিন্তু কেমন একটু ফাঁপা ধরনের বলেই তার মনে হয়। মূল চরিত্রে কোথায় একটা গরমিল আছে গোপার সঙ্গে বিভাসের। তাই গোপা তাকে প্রশ্রয়ও যেমন দেয় তেমনি আবার কথায়-কথায় আঘাতও ক'রে বসে।

গোপা এসে বিভাসকে দেখে অবাক হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়ালো! 'একি —বিভাসবাবু, আপনি যে আজ বড়ো ধুতি-চাদর প'রে বেরিয়েছেন— আপনি তো আর সভাপতি নন।' সপ্রশংস দৃষ্টিতে একটু তাকিয়ে থেকে বললো,'যা-ই বলুন, ধুতি-চাদরে আপনাকে মানিয়েছে কিন্তু চমৎকার!'

বিভাসের ভেতরটা যেন ফুলে উঠলো। খুশির ভাব গোপন রাখতে ভ্রূ দুটো কুঁচকে ফেললো। মাটিতে লোটানো দীর্ঘ কোঁচার দিকে তাকিয়ে বললো, 'চমৎকার তো মানিয়েছে কিন্তু ম্যানেজ করতে যে প্রাণান্ত হচ্ছি।'

'আ-হা, অমন প্রাণটা ধুতি-চাদরের জন্যে অন্ত করবেন না বিভাস-বাবু—তার চেয়ে কোট-পাৎলুনে মুড়েই বাঁচিয়ে রাখুন।' দরদের স্বর মিশিয়ে টেনে-টেনে গোপা বললো।

বিভাসের মুখ গম্ভীর হলো। সৌরীন্দ্রনাথ বিভাসকে খুশি করতে গোপার আগের কথার সূত্র ধ'রে বললো, 'বিভাসের মতো একজন কলচরড্ ম্যান যা পরবে তা চমৎকার না হয়ে পারে—বিভাস হলো গিয়ে ফ্যাশনের রাজা—'

'তা হলে বলো ফ্যাশনেবল্।' গোপা বললো। 'কায়দা জানাকে কল্চর বলে না—রাগ করবেন না বিভাসবাবু, আমি বলছিনে আপনি কল্চরড্ নন, আমি শুধু দাদার কথার ভুলটা দেখাচ্ছি।'

বিভাস মুখ অন্ধকার ক'রে বললো, 'ফ্যাশনের মধ্যেও কল্চরের পরিচয় থাকে মিস্ ব্যানার্জি।'

সৌরীন্দ্রনাথ শঙ্কিতভাবে ব'লে উঠলো, 'এই বাধবে আবার তর্ক। না না, এখন আর এ সব কথা নয়, সময় হয়ে গেছে।' রমা আর রিনি চুপচাপ ব'সে ছিলো, তাদেরও তাড়া দিয়ে বললো, 'চলো—চলো, উঠে পড়ো সব—'

সৌরীন্দ্রনাথ সদলে সভায় উপস্থিত হলো। উদ্যোক্তারা উত্তপ্ত অভ্যর্থনায় তাকে নিয়ে বসালো সভাপতির আসনে। অভ্যর্থনার আড়ম্বরের ভেতর দিয়ে কর্মীদের চাঁদা সম্পর্কে আশার পরিমাণটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সভাটিকে বেশ বড় সভাই বলা চলে। লোক সমাগম হয়েছে প্রচুর। ছাত্র-ছাত্রীই বেশি, বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও আছেন।

সৌরীন্দ্রনাথ জমাট গাম্ভীর্য নিয়ে ব'সে রইলো সভাপতির আসনে। সভার কার্যক্রম খুব দীর্ঘ নয়। উদ্বোধন সঙ্গীত ও গোটা দুই ছোটো-

খাটো বক্তৃতার পর উঠলো সৌরীন্দ্রনাথ। তার বক্তৃতার খানিকটা পড়বার পর থেকেই শুরু হলো 'হিয়ার-হিয়ার,' কখনো হাসি, কখনো বা হাততালি। শ্রোতাদের প্রশংসার অভিব্যক্তির বাধা ঠেলে থেমে থেমে বক্তাকে এগোতে হচ্ছিলো। রচনায় কোথাও সমাজের প্রতি তীব্র শ্লেষ, কোথাও হালকা পরিহাস, আবার সেই সঙ্গে রয়েছে নানা সমস্যা সম্পর্কে চিন্তার গভীরতা আর দৃষ্টির অভিনবত্ব।

গোপা অবাক হয়ে বক্তৃতা শুনছিলো। সে ভাবতেও পারে নি, তার দাদা এত সব বড় বড় কথা চিন্তা ক'রে থাকে এবং এত চমৎকার গুছিয়ে তা লেখবার ক্ষমতা রাখে। রমা অতশত বোঝে না, প্রতি হাততালির সঙ্গে মুখ তার গর্বে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো। বিভাসের প্রশংসা মাঝে মাঝে হচ্ছিলো মন্থর হাততালির ভারি আওয়াজে—যা দেশীয় চটুল চট্‌পটু শব্দের সঙ্গে মিশ খায় না। কেবল রিনির এসব বিষয়ে কোনো আগ্রহ নেই—তার লক্ষ্য ছিল কোন-কোন যুবকের কতখানি নজর তার ওপর পড়েছে।

প্রচণ্ড হাততালির সঙ্গে সৌরীন্দ্রনাথের পাঠ শেষ হলো। দু'তিনটে কাগজের লোক এসে ধরলো রচনাটির জন্যে, ছাপবে ব'লে। কা'কে দেবে স্থির করতে না পেরে একে একে তিনজনকেই সে বললো পরে দেখা করতে। ছাত্রসঙ্ঘের উদ্যোক্তাদের জনকয় ওখানেই সৌরীন্দ্র-নাথকে চেপে ধরলো তাদের আগামী সাহিত্য-সভার সভাপতিত্ব গ্রহণ ক'রে বাধিত করতে। সৌরীন্দ্রনাথ ব্যস্ততার নামে বার দুই ক্ষীণ আপত্তি তুলে অবশেষে বাধিত ক'রেই বেরিয়ে এলো। উদ্যোক্তারা অনুমতি পেয়ে গেল সৌরীন্দ্রনাথের নাম সভাপতি হিসেবে ঘোষণা করার।

সভার লোকজন ছাড়িয়ে গাড়ি এগিয়ে আসতেই বিভাস সৌরীন্দ্র-নাথের হাত চেপে ধ'রে অনর্গল ইংরেজি বিশেষণে তাকে অভিনন্দিত করতে লাগলো।

গোপারও মনটা বেশ হালকা হয়ে এসেছিলো। সে বললো, 'সত্যি দাদা, আমি ভাবতেও পারিনি তুমি এতসব গুরুতর বিষয় নিয়ে ভাবো। আর কি চমৎকার বাংলা তুমি লিখতে পার—আমার কিন্তু ভারি হিংসে হচ্ছে।'

'দেখো, তোমরা যেমন ক'রে সবাই ফোলাচ্ছ, এর ওপর ওঁর সঙ্গে কথা বলাই ভার হবে' রমা স্বামীর গৌরবে স্ফীত হয়েই কথাটা বললো।

সৌরীন্দ্রনাথ একটু মুচকে হাসে। 'ইনটেলেকচুয়াল সাইডটাকে চানসই দিই না—কেবল কাজ আর কাজ নইলে—'

নইলে যা হতো তার অসমাপ্ত ইঙ্গিতটা এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। সকলেই কিছু-না-কিছু ব'লে সৌরীন্দ্রনাথের বক্তব্য সমর্থন করে।

সৌরীন্দ্রনাথের সার্থকতার দমক লেগে এ ক'দিনের গুমোট ভাবটা কেটে গেল গোপা আর রমার মন থেকে। হাসি গল্পে বেশ সহজ হয়েই দুজন বড়ি ফিরলো।

পরের দিন আপিসে ঢুকেই অনুপ খবর পেল জরুরি তলব পড়েছে তার ম্যানেজারের ঘরে। চটপট হুকুম তামিল করার মতো মনের অবস্থা অনুপের ছিল না। আজ আপিসে আসতে তার বেশ একটু দেরি হয়েছে। অনুপ মনে করলো সেটাই তলবের কারণ! ভাবিত সে

মোটেই হলো না। অসম্মানকর অভিব্যক্তির আভাস পেলে পথে নেবে পড়ার পথতো মুক্তই রয়েছে। চুপচাপ কিছুক্ষণ ব'সে রইলো নিজের কামরায়।

আজ আপিসে আসতে দেরি হবার কারণটা মেজাজ বিগড়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। চালের মন চল্লিশে উঠেছে—উঠেছে বস্তুকে অবলম্বন ক'রে নয়, দরটা উড়ছে যেন নিছক হাওয়ায়! এর চেয়ে বেশি দাম দিলেও বস্তু মিলবে তার কোনো কথা নেই। অনুপ বিশেষ ক'রে এসব ব্যাপারে মোটেই কর্ত্থিৎকর্মা নয়, তাই আজ তার বাড়িতে হাঁড়ি চড়েনি। হতাশ হয়ে অবশেষে আপিসে এসেছে সে খানিকটা পাঁউরুটি আর চা গিলে।

বুভুক্ষিতদের বীভৎস চিত্রে আর চিৎকারে চোখ কান তার অভ্যস্ত হয়ে গেছে, তবু আজকে যেন সেগুলো আবার নতুন ক'রে তার স্নায়ুতে দাগ কেটে বসেছে। মর্মন্তুদ চিৎকারগুলো কেবলই কানে বাজতে থাকে, ছবির পর ছবি চোখের ওপর দিয়ে ভেসে যায়! এখনো যারা একেবারে পথে নেমে পড়েনি তাদের ঘরের স্ত্রীলোকেরা দীর্ঘ রেখায় সার বেঁধে দাঁড়িয়ে বা বসে আছে এক মুঠো চালের আশায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাদের থাকতে হবে। অপেক্ষা বিনোদন করতে একে অন্যের রুক্ষ কেশ আর শতছিন্ন পরিধেয় থেকে ব'সে-ব'সে উকুন বাছে। দিন শেষে শেষের লোকগুলোকে হয়তো ফিরতে হবে খালি হাতে। তারপর অভুক্ত অবস্থায় চালের সেই লাইনে শুয়ে ফুটপাথে রাত্রি যাপন।

আপিসবাড়ির বিরাট অট্টালিকার ঘরে ঘরে অবিচারের যে যন্ত্র চলছে তারই একটা তুচ্ছতম নতুন অংশ সে—বিগড়ে যাওয়ার চালে

বার দুই ন'ড়ে উঠলো অনুপ! জোর ক'রে সেই মনোভাবটা ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লো ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে।

সৌরীন্দ্রনাথের বেয়ারা তাকে দেখেই উঠে দাঁড়ালো। তক্ষুনি ভেতরে গিয়ে বেরিয়ে এসে বললো, 'যাইয়ে।'

অনুপের মনে হলো, তার সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রভু যে ব্যস্ত এটা যেন বেয়ারাও জানে!

অনুপ কামরায় ঢুকেই দেখতে পেল একটি লোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে বিদায় নিতে। সে তার আলোচনার জের টেনে বলছে, 'আর একবার ভেবে দেখুন স্যার—দেড় লাখ মন চাল, সোজা কথা নয়। এখন ধরে রাখাটা খুবই রিস্‌কি—আবার যদি ইভ্যাকুয়েশন শুরু হয় তো ঝপ্ ক'রে দাম প'ড়ে যাবে।

'ঐ তো বললাম, এখন ছাড়বো না। বাজার আমিই কি কারুর চেয়ে কম বুঝি! কেনা দামের আটগুণ চড়ুক তো তখন বোঝা যাবে— আচ্ছা আপনি এখন যান. ওঁর সঙ্গে জরুরি দরকার আছে আমার—. বসুন অনুপবাবু।'

লোকটি বেরিয়ে যেতেই অনুপ অবাক স্বরে প্রশ্ন করলো, 'আপনার হাতে দেড় লাখ মন চাল জমা!'

'হ্যাঁ, কেন, দালালি করার ইচ্ছে আছে? পারেন তো ভালো, এক সঙ্গে বেশ মোটা টাকা পেয়ে যাবেন।'

'মোটা টাকা পাবার মত মোটা ভাগ্য কি আর আমাদের! সে কথা নয়—আমি অনুরোধ করবো চালগুলো আরো কিছুকাল ধ'রে রাখতে। আপনারা যারা দেশের মাথা, তারা এভাবে সব মাল আটক ক'রে রেখেছেন ব'লেই না লোকগুলোর মধ্যে একটু নিয়মানুবর্তিতা

যাকে বলেন আপনারা ডিসিপ্লিন, তাই আসছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে শিখছে—পেটেভাতে না মারলে কি সত্যিকারের শিক্ষা হয়!' চাকরির ওপর এখনও মায়া বসেনি তাই অনুপ মেরুদণ্ড সোজা রেখেই কথাগুলো ব'লে গেল। একটু থেমে বললো, 'হ্যাঁ, আমার উপর কি আদেশ বলুন তো?'

সৌরীন্দ্রনাথ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অনুপের মুখের দিকে তাকিয়ে তার কথা শুনছিলো। ক্রমেই তার মুখ ভারি হয়ে এল। মুহূর্তে মুখ থেকে সেভাবটা মুছে ফেলে একটু হাসলো সৌরীন্দ্রনাথ। কৌতুকটা যেন সে বেশ উপভোগ করছে, এমনি একটা ভাব। এ লোকটিকে তার এখন বিশেষ প্রয়োজন।

'হুঁ—আপনার ওপর আদেশ একটা আছে।' সৌরীন্দ্রনাথ বললো। 'সেই প্রসপেক্‌টস দুটোর অনুবাদ শেষ হয়েছে?'

'হয়নি, আজকেই হয়ে যাবে আশা করি।

'হয় ভালো, না হলে ও নিয়ে ভাববার আপনার দরকার নেই। ও-সব কাজ যে-কাউকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারবো। আপনাকে আর একটা বক্তৃতা লিখে দিতে হবে।' অনুপকে একটু খুশি করার জন্য বললো, 'আপনার ও রচনাটা আমার খুবই ভালো লেগেছে—ভাষার ওপর আশ্চর্য দখল আপনার।'

কিন্তু রচনাটা প'ড়ে কতখানি বাহবা পেয়েছে সে-কথা একেবারেই গোপন রাখলো।

'এবারের বক্তৃতাটা লিখতে হবে আমাদের সাহিত্য বিষয়ে। আগামী সাহিত্য-সভার সভাপতি করেছে আমাকে, তারই অভি-ভাষণ। বেশ লম্বা হওয়া চাই—ছাপলে অন্তত ত্রিশ-বত্রিশ পাতা যেন

দাঁড়ায়। এ বিষয়ে বলবার কথার তো অন্ত নেই, আপনা থেকেই হয়তো বড়ো হয়ে যাবে। নানা দিক দিয়ে আমিও প্রচুর ভেবেছি, তা গুছিয়ে লিখলে রীতিমতো একটা থিসিস হয়—এমন সব নতুন কথাও আছে তার মধ্যে। কিন্তু লিখি কখন। কাজ আর কাজ -- দেখতেই তো পাচ্ছেন—'

'তা তো বটেই।' অনুপ গম্ভীর মুখে জবাব দেয়।

'রচনাটা খুব ইনটেলেকচুয়াল হওয়া চাই কিন্তু—একটু ভারি হলেও আপত্তি নেই। আপিসে আপনাকে আসতে হবে না, যে ক'দিন লেখা নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন। কাল সকালে আসবেন আমার বাড়ি, সেখানে মস্ত লাইব্রেরি রয়েছে—দেখবেন বই-এর কি সিলেকশন আমার। ওখানে ব'সে লিখবেন, সবরকম সুবিধে রয়েছে—

'বাড়ি যাবার দরকার হবে না, এখানে ব'সেই লিখতে পারবো।' অনুপ আপত্তি জানালো।

'না, না, আপনি বুঝতে পারছেন না। একটা লরনেড লেকচর লিখতে গিয়ে কখন কি বই-এর দরকার হবে ঠিক আছে। তখন লেখা রেখে ছুটতে হবে বই-এর জন্যে। তা ছাড়া ওখানে সব রকম সুবিধেও রয়েছে—'

'অসুবিধায় লিখে আমার অভ্যাস আছে; তবে কিনা আপনার লাইব্রেরির কথা শুনে লোভ হচ্ছে—বেশ তাই যাব।'

'আর হ্যাঁ, শুনুন, সাহিত্য নিয়ে আমার নিজস্ব কতকগুলো বক্তব্য আছে, আপনাকে বুঝিয়ে বলবো জোরাল যুক্তি দিয়ে সেগুলো সমর্থন করতে হবে।'

'আমাকে যখন লিখতে হবে, আমার অভিমতই লিখবো।'

'আপনি লেখেন ভালোই কিন্তু ভারি একটা একগুঁয়ে ভাব আছে আপনার মধ্যে। এ মেজাজ নিয়ে চাকরি কি ক'রে করবেন?' গম্ভীর মুখে একটু দম ধ'রে থাকে সৌরীন্দ্রনাথ। সে ভাবটা ঝেড়ে ফেলে ব'লে ওঠে, 'যাক সে পরে দেখা যাবে, কাল আসুন তো।' কি যেন ভেবে হাসিতে মুখ তার উজ্জ্বল হলো। 'আচ্ছা, তা আপনার যা খুশি আপনি লিখুন আমার আপত্তি নেই, কিন্তু একটা কথা আমার রাখতে হবে। রচনার দু'চার জায়গায় 'বুর্জোয়া' শব্দটা মানানসই রকম বসিয়ে দেবেন, আর বড়লোকদের গাল দিয়ে গালভরা বড়-বড় সব কথা বলবেন। এতে কোনো আপত্তি নেই তো?'

'না, তা নেই।' হেসে অনুপ বললো। 'কিন্তু সে-সব গাল যে আপনার নিজের ঘাড়েই পড়বে।'

'আজকালকার ছাত্রদের কাছে পপুলার হতে হলে ওরকম বলতেই হবে। গাল নিজেই দিই আর পরেই দিক, সমাজের মাথায় ব'সে আছি, মাথায়ই থাকবো।' একটু হাসলো। 'সাম্যবাদীরা ভাবে সমাজটা একটা থিয়েটর হল, থিয়েটর বাতিল ক'রে সেখানে জুড়ে দেবে সিনেমা—আর দেখতে না দেখতে পেছনের দুর্ভাগারা হয়ে উঠবে ভাগ্যবান।' খুব একটা নতুন ধরনের কথা বলার গর্বে সে একবার নড়েচড়ে বসলো। 'তা হয় না মশাই—মাথা আমাদের আছে তাই আজও আমরা মাননীয়, তখনও থাকবো তাই।'

'মাথা থাক না থাক, মাথা কেনার পয়সা থাকাটাও কম কথা নয়।'

'অন্য কারুর কাছে হলে চাকরি আপনার থাকতো না।' একটু রুষ্ট স্বরেই সৌরীন্দ্রনাথ বললো। 'আমার কেমন একটা উইকনেস

আছে ইনটেলেকচুয়ালদের সম্পর্কে—আরে মশাই পয়সা কি আর অমনি আসে। আমরা মাথা খাটিয়ে এতসব প্রতিষ্ঠান গড়ি ব'লেই না আপনাদের মতো শত-শত মাথাওয়ালা লোক করে খাচ্ছে ?'

'করে খাচ্ছে না, বলুন না খেয়ে করছে—যাক, লেখাটা কবে চাই ?'

'হ্যাঁ, ওসব আলোচনা না তোলাই ভালো।' বিরক্তিটা দমন করতে সে একটু সময় নেয়। 'লেখাটা—লেখাটা দিন পনেরর মধ্যে দিলেই চলবে।'

অনুপ সৌরীন্দ্রনাথের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। বক্তৃতা লিখে দেবার কাজটা বিজ্ঞাপন রচনার চেয়েও বিরক্তিকর বলেই মনে হয় তার কাছে। শুধু বিরক্তকর না ক্ষতিকরও বটে। লিখতে বসলে চেপে লেখা যায় না, নিজস্ব কত চিন্তা অহেতুক বিকিয়ে যায়। তা ছাড়া বিজ্ঞাপনের মতো তাচ্ছল্যের সঙ্গে এ কাজ করা চলে না। অনুপ অস্বীকার করবে ভেবেও করলো না, সম্মত হয়েই এলো। একবার ঢুকেছে যখন কিছু দূর না দেখে সে বেরোবে না।

অনুপ এই প্রথম দেখলো সৌরীন্দ্রনাথের বাড়ি। বাড়ির চারপাশের ফাঁকা জমির বহর দেখে সে বেশ বুঝতে পারে, হতভাগাদের গলাচেরা চিৎকারও এদের শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে না। এই মহা-মন্বন্তরে এও এক মহাভাগ্য। ক্ষুধার তাড়নায় মানুষের কণ্ঠ থেকে উদ্‌গত হচ্ছে যে বীভৎস চীৎকার, নিষ্ক্রিয় হয়ে রাতদিন তা শোনা মানুষের পক্ষে অভিশাপ ছাড়া আর কি।

চলতে-চলতে অনুপ থেমে পড়ে। লক্ষ-লক্ষ মণ চাল আটকে রেখে এ দুভিক্ষকে যারা আমন্ত্রণ ক'রে এনেছে ব্যক্তিগত মুনাফার মুখ চেয়ে তাদেরই একজনের বাড়িতে সে ঢুকতে যাচ্ছে ভাবতে গিয়ে অনুপের সমগ্র স্নায়ুমণ্ডল অশ্রদ্ধায় বিমুখ হয়ে উঠে। কিন্তু পর মুহূর্তেই মন তার বিচারকের নিরপেক্ষতা নিয়ে নরম হয়ে আসে—এদের ব্যক্তিগত অমানুষিক বৃত্তির ফল এ নয়, এ কথাটাও যুক্তির মুক্ত পথ দিয়ে তার মনে এসে দেখা দেয়। এদের এই কাজগুলো তো সৈনিকের গুলি ছোঁড়ার মতোই ব্যক্তিক বৃত্তির পরিচয়হীন একটা ব্যবহার মাত্র। তাই এরা এক হাতে অন্ন কেড়ে নিয়ে মানুষকে পথে নাবাচ্ছে, অন্য হাতে লঙ্গরখানায় অন্ন বিলিয়ে সে অন্যায়ের সমাধান খুঁজছে। যত দিন সমাজের এই কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকবে ততদিন তার উপর-তলাকার যন্ত্রগুলোর এ চালেই তো চলতে হবে।

কিন্তু অনুপের মনে বিরূপ ভাবটা ছড়িয়ে থাকে।

গেট দিয়ে ঢুকে শ্লথ পদক্ষেপে সে এগিয়ে চললো। গাড়িবারান্দার ওপরের সিঁড়িতে টুল পেতে ব'সে আছে দরোয়ান। অনুপ জিজ্ঞেস করলো, 'সৌরিনবাবু আছেন?'

'নাম লিখ্ দিজিয়ে।' ছোটো এক টুকরো কাগজ আর এবড়ো-খেবড়ো কাটা একটা বেঁটে পেন্সিল সে পকেট থেকে বার ক'রে দিলো। নাম লেখা কাগজটা অনুপের হাত থেকে নিয়ে একবার তার আপাদ মস্তক দেখে নিয়ে বললো, 'বৈঠিয়ে।"

নিজের পরিত্যক্ত আসনটি দেখিয়ে দিয়ে সে চ'লে গেল।

দরোয়ানের সঙ্গে সঙ্গেই নেবে এল সৌরীন্দ্রনাথ। কিমানো-র কোমরবন্ধনীতে প্যাঁচ কসতে-কসতে এগিয়ে এসে অবাক হয়ে বললো, 'এ কি, এখানে ব'সে?' লজ্জিতভাবে একটু হাসলো। 'ব্যাটা বুঝতে পারে নি।'

'বুঝতে পেরেছে বলেই এখানে বসিয়েছে।' অনুপ মৃদু হাসলো।

'আপনি এরকমই একটা কিছু বলবেন আমি জানতাম। চলুন, ওপরে চলুন, আমার লাইব্রেরি ওপরে।'

সিঁড়ির একটা বাঁকে এসে সৌরীন্দ্রনাথ থেমে পড়লো। 'আপনারা শিল্পী মানুষ আপনাদের দেখাতে হলে এসবই দেখাতে হয়। দেখুন তো এই মিউরাল-টি!'

অনুপ সপ্রশংস দৃষ্টিতে এদিক-ওদিক স'রে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখলো ছবিটি। প্রাচীরচিত্রের আঙ্গিকে সুদক্ষ কোনো শিল্পীর হাতের কাজ সন্দেহ নেই। অনুপ মন খুলে প্রশংসা করলো। ছবি সম্পর্কে অনুপের আগ্রহ দেখে সৌরীন্দ্রনাথের উৎসাহ বেড়ে গেল। 'লাইব্রেরিতে চলুন, সেখানে আরো চারটে মিউরাল পেনটিং রয়েছে, স্ট্রাইকিং-[illegible]ড।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠেই সামনে একটা চওড়া বারান্দা। তারই দুই পাশে ঘর। বারান্দায় পা দিয়েই, আবার সৌরীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে পড়লো। 'দেখুন এই মেঝেটা দেখুন। মনে করবেন না বড়লোকি ফলানোর জন্যে ইটালিয়ান মারবেল দেখাচ্ছি। আমি শুধু দেখাতে চাই আরকিটেক্‌চরল সেন্স আর রুচির দিকটা। বড় বড় বাড়িতে ঢুকেই দেখতে পাবেন এনতার টাকা খরচ ক'রে সব মেঝে করিয়েছে, তার নানারকমের জ্যামিতিক নক্সা। তাকালে চোখ গুলিয়ে যায়— রীতিমতো পীড়াদায়ক চোখের পক্ষে। মেঝে হলো পা ফেলে চলার জন্যে। সেখানটা যদি চোখে এবড়ো-খেবড়ো বাঁকাচোরা বা উঁচুনিচু লাগে তো চলতে আরাম লাগবে কেন? কোনটার কি প্রয়োজন ভুলে গিয়ে একটা কায়দা করলেই হলো!' বিদ্যে ফলাতে পারার গর্বে মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

স্থাপত্যশিল্প নিয়ে অনুপ পড়াশোনা করেছে প্রচুর। এসব প্রাথমিক কথা তার কাছে নতুন নয়। এ সম্পর্কে সৌরীন্দ্রনাথ যে নিজে কখনো চিন্তা করেনি, নেহাৎ শোনা কথা বলছে বুঝতে তার বাকি থাকে না। তবু মনে-মনে সে প্রশংসা করে, সঙ্গত যুক্তিগুলো মেনে নেবার মতো সুবুদ্ধিটা অন্তত এর আছে ব'লে।'

সৌরীন্দ্রনাথ ব'লে যেতে থাকে, 'তারপর দেখুন না, কত ঢং-এর সব বাড়ি হচ্ছে—জাহাজ বাড়ি, পানসি বাড়ি, দুর্গের মতো বাড়ি—আসল কথাটাই ভুলে যায় যে বাড়ি বাড়িই—সেটা সিনেমা হাউসও নয়, কাউনসিল হাউসও নয়, বাড়ি হওয়া চাই এমন, যার চেহারাটাই মনে একটা হোমলি ভাব এনে দেবে। সৌরীন্দ্রনাথ থামলো। হয়তো একটু সময় ছেড়ে দিল অনুপকে, তার কথার সারবত্তা উপলব্ধি করতে।

তারপর গুরুগম্ভীর গলায় বলতে লাগলো, 'টাকা খরচ করলেই কোনো জিনিস ভালো হয়ে ওঠে না—সে জন্যে চাই উঁচু দরের টেইস্ট এণ্ড কলচর।' একটু হাসলো। 'ব্যবসা করছি ব'লে ভাববেন না আমরা এক জেনারেশন-এ হঠাৎ বড়লোক হয়েছি। রীতিমতো বনেদী বংশ— আমাদের পরিবারের একটা ট্রাডিশন রয়েছে।'

অনুপ এ আলোচনায় যোগ দেয় না, একেবারেই চুপ ক'রে থাকে। সৌরীন্দ্রনাথ যেন একটু দমে যায়।

লাইব্রেরিতে ঢুকেই আবার তার মুখ খোলে। প্রথমে একই কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে দেহটাকে ধীরে ধীরে একপাক ঘুরিয়ে অনুপের দৃষ্টিকে নির্দেশ দেয় সমস্ত ঘরটা একবার ঘুরে আসতে। তারপর শুরু হয় আসবাবের কথা। এই নতুন ধরনের বুকশেলফগুলোর নক্সা কতো মাথা খাটিয়ে নিজে সে বার করেছে, কোন বড় কেবিনেট ফারম কতখানি হুঁশিয়ার হয়ে কাজ ক'রে দিয়েছে তার বিস্তৃত বিবরণ। তারপর চোখ যায় দেয়ালচিত্রে, সেখান থেকে বলতে বলতে এগিয়ে আসে, '—শুধু এ নয় যামিনী রায়ের ছবিও রয়েছে। এবারকার একজিবিশন থেকে বড়ো চারখানা ছবি কিনেছি—ওয়ানডারফুল! আপনার কেমন লাগে যামিনী রায়ের ছবি!'

ছবির সামনে দাঁড়িয়ে অনুপ সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ভালো জিনিস ভালো লাগবে না!'

কিনতে হয় বলেই যে কিনে এনেছে, প্রশংসা করতে হয় ব'লেই যে তা করছে, তার সঙ্গে কোনো আলোচনায় ঢোকবার ইচ্ছা অনুপের ছিল না।

সৌরীন্দ্রনাথেরও তার জন্যে ক্ষোভ নেই। আলোচনা উত্থাপনের জন্যে প্রশ্ন সে করে নি। চিত্রের প্রসঙ্গ হঠাৎ মোচড় মেরে চ'লে গেল চেয়ারে। 'এই চেয়ারটি কিন্তু একেবারে আমার আবিষ্কার। কোনো বিলিতি ফারমে-ও পাবেন না এ ধরণের রকিং-চেয়ার। ব'সে দু'চার বার দোল খান, আপনা থেকেই চোখ বুজে আসবে।'

'লাইব্রেরির উপযুক্ত চেয়ার বটে।' অনুপ মুখ টিপে হাসে। 'আসুন, বই দেখা যাক্।'

'হুল না ফুটিয়ে কথা বলতে আপনি পারেন না।' সৌরীন্দ্রনাথও হেসে বললো।

অনুপ প্রথমেই গেল বাংলা বই-এর তরফে। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, অনুবাদ—একে একে সেলফগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে বললো 'আপনার সংগ্রহ বেশ ভালো। বই বাছাই করেছে কে?'

'কে আবার—আমি!' সগর্বে সৌরীন্দ্রনাথ বললো।

ইংরেজি বই-এর দিকটা একবার ঘুরে দেখে বিভিন্ন তাক থেকে খানকয় ইংরেজি ও বাংলা বই অনুপ তার প্রয়োজন অনুযায়ী বেছে বার করলো।

'ঐ কোণের ছোটো টেবিলটায় আসুন।' সৌরীন্দ্রনাথ এগিয়ে গেল। 'লেখবার সব ব্যবস্থাই রয়েছে ওখানে।'

এক কোণে ছোটো পাতলা একটি পরিচ্ছন্ন টেবিলে লেখবার সরঞ্জাম সাজানো, পাশেই গদিআঁটা চমৎকার চেয়ার। অনুপ বইগুলো টেবিলে নামিয়ে রাখলো।

'বাস্, আর সময় নষ্ট করবো না—আপনি ব'সে পড়ুন।' সৌরীন্দ্রনাথ বললো। 'যে বই খুশি নিয়ে পড়ুন, যতক্ষণ খুশি ব'সে

লিখুন কেউ টু-শব্দটি করতে আসবে না। একটা চাকর পাঠিয়ে দিচ্ছি, চা, সিগারেট যখন যা চাই বলবেন, এনে দেবে।'

সৌরীন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল। বারান্দায় দেখা গোপার সঙ্গে। তাকে বললো লাইব্রেরিতে একটা চাকর পাঠাতে আর চাকরকে ব'লে দিতে, ওখানেই যেন থাকে। ব'লেই ব্যস্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল। চাকর কেন পাঠাতে হবে জিজ্ঞেস করারও ফুরসৎ গোপা পেল না।

গোপা কয়েকখানা বই নিয়ে লাইব্রেরির দিকে যাচ্ছিলো রেখে আসতে। কাজটা সেরে এসে তারপর লোক পাঠাবে ভেবে সে গিয়ে ঢুকলো লাইব্রেরি ঘরে। অনুপ গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা বই-এর পাতা ওলটাচ্ছিলো শব্দ পেয়ে চোখ না তুলেই বললো 'এক পেয়ালা চা চাই।'

অনুপকে দেখে গোপা অবাক হয়ে গেল। এখানে এর আগমনের কোনো সূত্রই সে খুঁজে পেল না। লোকটির ভুল বুঝতে পেরে মুখ টিপে সে হাসলো, তারপর আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

যাকে ছোবল মারার জন্যে মন তার উদ্যত হয়েছিলো, সে-লোক এত কাছে দেখে বেশ উৎসাহ বোধ করলো। দু'চার কথা শুনিয়ে ঝালঝাড়ার একটা সুযোগ মিলেও বা যেতে পারে। তাড়াতাড়ি এক পেয়ালা চা আর খানকয় বিস্কিট একটা ট্রে-তে চাপিয়ে সে নিজের হাতেই নিয়েই গেল।

অনুপ যেমন বই-এর পাতায় চোখ ডুবিয়ে ছিলো, তেমনি রয়েছে। গোপা ট্রে-টা টিপয়ের ওপর রেখে সেটা এগিয়ে দিলো। অনুপ চোখ

না তুলেই বললো, 'চলে যেও না, এখানেই থেকো, ডেকে যেন পাই—তোমার নাম ?'

'গোপা।'

চমকে মুখ তুলে অনুপ তাকালো। বিস্মিত চোখে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলো, 'আপনি এখানে ?'

'আমি এখানে, কারণ এটাই যে আমার বাড়ি।'

'সৌরিনবাবু—'

'আমার দাদা।'

অনুপ ধীরে-ধীরে খোলা বইটা বন্ধ ক'রে রাখলো। 'ভাগ্যের কি বিড়ম্বনা—সুমিতার সেই নেমন্তন্ন বাড়ি! অজান্তে একটা উপকার করলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চাকরিটা ছাড়া যাচ্ছিলো না টাকার লোভে—ডাকুন আপনার দাদাকে, ইস্তফা দিয়ে যাই।'

অনুপ উঠে দাঁড়ালো।

বিষয়টা এ ধরনের চেহারা নেবে গোপার হিসেবের মধ্যে ছিল না। সে একটু বিব্রত বোধ করলো। বাইরে সে-ভাবটা গোপন রাখতে মুখ যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে বললো, 'চা-টা খেয়ে নিন, ডেকে দিচ্ছি দাদাকে।'

'ধন্যবাদ সৌরিনবাবুকে ডাকুন।'

গোপার মুখের ভাব লক্ষ্য ক'রে অনুপের ঠোঁটের কোণে দেখা দিল ক্ষীণ বিদ্রূপের হাসি। বললো, 'একই বিষয়ে ঠিক ঠিক অবাক মানুষ একবারই হয়। আপনার আশানুযায়ী ভদ্রতা যে আমার মধ্যে নেই সে তো প্রথম পরিচয়েই আবিষ্কার করেছিলেন—শুধু আবিষ্কারই করেননি জানিয়েও দিয়ে এসেছিলেন।'

গোপা আর কোন কথা না ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

সৌরীন্দ্রনাথের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'লাইব্রেরি ঘরে যে ভদ্রলোকটি ব'সে আছেন তিনি কি কাজ করেন দাদা?'

'ইনি আমাদের নতুন পাবলিসিটি অফিসার। কেন?'

'তিনি আর চাকরি করবেন না, ছেড়ে দেবেন ব'লে ডাকছেন তোমাকে—এক্ষুণি!'

'তার মানে!' কিছুই বুঝতে না পারা চোখে সৌরীন্দ্রনাথ তাকায়।

'মানে ইনি সুমিতার দাদা—আমাকে দেখে বুঝতে পারলেন সুমিতা যাদের বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে গেছে, তাদের অধীনেই তিনি চাকরি করছেন—'

সৌরীন্দ্রনাথের মুখে দেখা দিল চিন্তিত হয়ে ওঠার ভাব। তক্ষুণি চেয়ার ছেড়ে উঠে ব্যস্তসমস্ত হয়ে যেতে যেতে বিরক্তির স্বরে বলতে থাকে, 'কি আবার এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বসলি! তোরা এমন সব কাণ্ড করিস, বিপদে পড়তে হয় আমাদের—তোরই বা কি দরকার ছিল এখন ওঘরে যাবার? যত সব—লোকটা যদি এখন চ'লে যায় কত বড়ো ভাবনার কথা বল দেখি, অত বড় একটা অভিভাষণ আমি কখন ব'সে লিখি।' দুর্ভাবনায় তার খেয়ালই থাকে না, উদ্দেশ্যটা গোপার কাছেও গোপন রাখার প্রয়োজন আছে। 'যে একগুঁয়ে লোক, এখন কথা মানলে হয়।'

'অ—তোমার সেদিনকার সেই বক্তৃতাটা বুঝি—'

'তা দিয়ে তোমার দরকারটা কি বাপু!' বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে হাত তুলে সৌরীন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে পড়ে। 'সব কথাতেই থাকতে হবে। এখন যাও নিজের কাজে যাও—'

'যাচ্ছি চলো—আমার বইগুলো রেখে এসেছি ওখানে।'

লাইব্রেরিতে ঢুকেই সৌরীন্দ্রনাথ বলতে লাগলো 'সুমিতা আপনার বোন! সত্যি সে একটা বড়ো লজ্জাকর অন্যায় হয়ে গেছে। যাক, যা হবার হয়ে গেছে—ভুল দেখুন সবারই হয়—আমাদের নতুন পরিচয়ে ওঘটনাটা মন থেকে মুছে ফেলাই ভালো—'

'তা হয় না সৌরিনবাবু।' অনুপের কথায় স্পষ্ট নিশ্চয়তা। 'আমি এখনই আপনার চাকরি থেকে বিদায় নিতে চাই।'

'আরে বসুন, বসুন।' খুব একটা সহৃদয়তার ভাব নিয়ে সৌরীন্দ্রনাথ বললো। 'ব্যাপারটা ভেবে দেখুন। ঝোঁকের মাথায় এমন চাকরিটা ছেড়ে দেবেন? দেখেছেন তো এ্যাদ্দিন, শুধু সাহিত্য ক'রে কি চলে—বাঁচতে হলে টাকারও প্রয়োজন।'

'শুনুন সৌরিনবাবু! অভুক্ত থাকার চেয়ে পেট ভ'রে খেতে পাওয়া যে সুখের, হাঁটার চেয়ে মোটরে চলা যে আরামদায়ক সেটা বুঝবার জন্যে উপদেশের প্রয়োজন হয় না।'

'তবু একটা কথা জানেন—বসুন, আগে বসুন তো তারপর বলছি।'

সৌরীন্দ্রনাথের এ অনুরোধটুকু অগ্রাহ্য করতে পারলোনা অনুপ। বসতে যাবে ঠিক সেই মুহূর্তে গোপা ফুঁসে উঠলো, 'অত খোশামোদেরই বা কি দরকার দাদা, টাকা ঢাললে লোকের অভাব হবে না।'

'হবে।' স্থির কণ্ঠে অনুপ বললো। বসা তার হলো না। 'শাড়ি গাড়ি বা কেরানির মতো এ বস্তু টাকা ঢাললেই মেলে না। জাত শিল্পী বা সাহিত্যিক এত সুলভ নয় গোপাদেবী। আচ্ছা, চলি—নমস্কার সৌরিনবাবু।'

গম্ভীর পদক্ষেপে অনুপ বেরিয়ে গেল।

কয়েক মুহূর্ত সৌরীন্দ্রনাথ বিমূঢ়ের মতো স্তব্ধ হয়ে রইলো। তারপরই বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গে ব'লে উঠলো, 'ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার মুখে এনেছিলাম, দিলি ত সব গুলিয়ে। টাকা ঢাললে কি পাওয়া যায় না যায়, তোর চেয়ে আমি কম বুঝিনে। কই আন দেখি ওরকম একটা বক্তৃতা লিখিয়ে, সেদিন যেটা আমি প'ড়ে এলাম ঐ সভায়—দিচ্ছি আমি টাকা। কত বড়ো 'পাওয়ারফুল্ ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল্ পেন্' খবর তো রাখিস নে। কে তোকে বলেছিলো মাঝে প'ড়ে কথা বলতে? যেমন বলেছিস, যা, যত টাকা খুশি কবুল ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে আয়—প্রমাণ কর টাকা ঢাললেই সব মেলে। আমি চাই ওর লেখা।'

গোপারও চোখেমুখে রাগ ফুটে উঠলো। দমক মেরে দ্রুত পায় ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। দেখাবে সে, টাকা ঢাললে লোককে ফেরানো যায় কি না। তা ছাড়া লোকটার চ'লে যাওয়ার দায় ঘাড়ে নিয়ে দাদার খিটিমিটি সহ্য করারই বা দরকার কি।

গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে গোপা দেখতে পেলো অনুপ খুব বেশি দূর তখনো যায় নি। তবু কোনো তরুণীর পক্ষে সদর রাস্তা দিয়ে কারুর পেছনে ছোটা সম্ভব নয়। বেয়ারার মারফৎ ডেকে পাঠালে কোনো ফল হবে না সে বিষয়েও গোপা নিশ্চিত।

সোফার শুদ্ধ গাড়ি দরজাতে দাঁড়িয়ে ছিল। চট্‌পট্ গাড়িতে চেপে গোপা হুকুম করলো চালাতে। অনুপের সান্নিধ্যে পৌঁছতেই আদেশ মতো গাড়ির গতি মন্থর হলো।

জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে গোপা ডাকলো, 'শুনুন!'

পরিচিত নারীকণ্ঠে অনুপ ফিরে দাঁড়ালো। গোপাকে দেখে সে আশ্চর্যই হলো। গাড়ির কাছে গিয়ে বললো, 'আমাকে ডাকছেন ?'

'হ্যাঁ—' আর কি বলবে খুঁজে না পেয়ে গোপা চুপ করে রইলো।

একটু অপেক্ষা করলো অনুপ। 'শেষ পর্যন্ত আপনি নিজেই খোশামোদ করতে ছুটে এসেছেন ব'লে মনে হচ্ছে।' কথার স্বরে বেশ একটু বিদ্রূপ মেশানো।

গোপা বাধ্য হয়েই সেটুকু সয়ে গেল। কিন্তু টাকার কথা দূরে থাক বলবার মত কোনো কিছুই গুছিয়ে উঠতে না পেরে সে ব'লে ফেললো 'আপনাকে দাদা ডেকেছেন একটিবার—খুবই নাকি—'

'আপনার দাদার চাকর নই আমি।' অপ্রত্যাশিত রূঢ়তার সঙ্গে ব'লে অনুপ ঘুরে দাঁড়ালো।

গোপার বিব্রতভাব ছাপিয়ে ক্রোধটা আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো 'কিছুক্ষণ আগেও তাই ছিলেন।'

'ছিলাম কিন্তু এখন নেই।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার গোপার দিকে তাকিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে অনুপ চ'লে গেল।

ব্যাপারটা আশেপাশে কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে কিনা একবার দেখে নিল গোপা। সোফারের উপস্থিতিটাই সব চেয়ে বড়ো অস্বস্তির কারণ হলো তার কাছে।

বাড়ি ফিরে সৌরীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে যাবারই গোপার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সৌরীন্দ্রনাথ তা হতে দিল না। তার কথার সঙ্গে সঙ্গেই গোপা যে-ভাবে ছুটে বেরিয়ে গেল তাতেই সে বুঝেছিলো গোপার উদ্দেশ্য

কি। দরজায় দাঁড়িয়ে তাই সে অপেক্ষা করছিলো ফলাফল দেখবে বলে।

গোপাকে একা গাড়ি থেকে নেমে আসতে দেখে সৌরীন্দ্রনাথ একটু হাসলো। হাসির অর্থটা খুবই স্পষ্ট—অর্থাৎ, সে যা বলেছিলো তাই-ই সত্য হলো।

'তোকে ফিরে আসতে হবে আমি জানতাম।' সৌরীন্দ্রনাথ বললো। 'টাকার লোভে ফেরার লোক ও নয়—ওরা হলো—'

'অভদ্র—পাগল—' দাদার কথার বাকি অংশটা পূরণ করে দিয়ে রাগের সঙ্গে দ্রুত পা ফেলে গোপা চ'লে গেল সেখান থেকে।

দিন দুই পরের কথা।

বিকেলের দিকে সুমিতা অনুপের বইপত্র গুছিয়ে রাখছিলো। চৌকিতে অনুপ বুকের তলায় বালিস চেপে উপুড় হয়ে শুয়ে লিখছে। চাকরি ছেড়ে এসে নিজেকে সে উপন্যাস রচনায় ডুবিয়ে রেখেছে। জীবনের ওপর এ ক'দিনের আকস্মিক পরিবর্তনগুলো মনটাকে তার আগেকার কর্মজীবন থেকে যেন বিচ্ছিন্ন ক'রে ফেলেছে। বন্ধুবান্ধব আর দলের লোকেরা অনেকেই এসে ঘুরে গেছে কিন্তু অনুপকে তারা টানতে পারেনি। কোথা দিয়ে কোন পরিবর্তন মনের তলায় কাজ করছে অনুপ নিজেই ভালো বুঝতে পারছিলো না।

দরজার কড়া খুট্ খুট্ ক'রে আস্তের ওপর বার দুই নড়লো। সুমিতা গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালো। বাইরে দাঁড়িয়ে সৌরীন্দ্রনাথ। লোকটিকে দেখামাত্র সুমিতার মনে হলো এঁকে কোথাও দেখেছে, সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণের রাত্রির এক টুকরো ছবি তার সামনে ভেসে ওঠে। হ্যাঁ, গোপাদের বাড়িতেই দেখেছে। পোশাক পরিচ্ছদ আর চেহারাও সেবাড়ির উপযুক্ত। এঁর মুখের সঙ্গে গোপার মুখের বেশ কিছুটা মিলও তার চোখে পড়ে। হয়তো বা গোপার কোনো আত্মীয়ও হতে পারে। সেদিন অত লোকের মধ্যে এমন সঙ্কুচিত অবস্থায় সে ছিল, ছেলেদের তো দূরের কথা, মেয়েদের মধ্যেও গোপার বৌদি আর রিনি ছাড়া আর কারুর-পরিচয় পাবার কোনো কারণ ঘটেনি।

গোপার কোনো আত্মীয়ের এখানে আসবার উদ্দেশ্য বা উপলক্ষ সুমিতার আন্দাজের মধ্যে আসে না। তার মুখের ভাবটুকু সৌরীন্দ্রনাথের চোখে পড়ে।

'অনুপবাবু বাড়ি আছেন?' সৌরীন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করে।

'আছেন, আসুন।' সপ্রতিভভাবে ব'লে সুমিতা দরজা ছেড়ে এক পাশে স'রে দাঁড়ালো।

সৌরীন্দ্রনাথ ঘরে ঢুকে হৃদ্যতা মেশানো হাসির সঙ্গে বললো, 'এই যে অনুপবাবু, লেখা নিয়ে খুবই ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।'

অনুপ কাগজ-কলম রেখে উঠলো। সে বসতে বলবার আগেই সৌরীন্দ্রনাথ একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স টেনে নিয়ে হাতের চাপে একবার নেড়েচেড়ে দেখলো; ভেঙ্গে বা ট'লে না পড়া সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে ব'সে পড়লো।

'এটায় বসুন।' অনুপ তার পুরানো আরাম কেদারাটা টেনে নিয়ে বললো।

'না, এই বেশ আছি।'

'হ্যাঁ বেশ বলতে দুটোই সমান; এ শুধু আসনটার নামমাহাত্ম্যের সুযোগ নিয়ে অতিথিকে আন্তরিকতা জানানো।'

অনুপও একটু আশ্চর্য না হয়েছিলো এমন নয়। সৌরীন্দ্রনাথের গরজটা কোথায় এবং কতটা সে জানে, তবু নিজে একেবারে তার বাড়ি এসে হাজির হবে ভাবতে পারেনি। ভাই বোনের একবার চোখাচোখি হলো। সুমিতা বেরিয়ে যাচ্ছিল, সৌরীন্দ্রনাথ পেছন থেকে ডাকলো।

'শুনুন, আপনারই নাম—' একটু থামলো সৌরীন্দ্রনাথ। 'গোপার বন্ধু যখন অনায়াসেই তুমি বলা চলতে পারে—'

'তুমি বলবেন বৈকি। আমারই নাম সুমিতা।'

'বোসো, যাচ্ছ কেন! জান বোধ হয় তোমার দাদা চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন!'

'হ্যাঁ, জানি।'

'তবে কেন ছেড়েছেন তাও জান নিশ্চয়ই।'

'না, তা ঠিক জানিনে।'

চাকরি ছাড়ার কারণ সুমিতা জানে না। অনুপ চাকরি ছেড়ে এসে বলেছিলো, 'চাকরি ছেড়ে দিলাম সুমিতা।' অবাক হয়ে সুমিতা প্রশ্ন করেছে, 'কেন?' অনুপ সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছে, 'ধাতে সইলো না।' সুমিতা আরো কিছু শোনবার আশায় উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করেছে কিন্তু এ বিষয়ে অনুপ আর কোনো কথাই বলেনি। সুমিতাও জিজ্ঞেস করেনি। সে জানে, বলা প্রয়োজন মনে করলে দাদা নিজে থেকেই বলতেন। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে, সে অতি আপনার জন হলেও, বেশি কৌতূহল প্রকাশটা এ পরিবারের শিক্ষার বাইরে।

সুমিতার উত্তর শুনে সৌরীন্দ্রনাথ বিস্মিত হলো। সে মনে করেছিলো অনুপ চাকরি ছেড়ে এসে কারণটা বোনের কাছে সদম্ভে বলেছে নিশ্চয়ই।

'অ—কেন ছাড়লেন সে-কথাটা তা হলে চেপে গেছেন দেখছি।' সৌরীন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বললো। 'বেশ, কারণটা আমার কাছ থেকেই শোনো—তাঁর বোন যে-বাড়ি থেকে অপমানিত হয়ে এসেছে, তাদের অধীনে চাকরি তিনি করবেন না। এতদিন জানতেন না, সেদিন আমাদের বাড়ি গিয়ে গোপাকে দেখে তিনি আবিষ্কার করলেন আমরাই সেই অপরাধী—' সৌরীন্দ্রনাথ কথা থামিয়ে তাকালো অনুপের দিকে।

মুহূর্তে সুমিতা যেন অনেক খবর পেয়ে গেল। তার দাদার চাকরি হয়েছে গোপাদেরই কোনো এক ব্যবসায়ে, এমন অদ্ভুত যোগাযোগের কথা কোনো সূত্রে সুমিতার মনে একবারের জন্যেও আসেনি। সেই অপমানকর ঘটনা শোনার পর কিছুক্ষণের মধ্যেই অনুপ সে-প্রসঙ্গ বাইরে থেকে এমনভাবে মুছে দিয়েছে, যেন কোনো কিছু ঘটেনি। সাধারণ কৌতূহল থেকে পরের দিন সুভাষিণী দু'একবার চেষ্টা করেছেন নেমন্তন্নবাড়ির কথা উত্থাপন করতে, সুমিতার উৎসাহের অভাবে তা এগোয়নি। অতএব সেদিন থেকে গোপার নামের উল্লেখও এ বাড়িতে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ না হলেও বোঝবার উপায় ছিল না অনুপের চাকরির সঙ্গে তাদের যোগ রয়েছে। গোপাদের অর্থাগমের একটি পথের খবরও সুমিতা রাখে না, কারণ ওদিক দিয়ে কোনো আলোচনাই তাদের মধ্যে কখনো ওঠেনি।

সুমিতা চোখ তুলে তাকালো অনুপের চোখে। তার দৃষ্টিতে যেন সস্নেহ ভৎসনার একটু ভাব দেখা গেল। মুখে সে কিছুই বললো না। মনে মনে একদিকে যেমনই সে বেশ গর্ব বোধ করলো, অন্যদিকে তেমনই পারিবারিক স্বার্থের দিকে তাকিয়ে চাকরি ছাড়াটা সমর্থন করতে পারলো না।

অনুপের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে সুমিতাকে লক্ষ্য ক'রে সৌরীন্দ্র-নাথ আবার শুরু করলো, '---ব্যাপারটা এত সহজে ইনি শেষ ক'রে এলেন, মনে হলো—এ করা এমন কি আর কঠিন কথা। আমি তখন থেকে অবাক হয়ে শুধু ভাবছি, এ দুর্দিনে এমন একটা চাকরি অবহেলা যে করতে পারে তার—'

অসমাপ্ত রেখেই সৌরীন্দ্রনাথ থামলো। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ

প্রসঙ্গ বদলে বললো, 'যাক—শোনো সুমিতা, তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। আমাদের বাড়ির সেই অন্যায়টা তোমাকে ভুলতে হবে। নিশ্চয় ক'রে জানো যেটা ভুল তা—' পরের শব্দটা বলতে গিয়েও তার বাধলো। ভাবলো, প্রয়োজনের তাগিদে নিজেকে সে একটু বেশি খাটো করেছে। তবু দ্বিধা ঝেড়ে ব'লে ফেললো, 'তা ক্ষমা করতে পারবে না কেন?'

উত্তর দিল অনুপ। 'কেবলমাত্র ভুল যদি হতো ক্ষমা করাও কঠিন হতো না। কিন্তু এক্ষেত্রে ভুলের চেয়েও এ জাতীয় ভুল সম্ভব হলো কেন সেটাই হচ্ছে বড়ো কথা। যে-কারণে হয়েছে তার মীমাংসা একজনকে শাস্তি দিয়ে বা ক্ষমা ক'রে হবে না সৌরিনবাবু।'

'এই—আপনি আবার ভয়ানক বড়ো কথায় চ'লে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে ও সব থাক—' হঠাৎ দেয়ালের ছবিগুলোয় মনোনিবেশ ক'রে, 'এ সব কাণ্ডকারখানা আপনাদের মতো ট্যালেনটেড লোকেদেরই মানায়—' আবার কথার মোড় ফিরিয়ে দিল। যাক, চাকরি করবেন না, বেশ ভালো কথা, তা ব'লে পরিচয়টাই উঠে যাবে বা বন্ধুত্ব হতে পারবে না তার কোনো কথা নেই। আসুন একটা নতুন ব্যবস্থা করা যাক, খাঁটি ব্যবসায়ের লেন-দেন—আপনি আমার যে-লেখাটা হাতে নিয়েছেন শেষ করুন, পারিশ্রমিক যা চাইবেন দেব।'

অনুপ একটু চুপ ক'রে থেকে হেসে বললো, 'আমার লেখার জন্যে যখন আপনার এত আগ্রহ, ওটা আমি লিখে দেব, কিছু আপনাকে দিতে হবে না।'

'না, তা হয় না।' সৌরীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ করলো। 'তা হলে আমিই বা নেব কেন—এটাই আপনার জীবিকা—এটা কি লিখেছেন?'

বিছানার ওপরকার পুরু পাণ্ডুলিপিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'উপন্যাস।'

'শেষ হয়েছে?'

'হয়নি—সামান্য বাকি।'

'বাস, এটা শেষ ক'রে আমার হাতে দিন ছেপে বার করার ব্যবস্থা আমি ক'রে দিচ্ছি। ফার্স্ট ক্লাস গেট-আপ নিয়ে বেরুতে যা খরচা লাগে আমি দেব—অবিশ্যি বই আপনারই থাকবে। নগদ টাকার চেয়েও এটা ভালো হলো—কেমন?'

সুমিতার চোখ উৎসাহে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। লোকটির অমায়িক ব্যবহারে আর ঔদার্যে তার মনে রীতিমতো শ্রদ্ধা জাগে। অনুপ মৌন হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। প্রস্তাবটা শুধু গ্রহণযোগ্য নয়, বিশেষ লোভনীয় তার কাছে। এ রচনাটার ওপর সে অনেকখানি আশা রাখে। এর আঙ্গিকে ও উপাদানে মৌলিকত্ব দাবি করার মতো অনেক কিছু আছে ব'লেই সে মনে করে। প্রকাশকদের কাছে ওসব ভালো-মন্দের মূল্য নেই, তাদের কাছে কদর খ্যাতির। রচনার উৎকর্ষ বুঝে লেখককে বড়ো ক'রে তুলবে এমন উন্নত ধরনের প্রকাশক এদেশে কোথায়! উপন্যাস যখন তাদের কেউ-না কেউ নির্বিচারে এটা গ্রহণ হয়তো করবে, কিন্তু কবে কতটুকু যত্ন নিয়ে তা বাজারে বার করবে তার কোনোই নিশ্চয়তা নেই। অতএব এ সুযোগ ছেড়ে দিতে অনুপের দ্বিধা হলো। আর ছাড়বেই বা কেন, সে তো কারুর দয়ার দান গ্রহণ করতে যাচ্ছে না।

অনুপের মনের নিমরাজি ভাবটা সৌরীন্দ্রনাথ টের পেল। প্রেম

একরোখা লোককে বাগে আনবার পথটা চটপট চিনে নেবার মতো চোখ তার আছে দেখে মনে মনে গর্ব বোধ করলো।

'বেশ, তবে এই কথা রইলো।' পাকা কথা পেয়ে যাওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে সৌরীন্দ্রনাথ বললো। 'কাল পাণ্ডুলিপি নিয়ে চ'লে আসুন আমার লাইব্রেরিতে, এসে লেখাটা শুরু ক'রে দিন—'

'আপনার প্রথম প্রস্তাবে রাজি আমি হতে পারি কিন্তু ওখানে গিয়ে লেখা সম্পর্কে আমার আপত্তি আছে।' অনুপ বললো।

'কোনো আপত্তি আমি শুনবো না। বইপত্রের সুবিধে ছাড়াও এর আর একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে, দু'পক্ষে যে তিক্ততাটা জমেছে তা মুছে ফেলতে হবে—আশা করি আপনিও সেটা বজায় রাখতে চান না?'

এ প্রশ্নে বাধ্য হয়েই চুপ ক'রে যেতে হয় অনুপের।

আগ্রহের আতিশয্যে সুমিতা ব'লে উঠলো, 'বেশতো ওখানে গিয়েই না হয় লিখবে, ইনি এত ক'রে বলছেন—'

পাছে উপন্যাসখানা বেরোনোর পথে এটাই বাধা হয়ে দাঁড়ায় সুমিতার ভয় সেখানে। দাদাকে দিয়ে কিছুই বিচিত্র নেই, এক কথায় এমন চাকরিটা যে ছেড়ে দিতে পারে সে সব পারে।

সৌরীন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালো। সুমিতার কাছে এগিয়ে গিয়ে সস্নেহে তার পিঠে হাত রেখে বললো, 'এই দেখুন, সুমিতার পর্যন্ত সব রাগ চ'লে গেছে—গোপাকে বলবো একদিন এসে তোমাকে নিয়ে যেতে।' অনুপের দিকে চেয়ে হেসে বললো, 'গোপার কিন্তু ভয়ানক রাগ আপনার ওপর, কি যে সেদিন ব'লে দিয়েছেন—আচ্ছা আজ চলি, কল্য সকালে আসবেন নিশ্চয়ই ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট নিয়ে—চলি সুমিতা।'

বিদায় নিয়ে সৌরীন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল।

'লোকটি কিন্তু চমৎকার!' সুমিতা বললো।

'চমৎকার—হ্যাঁ, চমৎকার তো বটেই।' অনুপের ঠোঁটে সামান্য বিদ্রূপের হাসি। 'লোকটি চমৎকার হোক বা না হোক, এটাই হলো ওদের চমৎকার গুণ—স্বার্থের পেছনে অন্ধ হয়ে ছোটা। বাস্তবজগতে বড় হবার জন্যে মাথার চেয়ে এই গুণটারই প্রয়োজন বেশি।'

'উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কাল যাবে না ওখানে?'

'কথা দিয়েছি, যাব নিশ্চয়ই।'

উপন্যাসের সামান্য যেটুকু বাকি ছিল অনুপ সে-রাত্রে একটানা লিখে তা শেষ ক'রে রাখলো।

পরের দিন সকালে সৌরীন্দ্রনাথের বাড়ির গেট পার হয়ে একটু সময়ের জন্য অনুপ থমকে দাঁড়ালো। নিচের তলার ঘর থেকে গানের একটা সুর ভেসে আসছে—সে-জাতীয় কণ্ঠস্বর যার মাধুর্য থেকে থেকে রোমাঞ্চ আনে। অনুপের শিল্পীমন মুহূর্তে ভালো লাগার আবেগে আচ্ছন্ন হলো। সুর সম্পর্কে তার অনুভূতি আশ্চর্য রকম সচেতন। সামান্য স্পর্শে যেন অনুরণিত হয়ে ওঠে।

ধীরে ধীরে অনুপ এগিয়ে গেল। গাড়িবারান্দায় দারোয়ান আজ তাকে দেখে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। সেদিনই সে টের পেয়েছে বাবু কর্তার পেয়ারের লোক।

অনুপ সোজা গিয়ে ঢুকলো বসবার ঘরে। সেখানে অরগ্যানের সামনে ব'সে যে গান গাইছে তাকে পেছন থেকে দেখেই অনুপ চিনতে পারলো সে গোপা। পুরোনো পরিচয়কে পেছনে ফেলে গোপা একজন গুণী হিসেবে নতুন ক'রে ফুটে উঠলো তার চোখের সামনে। আস্তে নিঃশব্দে একটা কৌচের হাতলের ওপর ব'সে গান শুনতে লাগলো।

গোপা গান শেষ করে গুনগুনিয়ে সুরের রেশটুকু টানতে-টানতে ঘাড় ফেরাতেই দেখতে পেল অনুপকে। তৎক্ষণাৎ তার সুর বন্ধ হলো আর ভ্রূ দুটো গেল কুঁচকে।

'অপূর্ব আপনার কণ্ঠস্বর!' অনুপ বললো। রীতিমতো একজন গুণী আপনি—আপনার—'

অনুপের কথা শেষ না হতেই গোপা উঠে দাঁড়ালো না যেন আসন থেকে ফিনিক্ দিয়ে উঠলো। 'আপনার প্রশংসা শোনবার মতো প্রচুর অবসর আমার নেই।' বলেই দমক্ মেরে ঘর ছেড়ে সে বেরিয়ে গেল।

কথা শুনে আর ভঙ্গি দেখে অনুপ একটু হাসলো।

সৌরীন্দ্রনাথ এসে অনুপকে নিয়ে গেল লাইব্রেরিতে। সেখানে গিয়ে অনুপ বললো, 'আপনার বোন এত ভাল গান গাইতে পারেন জানতাম না—রীতিমত প্রসাদগুণ রয়েছে।'

'হ্যাঁ, খুব ভালো গাইতে পারে। মস্ত ওস্তাদ রেখে গান শেখানো হচ্ছে যে—ক্লাসিক্যাল সংগ্।' সোৎসাহে সৌরীন্দ্রনাথ বললো। তার স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে হাঁকডাক ক'রে গোপাকে ডেকে আনলো। 'অনুপবাবু তোর গানের যে ভারী প্রশংসা করছেন—এসব গুণী লোকের প্রশংসা পাওয়া ভাগ্যের কথা। ভালো দেখে আর একটা গান শোনা দেখি—হ্যাঁ, তার আগে একটু চা-এর ব্যবস্থা ক'রে আয়।'

'গান এখন আমি গাইতে পারবো না।' গোপার মুখে নীরস গাম্ভীর্য। অনুপের সেদিনকার চা প্রত্যাখ্যান স্মরণ ক'রে সে বললো, 'চা আমি পাঠাচ্ছি, কিন্তু চা কি ইনি এখানে খাবেন?'

অনুপ হা হা শব্দে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

'এতে হাসির কি আছে!' কুঞ্চিত ভ্রূর তলা থেকে তীব্র দৃষ্টি হেনে গোপা বললো, স্বরে সুস্পষ্ট রুক্ষতা।

'তবে হাসি পেল কেন?' এমন সরলভাবে প্রশ্ন ক'রে অনুপ গোপার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো যা দেখে সৌরীন্দ্রনাথ হেসে ফেললো। গোপা মুখখানা আরো কঠোর ক'রে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

'চা'র কথা ভুলিস নে—' সৌরীন্দ্রনাথ হেসে বললো।

অনুপের মুখেও দেখা দিল প্রসন্ন হাসি। গোপার গুণ যেন সব তিক্ততা মুছে নিয়েছে তার মন থেকে।

'নাঃ গান আর এখন হবে না। আপনাকে দেখেই মেজাজ ওর বিগড়ে গেছে।' হেসে সৌরীন্দ্রনাথ বললো। আপনি লেখাটা শুরু ক'রে দিন, আমি এখন একটু যাচ্ছি। খানকয় চিঠি লিখতে হবে, সেগুলো সেরে আর একেবারে আপিসে যাবার আগে আর একবার আসবো।'

ও ঘর থেকে বেরিয়ে সৌরীন্দ্রনাথ গোপাকে ডেকে বললো, শুধু চা যেন দেওয়া না হয়। চা দেবার সময় গোপাকে উপস্থিত থাকতেও সে ব'লে গেল। এতখানি পরিচয়ের পর চাকরের মারফৎ চা পাঠানোটা ভালো দেখায় না। নিজেদের কারো উপস্থিত থাকা উচিত।

দাদার আদেশ গোপা অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে গ্রহণ করলো। তীব্র অনিচ্ছা প্রকাশ করলো না কারণ এ লোকটার সামনে গিয়ে পড়ার একটা ঝোঁক তার নিজের মধ্যেই রয়েছে। প্রথম পরিচয় থেকে তার ভিতরে একটা প্রয়াস চলেছে সুযোগ পাওয়া মাত্র লোকটা ক

যুতসই গুটিকয় কড়া কথা শুনিয়ে দেবার। কিন্তু মুখোমুখি হলেই সুযোগটা কেমন ক'রে যেন অপর পক্ষের হাতে চ'লে যায়, ফিরে এসে কেবলই তার মনে হতে থাকে সে হেরে গেছে, ওর দম্ভকে আঘাত তো দূরের কথা স্পর্শ করতেও সে পারেনি। কিছুক্ষণ কেমন একটা লাঞ্ছনাবোধ জেগে থাকে মনের মধ্যে। ব'সে ব'সে অনুপের প্রতিটি কথার লাগসই সব কড়া জবাব আওড়াতে থাকে মনে মনে, যার সামনে পড়লে অনুপের মাথা নুয়ে পড়তো, সে বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না।

গোপা ফিরে গেল লাইব্রেরি-ঘরে। সঙ্গে বেয়ারার হাতে ট্রে-তে চা আর কিছু বিস্কিট।

ট্রে-টা টিপয়ে নাবিয়ে রেখে বেয়ারা চলে গেল।

অনুপ মোটা একটা ইংরেজি বই থেকে কি সব টুকছিলো, মুখ না তুলে সে তার কাজ করে যেতে লাগলো।

গোপা বসে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে চা-দান থেকে চা ঢাললো পেয়ালায়। মুখ থমথমে অন্ধকার।

'চিনি ক' চামচে?' অত্যন্ত নীরসভাবে গোপা জিজ্ঞেস করলো।

'কয় চাম্‌চেতে আমার জিভের আন্দাজ্ মিষ্টি হবে কি ক'রে বলবো, আমি তো নিজে হাতে চা ক'রে খাই না।' অনুপ মুখ তুলে তাকালো।

গোপা চা আর খাবার এগিয়ে দিল। ভাবেভঙ্গিতে আন্তরিকতা-হীন দায়সারা ভাব।

'আতিথেয়তার আপদ চাপিয়ে কি বিপদেই না আপনাকে ফেলা হয়েছে!' অনুপ হেসে বললো।

'অতিথিকে আপদ মনে করাটা আপনার রীতি হতে পারে, সকলের নয়।'

'অতিথির মধ্যেও বাঞ্ছনীয় অবাঞ্ছনীয় ব'লে দুটো কথা রয়েছে—' অনুপ চা-এ চুমুক দিল। 'নাঃ—এত কমে চলবে না—মাথার অনুভূতিটা যত সূক্ষ্মই হোক জিভের অনুভূতি আপনাদের মত সূক্ষ্ম নয়।'

'চিনি দেওয়া হয়নি—আন্দাজ মতো ঢেলে নিন।' জিভের অনুভূতির জবাবে কিছু একটা বলবার জন্য গোপা কথা হাতড়ে বেড়াতে লাগলো কিন্তু কিছুই দাঁড় করাতে পারলো না।

'বাঃ, বিস্কুটগুলো তো চমৎকার—'আদ্ধেকটা হাতে, আদ্ধেকটা চিবুতে-চিবুতে অনুপ বললো। 'আনুন তো আরো কয়েকখানা।'

অতখানি গম্ভীর অবস্থায়ও মনে-মনে গোপার হাসি পেল। সে বিস্কিট আনতে গেল। ফিরে এসে অপেক্ষা করতে থাকে—অনুপ একমনে তার কাজ করছে। ভারি বিরক্ত হয়ে ওঠে গোপা, লোকটা মানুষ ব'লেই গণ্য করে না নাকি কাউকে! এর চা পান শেষ হ'লে সে যেন রক্ষা পায়।

'চা জুড়িয়ে যাবে।' গোপা স্মরণ করিয়ে দিল।

'অ—' মুখ তুলে চাইলো অনুপ। 'বিস্কুট এনেছেন—এত দিয়ে কি হবে!' পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে ভারিক্কি চালে বললো, 'আপনার গান তো খুবই ভালো, আতিথেয়তাও বেশ—কিন্তু মেজাজটি ভালো নয়।'

'আর আপনার মেজাজটি বড়ো ঠাণ্ডা।'

'হয়তো নয়—আমার মেজাজ খারাপ ব'লে আপনারও খারাপ হতে হবে, এ তো যুক্তি হলো না।'

অনুপ আবার বই-এর পাতায় চোখ ডোবালো। গোপা কিছুক্ষণ চুপচাপ ব'সে থেকে স্থির করতে পারলো না, কিছু বলবে না উঠে যাবে। ঠিক এমনি সময় ঘরে এসে ঢুকলো বিভাস। গোপা যেন পালাবার একটা পথ পেল। অস্বাভাবিক উল্লাস নিয়ে সে ব'লে উঠলো, 'আরে বিভাসবাবু যে,—' অনুপকে লক্ষ্য ক'রে বললো 'আমার এক বন্ধু এসেছেন, আমি যাচ্ছি—'

কিছু ভাববার বা বুঝবার সময় না দিয়ে বিমূঢ় বিভাসকে হাতে ধ'রে টেনে নিয়ে গোপা এগিয়ে গেল। বেরোবার আগে অপাঙ্গে একবার দেখে নিল অনুপের মুখ। অনুপ একবার মুখ তুলেই যে বই-এর পাতায় চোখ নাবিয়েছে আর ফিরেও তাকায় না। গোপার মনে হয় তার ব্যবহারটাই ব্যর্থ হয়ে গেছে।

এ বাড়িতে বিভাসের নিত্য আসা-যাওয়া, হঠাৎ এই স্বোচ্ছ্বাস অভ্যর্থনায় সে বড়ই অবাক হলো। বাইরে এসেই জিজ্ঞেস করলো, 'অমন ক'রে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে পালিয়ে এলেন যে—অনাথ-আশ্রমের চাঁদাটাদা চাইতে এসেছে বুঝি—দেখুন তো কেমন বাঁচিয়ে দিলাম।' বিভাসের কথার তর্জমা করলে এই দাঁড়ায়, কারণ অধিকাংশই বলেছে সে ইংরেজিতে।

'অনাথ আশ্রমের চাঁদা বাঁচানোর মতো মহৎ কাজ আপনারা না করলে করবে কে—' ব'লে বিভাসের হাতটা ঝেড়ে ফেলার মতো ক'রে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে গোপা ওপরে উঠে গেল।

বিভাস মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলো তারপর দুর্বোধ্যতাজ্ঞাপক একটা কাঁধঝাঁকুনি দিয়ে চ'লে গেল রমাদির খোঁজে। সেখান থেকেই

সব খবরটা সংগ্রহ করা যাবে। কে এই লোকটা? পোশাক-আশাক দেখে তো চাঁদা তুলিয়ে শ্রেণীর লোক ব'লেই মনে হলো। কি [illegible]টা বলায় মিস ব্যানার্জিরই বা অত রাগ কেন—বিভাসের মনটা খচখচ করতে থাকে।

রমা লোকটির অদ্ভুত ধরনধারন নিয়ে অনেক কথাই শুনেছে স্বামীর মুখে। সেসব খবর সে শুনিয়ে দিল বিভাস আর রিনিকে। বিভাস আর রিনি এসেছিলো এ বাড়ির সকলকে সিনেমায় যাবার নিমন্ত্রণ করতে। উপস্থিত সে-কথা ভুলে গিয়ে বিভাসের প্রথম উৎসাহ হলো লোকটাকে একটিবারের জন্যে রিনির পাল্লায় ছেড়ে দিয়ে খানিকটা মজা দেখার। এই রকম উদ্ভট ধরনের আরো দু'চার জন রিনির চোখের দুই .চাউনিতে প্রেমে পড়ে গিয়ে কত হাসির খোরাক জুটিয়েছে তাদের তারও কিছু গল্প তারা শুনিয়ে দিল রমাকে। রমা কিন্তু খুব যেন উৎসাহ বোধ করলো না তার মুখে পরিচয় পেয়ে বিভাস আর রিনি যেমনই ভেবে থাক, স্বামীর কাছ থেকে শোনার সময় সে নিজে কিন্তু ভাবতে পারে নি লোকটি হালকা বা খেপাটে।

রমার উৎসাহের অপেক্ষা না রেখেই বিভাস আর রিনি চ'লে গেল লাইব্রেরি-ঘরে।

বিভাস ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সশব্দে পাইচারি করতে লাগলে, লোকটির মনোযোগ ভঙ্গের উদ্দেশ্যে। রিনি বার দুই এদিক-ওদিক ক'রে ধপ ক'রে গিয়ে বসে পড়লো অনুপের [illegible] সামনের একটা কোচে। অনুপ এদের উপস্থিতি টের না পেয়েছে এমন নয়, কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি আর অনুভূতিতে একটা আপত্তিকর ভাবের আঁচ পেয়ে তাদের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করলো।

বিশেষ ভ্রূভঙ্গিমার সঙ্গে রিনি বললো, 'আপনি বুঝি সৌরিনদার নতুন পাবলিসিটি অফিসর ?'

অনুপ মুখ তুলে সোজা তাকালো রিনির মুখে। 'হ্যাঁ, বিজ্ঞাপন লেখার ভৃত্য ছিলাম—ছেড়ে দিয়েছি।'

আজও রিনির গায়ে সেই পশ্চিমা কোর্তা প্যাটার্নের ব্লাউজ। এমন একটা মোচড় মেরে এলিয়ে সে বসেছে, কোমরের কাছ দিয়ে এক ফালি অনাবৃত দেহ অনুপের চোখে না প'ড়ে পারে না। বিষয়টা কুৎসিত লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই অনুপের যুক্তিধর্মী মনে এর সপক্ষে বিপক্ষে নানা কথা খেলে গেল। কোনো হিন্দুস্থানী মেয়ের গায় এটা মোটেই বিসদৃশ দেখাতো না; কারণ তাদের মধ্যে এ-ই চ'লে আসছে। রীতির মূলেও উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু সে-উদ্দেশ্য বহু কালের অভ্যাসের তলায় তলিয়ে যায়—উপস্থিত মনকে আর স্পর্শ করে না। বিলিতি মেয়েদের হাঁটু অবধি গাউন দেহের অনেকখানি দৃশ্যমান ক'রে রাখে, কিন্তু শাড়ি অতখানি উঁচিয়ে চললে তা শুধু দেখাবেই না বলবেও বেশ কিছু।

অনুপের মনটা বিরূপ হয়ে ওঠে। ইচ্ছে ক'রেই সোজাসুজি সে চেয়ে থাকে রিনির অনাবৃত সেই অংশের দিকে। চোরাচোখে চাইলে রিনি খুশি হতো, এ চাউনি সে সইতে পারলো না।

'অফুল—' আঁচলটা চট্ করে কোমরের ওপর টেনে দিয়ে রিনি খাড়া হয়ে উঠলো।

বিভাসও ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলো, 'হোয়াট ননসেন্স!' ব'লে সে এগিয়ে এল অনুপের সামনে। 'লেডিজদের সামনে কি ক'রে বসতে হয় সেই সামান্য জ্ঞানটুকু আপনার নেই ?'

'দেখবার জন্যেই যা খুলে ধরা হয়েছে, না দেখাইতো সেখানে উদ্দেশ্যকে অপমান করা!' অনুপ মুখে ফুটিয়ে তোলে সরল বিস্ময়ের ভাব।

'ওসব স্টন্‌টি কথা রাখুন—' হাতের চেটোতে কিল মেরে বিভাস বললো। 'ইউ—ইউ'—রাগে তার মুখে কথা যোগালো না।

ঠিক এমন সময় সৌরীন্দ্রনাথ বলতে-বলতে ঘরে এসে ঢুকলো, 'এই দেখুন, ম্যানুস্‌ক্রিপ্ট-এর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম—এনেছেন তো?'

অনুপ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিটা বাড়িয়ে দিল।

অত্যন্ত কঠোর মুখ নিয়ে বিভাস বললো, 'সৌরিনদা একবার আসুন তো এদিকে—'

বিভাস আর রিনির ভাব দেখেই সৌরীন্দ্রনাথ বুঝলো অপ্রিয় কিছু একটা ঘটেছে!

'তোমরা যাও, আমি আসছি।' ব'লে সৌরীন্দ্রনাথ ওদের দুজনকে বাইরে পাঠিয়ে দিল। অনুপকে সে কিছুই জিজ্ঞেস করলো না। লেখা সম্পর্কে দু'চার কথা ব'লে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল।

বারান্দায় তখন রমা রিনি আর গোপার সামনে বিভাস উত্তেজনায় ইংরেজিতে অনর্গল কি সব বলছে। সৌরীন্দ্রনাথও শুনলো ঘটনাটা।

গোপার কিন্তু রাগ হয়নি। বাইরে গম্ভীর থেকে ভেতরে বরং উপভোগই করছিলো। তার মনে বেশ একটু মজা দেখার ভাব—রিনির হালচাল সে পছন্দ করে না মোটেই।

'ও—এই নিয়ে এত কথা!' সৌরীন্দ্রনাথ ব্যাপারটাকে একেবারেই হালকা ক'রে নিতে চাইলো। 'এক পিকিউলিয়র ধরনের মানুষ ও, ওর কথা ধরতে আছে—তুমিও যেমন—' কবজি ঘুরিয়ে ঘড়িটা দেখে

নিয়ে বিভাসের পিঠ চাপড়ে বললে, 'লিভ ইট্—আমি চল্লাম, অ... 'সর দেরি হয়ে যাচ্ছে—হ্যাঁ গোপা, এই কাগজগুলো যত্ন ক'রে রেখে দিস তো ড্রয়ারে। খুব দরকারি, যেখানে সেখানে ফেলে রাখিস নে।'

গোপার হাতে মোড়ানো পাণ্ডুলিপিটা দিয়ে সৌরীন্দ্রনাথ চ'লে গেল।

বিভাসের উত্তেজনা সৌরীন্দ্রনাথের সমর্থন না পেয়ে একটু মিইয়ে গেল। রমার সঙ্গে রিনি আর বিভাস চললো তার ঘরে, সেখানে এ আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চলবে। সাধারণ কৌতূহল থেকেই গোপা মোড়ানো কাগজগুলো খুলে ফেললো। প্রথম পাতা উল্টেই সে বুঝতে পারলো বিষয়টা কি। অবজ্ঞাসূচক একটু ঠোঁট ওল্টানোর ভাব ক'রে প্রথম পাতাটায় সে চোখ বুলোতে শুরু করলো।

এমনিতেই লেখকদের অপ্রকাশিত রচনার পাণ্ডুলিপি পড়ার দিকে সকলেরই ঝোঁক থাকে; তার ওপর এ লোকটির সব কিছুতেই লঙ্কার-ঝালের মতো একটা নেশায় যেন গোপাকে পেয়ে বসেছে—তার জ্বালাও যেমন, আকর্ষণও তেমনি।

বারান্দায় দাঁড়িয়েই ঢিলেচোখে কয়েক পাতা উল্টে গেল। খানিকটা এগোতেই কিন্তু শৈথিল্য তার রূপান্তরিত হলো আগ্রহে, ক্রমে সে-আগ্রহ হয়ে উঠলো একান্ত ও তীক্ষ্ণ।

গোপা তার নিজের ঘরে গিয়ে একটা আরাম-কেদারায় পা বাড়িয়ে ব'সে পড়লো পাণ্ডুলিপি নিয়ে। প্রতি পৃষ্ঠার টানে একটু একটু ক'রে সে যেন ঢুকে পড়েছে এক অচেনা জগতে। সেখানকার নরনারীদের চেহারাই শুধু তার চেনা; তাদের রীতি-নীতি-চরিত্র, বীভৎস পরিবেশ,

অকথ্য দারিদ্র, কেবল অজানা নয়, অসম্ভব ব'লেই মনে হচ্ছে, থাকে : এদের সে জীবনে প্রতিদিনই দেখছে, কিন্তু লেখক যেভাবে দে৷ ...ছে তার সঙ্গে সে-দেখার কোনো মিল নেই। তার মন ব'লে ওঠে, এ বাড়াবাড়ি—এ বানানো। কিন্তু রচনার ভেতর দিয়ে সত্যতা যেন কাঁচা জীবনের মতোই কানে ধ'রে বিশ্বাস করিয়ে নেয়। এই পরিবেশে একটি ভদ্র মেয়ের কার্যকলাপ আর সাহসের যে ছবি আঁকা হয়েছে তা প'ড়ে শিউরে ওঠে—এও কি সম্ভব!

গোপার মনে জাগে এক অদ্ভুত অস্বস্তি। লেখককে কাছে পেলে প্রশ্নে আর প্রতিবাদে সে বিব্রত ক'রে তুলতো। পরিষ্কার সে বুঝতে পারে না, যে এই বই লিখেছে সমাজকে সে ভালোবাসে না শুধু ভাঙতেই চায়। গোপার মনে অসংখ্য মানুষে আর মেসিনে তালগোল পাকিয়ে অরাজক একটা কাণ্ড চলতে থাকে; তার মধ্যে অনুভব করে এক অব্যক্ত উত্তেজনা আর অস্পষ্ট শ্রেণীবিদ্বেষ। হঠাৎ তার মনে হয় তাদেরই বাড়ির চারদিক যেন ঘিরে দাঁড়িয়েছে এক বিরাট জনতা, তাদের নির্বাক চোখে জলছে এক নির্মম প্রশ্ন—সমাপ্তপ্রায় পাণ্ডুলিপিটা একপাশে ফেলে রেখে গা ঝাড়া দিয়ে গোপা উঠে দাঁড়ালো—কি ছাই বই, পড়তে গিয়ে মন আর মাথা তার একেবারেই যেন গুলিয়ে উঠছে।

বিভিন্ন বই থেকে যা-যা টুকে নেওয়া দরকার নেওয়া হয়ে গেছে, আজ তাই আসল রচনায় অনুপ হাত দিয়েছে। সে লিখে চলেছে এমন সময় ঘরে ঢুকলো গোপা। এ-বই সে-বই টানাটানি ক'রে, এখানে সেখানে সশব্দে চলাচলের পরও একবার দেখে নেওয়া ছাড়া আর কোন অভিব্যক্তিই অনুপের তরফ থেকে প্রকাশ পেল না। বাধ্য হয়েই গোপাকে অন্য পথ দেখতে হলো। যে ক'রেই হোক আলোচনা তুলতে হবে উপন্যাস নিয়ে. অনেক প্রশ্ন তার মনের সামনে ভিড় ক'রে আছে।

'সুমিতা কলেজে আসে না কেন?' কিছু একটা ব'লে কথার সূত্রপাত করার উদ্দেশ্য নিয়েই গোপা জিজ্ঞাসা করলো।

'মাইনে দিতে পারিনি ব'লে।' অনুপ মুখ তুলে উত্তর দিল।

হঠাৎ দেওয়া ধাক্কার মতোই কথাটা গোপার কানে গিয়ে লাগে। এমন কথা সত্য হলেও লোকে প্রকাশ করে না এই ছিল তার ধারণা। অপ্রত্যাশিত উত্তরে সে একটু অপ্রস্তুত বোধ করলো। লোকটির কথাবার্তা ধরন-ধারন সবই যেন সৃষ্টিছাড়া: নিজের না হয় সঙ্কোচের বালাই নেই কিন্তু অপরের তো আছে।

কথা শুরু করার জন্যে বলতে গিয়ে বলার পথে ছেদ পড়তে চাইলো সুমিতার প্রসঙ্গ এখানেই কেটে দিয়ে ঝপ্‌ ক'রে গোপা ব'লে বসলো, 'আপনার উপন্যাস পড়লাম—জয়ার চরিত্রটা নেহাৎই মনগড়া, ওরকম মেয়ে আমাদের দেশে হয় না।'

'গল্পের সবটাই মনগড়া—পড়েছেন শেষ অবধি?'

'পড়েছি—আমি কি বলতে চাইছি আপনি বুঝেছেন।'

'অমন মেয়ে হয় না মানলুম, হলে কেমন হয় বা হওয়া উচিত কিনা?' অনুপ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো গোপার মুখের দিকে।

গোপা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ধীরে ধীরে বললো, 'প'ড়ে থেকে সেই কথাই ভাবছি—' একটু থেমে বললো আচ্ছা চালচলন, পোশাক আশাক ভাব-ভাষা সব কিছু নিয়েই দিশি-দিশি ব'লে একটু বাড়াবাড়ি করেছেন না কি?'

'ঝেড়ে ফেলার আগ্রহটা তীব্র হলে ঝাঁকুনিতে বাড়াবাড়ি আসবেই। একটা আরসোলা ঝাড়তে গিয়ে যে ঝাঁকুনি আমরা দিই তা প্রায় বাঘ ঝেড়ে ফেলার আন্দাজ নয় কি!'

'অমন করে বিতৃষ্ণায় ঝেড়ে ফেলতেই হবে তার কি কথা আছে—বিদেশ থেকে ভালো যা আসছে বা আসবে তাকে রুখবো কেন?'

'রুখতে না চান রুখবেন না' তর্কের অঙ্কুরটুকু যেন খুঁটে ফেলে দিল অনুপ। 'পুরো বইখানা যে পড়েছেন তাতেই খুশি হলুম, আপনিই হলেন আমার উপন্যাসের প্রথম পাঠক।'

'সে আমার সৌভাগ্য।'

'সৌভাগ্য নয় এমনও বলা যায় না। বইটির মূল্য যদি দেশের লোক বোঝে তো একদিন হয়তো সেই রকমই মনে করবেন।' বেশ গম্ভীরভাবেই অনুপ বললো।

'বড়ো দাম্ভিক আপনি।'

'চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দাম্ভিক—কেউ প্রকাশ্যে, কেউ বা মনে—যাক্, আপনার গান কবে শোনাচ্ছেন বলুন?'

'রোজই ত আসছেন, হবে একদিন।'

'বাঃ, আপনি যে রীতিমতো প্রসন্ন হ'য়ে উঠেছেন আমার ওপর।' কথায় মজলিশি সুর মিশিয়ে অনুপ বলে উঠলো। 'ভেবেছিলাম এই আসছে একটা শক্ত জবাব—আমিও তৈরি ছিলাম চট্ ক'রে তার চেয়েও কড়া কিছু ব'লে দেবার জন্যে।' ব'লে অনুপ হাসলো।

'লোককে কড়া কথা ব'লে আপনি খুব আনন্দ পান, না?' গোপা শান্ত স্বরে বললো।

'লোককে নয়, বড়লোককে। লোকের মাথায় টাকার শিং গজালেই হয় সে বড়লোক। অষ্টপ্রহর মাথা উঁচিয়ে থাকে এক জোড়া ধমক—ও দুটোকে কড়া কথার উখো দ'য়ে যথাসম্ভব ভোঁতা ক'রে দেওয়াই উচিত।

'কথাগুলো বলছেন কিন্তু একজন বড়লোকেরই বাড়ি ব'সে।' গোপা বেশ সহজ ভাবে বললো। তার বলার ভঙ্গিতে কোন জ্বালা নেই।

'থাক ওসব কথা—গোটা বইটা কেমন লাগলো তাই বলুন?' চেয়ারের পিঠে পিঠ ছেড়ে দিয়ে অনুপ তাকালো গোপার দিকে।

গোপার মুখের ভাবে পরিবর্তন দেখা দিল। একটু যেন অন্যমনস্ক; বইএর বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে মনটাকে বোধ হয় আর একবার ঘুরিয়ে আনলো, তারপর ভারী গলায় বললো, 'আপনার বইয়ে দারিদ্রের যে সব ছবি এঁকেছেন পড়তে গিয়ে গা শিউরে ওঠে—সত্যি কি ওরা এমন বীভৎস অবস্থায় জীবন কাটায়?'

'আশ্চর্য, এত বড় সত্যকে আপনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হয়।' অনুপের মুখে সত্যি-সত্যিই বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো।

একটু চুপ ক'রে থেকে কেমন একটা আত্মস্থভাব নিয়ে সে বলতে লাগলো, 'লোকে গাড়ি চ'ড়ে চ'লে যায়, নর্দমা থেকে কুড়িয়ে খেতে দেখলেও তার মনে প্রশ্ন জাগে না, এ কেন হবে? পথ চলতে গিয়ে কেউ যদি মাথাঘুরে পড়ে যায় আশপাশ থেকে লোক ছোটে তাকে ধ'রে তোলবার জন্যে; কারণ পথ চলতে গিয়ে ওভাবে পড়ে যাবার কথা নয়—কিন্তু না খেয়ে মরতে দেখলেও কেউ অবাক হয় না—' চরম বিস্ময়ে অনুপ সোজা হয়ে বসে। 'এ কথা কারুর মনে হয় না এও তো হবার কথা নয়। বিরাট বাড়ির গায়ে ঝুলে থাকে বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপন, ওরই দরজায় শীতের রাতে কুঁকড়ে প'ড়ে থাকে গৃহহীন—এমনি অসংখ্য অমানুষিকতাকে আমরা এমন সহজ মনে মেনে নিয়েছি যে—'

হঠাৎ মগ্ন শ্রোতার মুখের দিকে চোখ পড়তেই অনুপ থামলো কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব হালকা ক'রে হেসে বোললো, 'উঃ রীতিমত একটা বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম। আপাতত থামতে হলো, হাতে কাজ রয়েছে।'

'কি বলছিলেন বলুন না—' সশ্রদ্ধ আগ্রহ নিয়ে গোপা অনুরোধ জানালো।

'না, ও যা বলেছি নিতান্ত সাময়িক উত্তেজনায়—' গোপার এ আগ্রহে একটু আঘাত দিবার ইচ্ছা নিয়েই বললো—'এত বড়ো বাড়িতে ব'সে এ সব গল্প শোনাও একরকম বিলাস—ভূতের গল্পের মতো ভালোও লাগে, আজগুবিও মনে হয়।'

কথাটা শোনামাত্র একটা বেদনার ছায়া ফুটে উঠলো গোপার মুখে। আর একটি কথাও না ব'লে ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে সে এগিয়ে গেল।

পেছন থেকে অনুপ বললো, 'একবাটি চা পাঠালে বাধিত হব।'

চা আর সেই বিস্কিট কয়েকখানা বেয়ারার হাতে গোপা পাঠিয়ে দিল, কিন্তু নিজে গেল না। গেলেই কথা কাটাকাটি আর কথার খোঁচায় জর্জরিত হওয়া। লোকটির সামনে পড়লেই তার গুছানো কথাও গুলিয়ে যায়। বইটার যে সব চরিত্র এবং ঘটনা নিয়ে যেভাবে আলোচনা করবে ভেবেছিল তার কিছুই হলো না। প্যাচ মেরে এক কথাকে আর এক কথায় ফেলে গোলোযোগ বাধালোই।

পরের দিন গোপা লাইব্রেরির কাছেই ঘেঁষলো না। গতকাল থেকে মনটা তার অহেতুক খারাপ হয়ে আছে। কারণ খুঁজতে গেলেই সুমিতার মাইনে দিতে না পারার খবরটা মনের এখান-সেখান দিয়ে মাথা তুলছে। তবু সেটাকেই একমাত্র কারণ ব'লে মেনে নিতে পারেনি। সুমিতার কথা এমন বার বার মনে পড়ছিলো যে গোপা স্থির করলো যে আজই সে যাবে একবার সুমিতাদের বাড়ি।

সুমিতাদের বাড়ি যাবার জন্যে গোপা বিশেষভাবে তৈরি হলো। সাজ-পোশাকে সামান্যও জাঁক নিয়ে ও-বাড়ি যেতে তার সঙ্কোচ বোধ হয়। আটপৌরেভাবে কানে থাকে জড়োয়ার লম্বা লম্বা যে দুল জোড়া তাও খুলে রাখলো। মিলের সাদা একখানা সাধারণ শাড়ি প'রে সে রওনা হলো। সুমিতার মাইনে দিতে না পারার দৈন্যটা অনুপ স্থূলভাবে চোখের সামনে ধ'রে দিয়েছে ব'লেই এ প্রয়াস, না, অন্য কোনো কারণও আছে এর পেছনে গোপা নিজেও তা স্পষ্ট ক'রে তলিয়ে দেখার চেষ্টা করলো না।

সুমিতাদের বাড়ি পৌঁছে সে গাড়ি ছেড়ে দিলে, ব'লে দিল ঘণ্টা দুই পরে ঘুরে আসতে।

হঠাৎ গোপাকে দেখে সুমিতা বিস্মিত হলো খুশিও হলো খুবই।

প্রথমেই তার নজর গেল গোপার সাদাসিধে পোশাকে। 'এ কি, এ ভাবেই বেরিয়ে পড়েছিস ?'

'সব সময়েই সেজে থাকতে হবে নাকি !' গোপা সংক্ষেপে উত্তর দিল।

সুমিতা স্নান করতে যাচ্ছিলো, গোপাকে সাদরে বসিয়ে বললো, 'তুই একটু বোস ভাই, আমি চট্ ক'রে চানটা সেরে আসছি।'

বেরিয়ে যাওয়ার ত্রস্ততায় ফুটে ওঠে তার ফিরে আসার ব্যগ্রতা।

গোপা কিছু বই আর কাগজপত্র টেনে নিল। তারপর তক্তাপোশটায় আড় হয়ে কনুইয়ে ভর ক'রে ব'সে পড়তে লাগলো অনুপের অর্ধসমাপ্ত একটা রচনা।

একটু পরেই অনুপ বাড়ি ফিরে তার ঘরে এসে ঢুকলো। বাইরের দরজা দিয়ে ঢুকতে গোপার মুখ ভালো দেখা যায় না। অতশত লক্ষ্য না ক'রে অনুপ বলতে শুরু করলো, 'কি পড়ছিস অত মন দিয়ে—' পাঞ্জাবিটা ছাড়তে গিয়ে মাথার উপরে টেনে তুললো। 'তোর বন্ধু গোপা আবার চ'টে গেছে আমার উপর আজ আর ঢোকেই নি লাইব্রেরিতে—' পাঞ্জাবি ছেড়ে পেছন ফিরে এগিয়ে গেল দেয়ালে পোঁতা পেরেকটার দিকে। 'কালই প্রথম লক্ষ্য ক'রে দেখলাম, বেশ ভালো লাগলো—বুদ্ধিমতী মেয়ে। মনে হলো, আধুনিকতার হালকা দিকটা ওর পোশাক অবধি গিয়েই আটকে গেছে—' জামাটা ঝুলিয়ে রেখে ফিরে দাঁড়ালো। 'ভিতরে মানুষটিকে ছুঁতে পারেনি, কিন্তু—'

অনুপের কথা হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়ে থেমে পড়লো। শুধু অবাকই হলো না, তার চিন্তাধারাটা মুহূর্তের জন্যে থম্‌কে দাঁড়ালো। চট্ ক'রে সে ভাবটা কাটিয়ে উঠে অনুপ হেসে বললো,

'আ— আপনি—দেখলেন তো আমি মানুষটা কেমন ভালো, পরোক্ষে কারুর নিন্দে করিনে।'

গোপা উঠে দাঁড়ালো। অনুপের চোখে চোখ রেখে বললো, 'নিন্দে করতে আপনার আড়াল দরকার হয় না সে-পরিচয় আমি পেয়েছি—যাক এতদিন পরে যে দয়া করে আমাকে লক্ষ্য করেছেন সে জন্য ধন্যবাদ।'

'তা ব'লে কথাগুলো যেন বিশ্বাস ক'রে বসবেন না। ও নেহাৎই আপনার বন্ধু—অর্থাৎ সুমিতাকে খুশি করতে বলা।'

বলতে বলতে অনুপের মুখের ভাবে পরিবর্তন দেখা গেল। পলক-হীন চোখে গোপার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বললো, 'যা-ই বলুন, আপনাকে আজ—সুন্দর বললে পুরো বলা হয় না, অপরূপ দেখাচ্ছে। কেন অত ছাইপাশ মেখে এ রূপকে ঢেকে রাখেন—শাড়ি জড়োয়ার ঝলকানিতে আসত মানুষটাই যায় তলিয়ে।'

অনুপের এই মুগ্ধ দৃষ্টির সামনে গোপাও চোখ তুলে স্থির হয়ে রইলো। রূপের প্রতি অভিনব এক অভিনন্দনের স্বাদ সে আজ পেল—এতে রুষ্ট বা সঙ্কুচিত হবার যেন কিছু নেই।

এমন সময় স্নান সেরে ঘরে এল সুমিতা। যদিও কিছুই নয় তবু মুহূর্তের এই তন্ময়তাটুকু সুমিতার চোখে পড়ায় গোপা একটু বিব্রত বোধ করলো। কিছু একটা বলবার জন্যেই ব'লে বসলো, 'সুমিতা চা খাব।'

'না বাপু, তুমি বাড়ি গিয়ে চা খেয়ো।' ভিজে চুলগুলি দু'হাত দিয়ে পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিতে-দিতে সুমিতা বললো। 'আমাদের চা তোর চলবে না, খামোকা কষ্ট পাবি।'

'কেন আমাদের চা-টা খারাপ হলো কিসে ?' অনুপ বলে উঠলো। 'অ—বুঝেছি, ভগ্নী আমার ভাবনায় পড়েছে পেয়ালা নিয়ে, একটারও হাতল নেই কিনা। এমনি ক'রে হালকাভাবে টানবেন আর উঠে আসবে, সেটি হবে না।' তর্জনীতে বুড়ো আঙুল টিপে হালকা ভাবের ভঙ্গিটা সে দেখিয়ে দিল ; তারপর হাত দিয়ে অর্ধচন্দ্রের ছাপ দেখিয়ে বললো, 'এমন বেয়াড়া যে এভাবে টুঁটি চেপে টেনে না তুললে উঠতেই চাইবে না।' সুমিতাকে লক্ষ্য ক'রে বললো, 'তা একটা পিরিচে বসিয়ে নিলেই চলবে—তুই নিয়ে আয় চা।'

সুমিতা চা আনতে গেল।

গোপা একটু দ্বিধার সঙ্গে বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন তো একটা অনুরোধ করি—'

'যথা ?'

'ভেবেছি কাল যাব আমাদের ফ্যাক্টরির বস্তিগুলো দেখে আসতে, আপনি চলুন না আমার সঙ্গে। আপনার বইয়ে ওদের দারিদ্র্যের যে সব ছবি এঁকেছেন, নিজের চোখে একবার দেখে আসতে চাই। বইটা পড়বার পর থেকে এ ইচ্ছেটা যেন পেয়ে বসেছে আমাকে। অবিশ্যি ইচ্ছে তো আরো অনেক কিছুই মিলিয়ে দেখার, কিন্তু সে তো আর বাইরে থেকে এক পাক ঘুরে এলেই দেখা যায় না।'

অনুপ একটু ভেবে নিয়ে বললো, 'আপনাকে দেখে ওরা যে সব ভয়েই দূরে স'রে থাকবে।'

'ওখানকার কেউ চেনে না আমাকে।'

'বেশ যাব—কিন্তু পোশাকটি এ ধরনেরই থাকা চাই—আরো একটু সাদাসিধে হয়তো আরো ভালো।'

'কেন বলুন তো?'

'জাঁকালো পোশাক প'রে ওদের মধ্যে যাওয়া মানে অঙ্গে বিরুদ্ধ পক্ষের বিজ্ঞাপন এঁটে যাওয়া—ওসব পোশাক দেখলে ওরা সমীহ যত না করে তার চেয়ে বেশি করে অবিশ্বাস।'

সুমিতা চা নিয়ে এল। অনুপ হেসে উঠলো। বললো, 'বস্তি দেখতে যাবার প্রথম পরীক্ষা।'

'ব'সে ব'সে দেখুন কেমন অনায়াসে পাশ ক'রে যাচ্ছি।' গোপাও হেসে জবাব দিল।

হালকা কথার ভেতর দিয়ে তিন জনের মধ্যে গল্প জমে উঠলো। মাঝে সুভাষিণী এসে গোপার সঙ্গে দু'চার কথা ব'লে খোঁজখবর নিয়ে গেলেন।

বাইরে গাড়ির হর্ন শোনা গেল। কথাবার্তার আড়াল দিয়ে এতটা সময় এত তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেছে গোপা ভাবতে পারেনি। বস্তি দেখতে বা'র হবার কথাটা আর একবার অনুপকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সে উঠে পড়লো। রবিবার, অতএব দুপুরের দিকে যাওয়াই স্থির হলো। অনুপকে বাড়ি থাকতে ব'লে গোপা বিদায় নিল।

অজানা অচেনা নতুন এক স্বাদ নিয়ে গোপার সেদিন ঘুম ভাঙলো। আনন্দের একটা রেশ যেন ফিকে হয়ে ছড়িয়ে আছে মনের আনাচে কানাচে, তার সঙ্গে মিশেছে আর এক নতুন আগ্রহের মৃদু উত্তেজনা —আজ দুপুরে সে বেরুবে এক অচেনা জগৎ দেখতে আর চিনতে।

এতক্ষণে অনুপবাবু এসে লিখতে বসে গেছেন নিশ্চয়ই। একবার তার ইচ্ছে হলো লাইব্রেরির-ঘরটা ঘুরে আসতে, কিন্তু কেমন যেন যাই যাচ্ছি ক'রে কোন কারণ ছাড়াই যাওয়া তার হলো না। সকালের আদ্ধেকটা দিন কাটিয়ে দিল দুপুরের দিকে চোখ রেখে। একটার সময় সে গাড়ি নিয়ে বের হলো, রমাকে ব'লে গেল সুমিতাদের বাড়ি যাচ্ছে, ফিরতে রাত হতে পারে।

গোপার গতিবিধির ওপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা রমা রাখে না। তা ছাড়া বিষয়টা অস্বাভাবিক লাগলেও আপত্তিকর মনে হয়নি রমার কাছে। গোপার চালচলনে প্রতিবাদ জানানোর মতো অন্যায় আজ পর্যন্ত ঘটেনি ব'লেই তার দাদা বৌদি সে সম্বন্ধে তেমন সচেতনও নয়।

সুমিতাদের বাড়ি পৌঁছে গোপা গাড়ি ছেড়ে দিল। সোফারকে ব'লে দিল, তাকে নিতে আসার প্রয়োজন নেই, সে নিজেই যাবে।

অনুপ প্রস্তুত ছিল, গোপা আসতেই তাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। দুপুরের রোদে ট্রাম আর রিক্সায় চ'লেই গোপা অনেকটা

ক্লান্ত বোধ করলো। এলোপাথাড়ি গরম হাওয়ায় চুলগুলো তার উস্কখুস্ক হয়ে উড়ছে, কিছু বা এসে পড়েছে কপালে আর গালে।

অনুপ গোপার অবস্থা লক্ষ্য ক'রে বললো, 'কেন এই বাজে সখ বলুনত, এখনই তো মুখের দিকে চাইলে করুণা হয়।'

'থাক করুণার দরকার নেই—ভুলে যাবেন না এই প্রথম। অভ্যাস হয়ে গেলে আমিও অনায়াসেই সইতে পারবো।'

'অভ্যাস করার বাসনা রাখেন নাকি?' অনুপ পরিহাসের সুরে জিজ্ঞেস করলো।

'কেন সেটা কি এতই অসম্ভব?'

'অসম্ভব না হলেও অপ্রত্যাশিত।'

বস্তিতে ঢোকবার মুখেই একটা কল। চাবিটা বন্ধ করা হয়নি, অনর্গল জল পড়ছে। চারপাশ জলে কাদায় অসম্ভব রকম নোংরা। পেছন দিকটায় গড়ানো জল অনবরত জমে একটা ডোবার মতো হয়ে আছে, তাতে কি সব প'চে রীতিমতো দুর্গন্ধ বেরিয়েছে। সেখানে পৌছে গোপা নাকে রুমাল চাপা দিল। অনুপ গিয়ে কলটা বন্ধ ক'রে ফিরে এসে বললো, 'দুর্গন্ধ আমরা সইতে পারিনে সেটা ঠিক, কিন্তু এদের চিনতে এসে এদের নাকের সামনে কুঁচকে তা ঘোষণা না করাই বোধ হয় ভালো।'

'তা ঠিক—এটুকু বোঝা আমার উচিত ছিল। খোঁচা না দিয়ে ভুলগুলো সোজাসুজি শুধরে দেওয়া বোধ হয় আরো ভালো।' গোপাও একটু ঠেস দিয়েই জবাব দিল।

বস্তির ভেতরে ঢোকার পর অনুপকে দেখে দুপাশ থেকে সেখানকার লোকেরা তাকে নমস্কার জানাতে লাগলো।

আশ্চর্য হয়ে গোপা নিচু গলায় বললো, 'এ কি, এরা যে সবাই আপনাকে চেনে।'

'চিনবে না, আমি যে এদেরই একজন।'

খবর পেয়ে স্পিনিং ডিপার্টমেণ্ট-এর তারাপদ ছুটে এল। ছিপছিপে লম্বা ছোকরা, মুখচোখে বেশ একটু বুদ্ধির ছাপ আছে। সামান্য লিখতে পড়তে জানে, সাহস আছে, দল পাকানোর ক্ষমতাও রাখে, তাই বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও শ্রমিকদের মধ্যে প্রতিপত্তি আছে তার। অনুপকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করে। বয়স্কদের মধ্যে মাতব্বর বলতে অম্বিকারই মান বেশি। দেখতে দেখতে আরো তিনচার জনের সঙ্গে সেও এসে হাজির হলো। কথা শুরু করলো তারাপদ। গড়গড় ক'রে তাদের উপস্থিত অভাব-অভিযোগের বিষয়ে অনেক কথাই সে ব'লে গেল ; মাঝে মাঝে অম্বিকাও যোগ দিল তার সঙ্গে। এদের কথা শুনেই অনুপ বুঝলো কতকগুলো অসন্তুষ্টি জমে জমে এমন অবস্থায় এসেছে, একটা যে-কোন রকমের অভিব্যক্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছে। প্রধান নালিশ তাদের ফ্যাক্টরির নতুন ম্যানেজারের বিপক্ষে। লোকটা নাকি ভয়ানক বদরাগি, ব্যবহারটাও সকলের সঙ্গেই অত্যন্ত কর্কশ। অম্বিকার মতো মানী লোককে সেদিন বাপ-মা তুলে গলাগালি দিয়েছে, এ জন্যে মাপ না চাইলে তারা ছাড়বে না। এ ছাড়া মাগ্‌গিভাতা যা দেওয়া হচ্ছে তা মোটেও যথেষ্ট নয়, তাও বাড়াতে হবে।

অনুপ আলোচনা এখানেই বন্ধ ক'রে দিয়ে অম্বিকাকে ব'লে দিল কাল সন্ধ্যায় মাতব্বরদের নিয়ে একটা ঘরোয়া বৈঠক বসাতে, তাতে সে নিজেও উপস্থিত থাকবে। সেখানেই আলাপ-আলোচনার পর কর্তব্য স্থির করা যাবে। উপস্থিত এ সমস্যা নিয়ে আটকে পড়তে

অনুপ চাইলো না। প্রথমত গোপা হয়তো মোটেই স্বস্তি বোধ করবে না, দ্বিতীয় তার ঘুরে দেখার উদ্দেশ্যটাই আজ তবে মাটি হবে।

আগামী সন্ধ্যায় বৈঠক বসবে স্থির হবার পর সকলেই চ'লে গেল, রইল কেবল তারাপদ। অনুপের সঙ্গে সে'ও ঘুরে বেড়াতে লাগলো। একটু সঙ্গে থেকেই সে বুঝে নিয়েছে সুন্দরী এই মেয়েটি এসেছেন বস্তি দেখতে। সে মনে করলো ইনি হয়তো শ্রমিক সঙ্ঘের কোন নতুন কর্মী, চারিদিক দেখেশুনে বুঝে নিতে এসেছেন। তারাপদ সঙ্গে ঘুরে বিস্তৃত বিবরণ ব'লে যেতে লাগলো, কোথায় কোন ডিপার্টমেণ্টের কতজন লোক থাকে, কি তাদের সুবিধা-অসুবিধা, কোন মন্দ স্ত্রীলোক কি গণ্ডগোল বাধিয়েছে, কোথায় কি অসুখ হচ্ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। তারাপদর বাচনভঙ্গিতে উৎসাহ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলো দেখে অনুপ মনে মনে হাসলো। এর কারণ যে গোপার রূপ সে বিষয়ে তার সন্দেহ থাকে না। যদিও এই দুই যৌবনের মাঝে শিক্ষার সমাজের এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যের দুরতিক্রম্য দুস্তরতা তবু সুদূরে থেকেও সে সাড়া দিচ্ছে—কারণ এ সাড়া দেওয়াই তার ধর্ম।

তারাপদকে ছেড়ে দিয়ে অনুপ আর গোপা যখন বস্তির বাইরে এল তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে।

একটা মাঠ পার হয়ে গিয়ে পাকা রাস্তায় উঠতে হয়। চলতে চলতে গোপা বললো, 'আমি দেখেছিলাম শুনছিলাম আর আপনার বইএর সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। এখন কিন্তু মনে হয় আপনি যা-যা লিখেছেন মেলাতে গেলে সবই বুঝিবা মিলে যাবে। সত্যি, ভেবে অবাক লাগে, আপনি ওদের এত কথা জানলেন কি ক'রে?'

"আপনার আজকের এই সখ যদি কখনো আগ্রহ হয়ে দেখা দেয়

তো আপনিও জানতে পারবেন—এমন কি উপন্যাসের জয়া’র চরিত্রকেও তখন আর অলীক ব’লে মনে হবে না।’

কিছুদূর চুপচাপ চ’লে গোপা ব’লে বসলো ‘আমি কিন্তু আপনাদের কালকের সভায় থাকবো।’

‘সে তো রাত্রে হবে।’ অনুপ আশ্চর্য হয়ে বললো।

‘তা হোক।’

‘বেশ আসা সম্ভব যদি হয় আসবেন।’ একটু থেমে বললো ‘কিন্তু আমি বলি, কি দরকার!’

গোপার তরফ থেকে এ কথার কোনো উত্তর এল না।

সোজা বাড়ি না ফিরে গোপা অনুপের সঙ্গে গেল ওদেরই ওখানে উদ্দেশ্য হাত-মুখ ধুয়ে কেশবেশটা একটু বিন্যস্ত ক’রে নেওয়া। সর্বাঙ্গে পারিপাট্যহীন এই ক্লান্তির ছাপ নিয়ে বাড়ি ঢুকলে পঞ্চাশ রকম প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হবে, সেটা এড়ানো দরকার।

পরের দিন গোপা ঢুকলো লাইব্রেরিতে, সঙ্গে চাকরের হাতে চা আর কিছু খাবার। তার পরিচ্ছদে গতকালের সাদাসিধে ভাবটা আজও তেমনি রয়েছে, শুধু তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠেছে সযত্ন বিন্যাস। খোলা চুলগুলো পিঠের ওপর ছড়ানো, পায়ে পাতলা একজোড়া স্লিপার, চালচলনে হালকা একটি মনোরম ভাব।

চাকর ট্রে নাবিয়ে রেখে চ’লে গেল।

‘কলম রেখে দয়া ক’রে চা-টা খেয়ে নিন।’ গোপা বললো।

‘অতটা দয়া করা সম্ভব নয়—চা খাচ্ছি কিন্তু কলম রাখা চলবে না।’ অনুপ হেসে মুখ তুললো। ‘লেখাটা আজকেই শেষ করা চাই। কাল থেকে কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বো ঠিক কি?’

গোপা চা ঢালছে, অনুপ আবার লেখায় মন দিল। চা তৈরি শেষ ক'রে গোপা অনুপের চলতি কলমের পেছনটা আস্তে দু' আঙুলে চেপে ধরলো।

'এ কি ছেলেমানসি!' অনুপ অবাক হয়ে মুখ তুললো।

'ছেলেমানসি আমার না আপনার?' গোপার মুখ গম্ভীর। অনুপের কথায় বা দৃষ্টিতে তার সপ্রতিভ ভাব একটুও ব্যাহত হয়েছে ব'লে মনে হয় না। 'টাকার জন্যে পরের হয়ে বিজ্ঞাপন লিখতে হয় লিখুন—নিজস্ব এতগুলো চিন্তা বিকিয়ে যাবে অন্যের নামে!'

অনুপের কলম সত্যি থেমে গেল। কথার আঘাতে অনুপকে স্তব্ধ ক'রে দেবার একটা চেষ্টা প্রথম দিন থেকেই গোপার মধ্যে ছিল, কিন্তু প্রতিবারই চেষ্টা তার ব্যর্থ হয়েছে। অবশ্য এখন আর সে ইচ্ছে তার নেই; একেবারে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে সে বলেছে, তবু মনে হলো তার কথার কাছে অনুপ আজ পরাজয় মেনে নিয়ে চুপ ক'রে গেল।

নিঃশব্দে অনুপ চা পান শেষ করলো। ধীরে-ধীরে কলমের মুখে খাপটা পরিয়ে সেটাকে পকেটে গুঁজে সে উঠে দাঁড়ালো। 'এখন আর কাজ এগোবে না গোপা দেবী—আজ আমি যাই।'

অনুপ চলে যাচ্ছে দেখে গোপা নিচু গলায় বললো, 'আজকের সভায় আমি থাকবো যে—'

অনুপ দাঁড়ালো 'ঠিক ছ'টায় আসবেন আমার ওখানে, তারপর এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে।'

অনুপ চ'লে যাবার পর গোপা চুপচাপ সেখানেই ব'সে রইলো কিছুক্ষণের জন্যে। হঠাৎ মনটা তার কেমন যেন খারাপ হয়ে গেল। ঘুমভেঙ্গে যে হালকা ভাব নিয়ে সে দিন শুরু করেছিলো সেটুকু

কি ভাবে আর কেন যে মন থেকে উবে গেল তা নিজেও ঠিক ঠাহর করতে পারলো না।

এদিকে বিভাস এসে এক খবর ছেড়ে বাড়ির আবহাওয়াকে ভারী ক'রে তুলেছে। তার সামনে গম্ভীর মুখে ব'সে আছে রমা আর সৌরীন্দ্রনাথ। বিভাস বলছে সে নিজের চোখে কাল দেখেছে সৌরিনদা'র সেই পাবলিসিটি অফিসরের পাশে ট্রামে গোপা ব'সে আছে। খবরটা মর্মান্তিক কিছু নয়, কিন্তু বিভাসের কথায় এমন একটা স্বর ছিল যা গোপার গতকালের দীর্ঘ সময়ের অনুপস্থিতির সঙ্গে মিশে রমা ও সৌরীন্দ্রনাথকে একটু যেন ভাবিতই ক'রে তুললো।

রমা স্বামীকে উপদেশ দিল গোপাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ঐ লোকটির সঙ্গে কোথায় সে কাল গিয়েছিলো। সৌরীন্দ্রনাথ কথাটা আমলে আনলো না। বিষয়টা আর একটু বুঝে না দেখে হঠাৎ ওরকম প্রশ্ন করা সে সমীচীন মনে করলো না।

গোপা সারাটা দিন চুপচাপ কাটিয়ে দিল তার নিজের ঘরে দাদা বৌদির ভাবটা তার কাছে স্বাভাবিক মনে হয়নি কিন্তু তার কারণ খুঁজে দেখবার মতো উৎসাহ বোধ করলো না। তার মধ্যে ছিল ভয় মেশানো এক গোপন উত্তেজনা, রাত্রে বস্তিতে গিয়ে মাতব্বরদের বৈঠকে যোগ দেবার। পাঁচটার পর কাউকে কিছু না জানিয়েই সে বেরিয়ে পড়লো। গতকাল আদ্ধেক দিন কাটিয়েছে বাইরে, আজ এমনিতেই দাদার মেজাজ ভালো মনে হচ্ছে না, নিষেধ ক'রে বসলেই মান্য অমান্যের প্রশ্ন দাঁড়াবে। সে-সমস্যা এড়ানোর জন্যেই সকলের অলক্ষ্যে সে বেরিয়ে গেল—ফিরে এসে অবস্থা বুঝে কিছু একটা বলা যাবে।

সভায় যোগ দিয়ে গোপা যে খুব স্বস্তি বোধ করলো তা নয়। জানালা-বিহীন বস্তির একটা ঘর—অসহ্য গরম। সেখানে খানকয় ময়লা মাদুর বিছিয়ে বৈঠক বসেছে। অনুপের পাশে গোপা, তাদের সামনে জলচৌকিতে রাখা হয়েছে একটা হারিকেন লণ্ঠন, ট্যারচা শিখাটা তার এক কোণ দিয়ে ধুঁয়ো ছেড়ে চিমনির এক পাশ কালো ক'রে ফেলেছে। বাতিটা এত কাছে থাকায় গোপা গরমটা আরো যেন বেশি বোধ করছিলো। অনুপ তারই সামনে ঝুঁকে পড়ে কথা বলছে আর দাবিদাওয়া লিখে নিচ্ছে। লোকগুলোর ভাষার আর পরিচ্ছদের মালিন্য, ঘরের অপরিচ্ছন্নতা, সব কিছুই গোপার চোখে কানে এক রকম সয়ে গেল, কিন্তু কিছুক্ষণ অবধি অসম্ভব মনে হলো তার কাছে নাকের অনুভূতিকে আয়ত্তে আনা। ঘরে ঢুকে থেকেই একটা চাম্‌সে গন্ধ নাকে আসছে। রুমাল শুদ্ধ হাতটা কেবলই ওপরে উঠতে চাচ্ছিলো, অতি কষ্টে সে তা দমন ক'রে রেখেছে। ভাগ্যিস মানুষের ঘ্রাণশক্তি অতি অল্পেই ক্লান্তিতে আংশিক অসাড় হয়ে আসে—ক্রমে গন্ধের তীব্রতাটা গোপার নাকে মন্দ ও সহনীয় হয়ে এলো।

গোপার উপস্থিতিতে অনুপও স্বস্তি বোধ করছিলো না। প্রথমত কারখানার লোকদের কথাবার্তায় এমন কতকগুলো আপত্তিকর শব্দ অপাংক্তেয় বিশেষণ অনিবার্যভাবে বারংবার আসতে থাকে যা গোপার মতো একটি অনভ্যস্ত মেয়ের উপস্থিতিতে সহজভাবে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া আলোচনা প্রসঙ্গে গোপার বাবা এবং ভ্রাতা সম্পর্কেও মাঝে মাঝে অসঙ্গত ভাষায় তীব্র মন্তব্য করা হচ্ছিলো, যা চুপচাপ ব'সে শোনা গোপার পক্ষে নিশ্চয়ই শাস্তি বিশেষ। অবশ্য অনুপ তার

কথার মারপ্যাচে অবাঞ্ছিত অংশগুলোকে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত ক'রে দেবারই চেষ্টা করছিলো।

নানা কথা কাটাকাটির ভেতর দিয়ে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হলো, এবং স্থির হলো আগামী রবিবার এক সাধারণ সভায় এগুলো আলোচনা ক'রে সর্বসম্মতিক্রমে কর্তৃপক্ষের কাছে পেশ করা হবে। অম্বিকা আর তারাপদর ওপর সাধারণ সভা ডাকার সব ব্যবস্থার ভার ছেড়ে দিয়ে অনুপ প্রাথমিক বৈঠকের কাজ শেষ করলো।

জ্যোৎস্না রাত, লণ্ঠন নিয়ে পাকা রাস্তা পর্যন্ত এগিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই। বস্তির প্রান্ত অবধি সকলেই সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে এল; তারপর একে একে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাল গোপা আর অনুপকে।

মাঠে নেমে অনেকটা হাঁপছাড়া ভাব নিয়েই গোপা বললো, 'বাঃ, কি সুন্দর জ্যোৎস্না উঠেছে।'

'হ্যাঁ অন্ধকার রাত হলে পথ চলা দুষ্করই হতো।'

'জ্যোৎস্না দেখে আপনার মতো একজন সাহিত্যিকের প্রথমেই মনে পড়লো কি না পথ চলার সুবিধের কথা!'

'উপায় কি! প্রতিপদে যেখানে এত বাধা, আকাশের দিকে চেয়ে মুগ্ধ হবার সেখানে অবসর কই!'

চট্‌পট্‌ কোনো উত্তর যোগালো না ব'লেই হয়তো গোপা চুপ ক'রে গেল।

অনুপ কথার মোড় ফেরালো। 'প্রকাশ্য সভায় কিন্তু আপনার উপস্থিত থাকা চলবে না। কে কোথা দিয়ে চিনে ফেলবে—

কথা শেষ করার আগেই একটা নিচু জায়গায় পা পড়ায় গোপা প্রায় উল্‌টে পড়েছিলো, হাত বাড়িয়ে অনুপ তাকে ধ'রে ফেললো।

'পড়ে হাত-পা ভাঙবেন দেখছি।'

টালটা একটু সামলে নিয়ে গোপা বললো, 'ধরবার লোক পাশে থাকলে পড়তে ভয়টা কিসের—'

হঠাৎ অনুপ যেন সচেতন হলো গোপার দেহের সান্নিধ্য সম্পর্কে—শুধু তাই নয়, তখনও সে তাকে ধ'রে রয়েছে। আস্তে হাতটা টেনে নিয়ে সে একটু সরে দাঁড়ালো। একটু চুপ ক'রে থেকে বললো, 'কিন্তু আজকের এই শুভক্ষণটি ছাড়া এ হাত যে আপনার জগতে পৌঁছতে পথ পাবে না গোপা দেবী।'

'ও হাত কি এতই দুর্বল? উত্তরটা গোপার মুখ দিয়ে আপন ঝোঁকেই গড়িয়ে এল।

কথার পিঠে কথা বলার ভেতর দিয়ে কি যেন ঘটে গেল। দু'জনেই স্তব্ধ হয়ে পথ চলতে লাগলো। এই স্তব্ধতার আড়ালে অনুপের ভাবপ্রবণ প্রকৃতির উপর দিয়ে একটা ঝড় ব'য়ে চললো—গোপা কি ভাবছিলো সে-ই জানে।

মানুষ হিসেবে গোপাকে সঙ্গিনী কামনা করার অধিকার অনুপের সব প্রশ্নের ঊর্ধ্বে, কিন্তু সামাজিক জাতি আর শ্রেণীভেদ-এর বাধা এ কল্পনাকে তার মনের বাইরে ঠেলে রেখেছিলো। হঠাৎ গোপাই যেন এগিয়ে এসে দাঁড়ালো তার সেই সীমিত আশার আয়তনে।

সম্ভব আর অসম্ভবের টানাপড়েনে যে চিন্তার জাল তার গ'ড়ে উঠছিলো, এক ঝটকায় তা ছিঁড়েখুড়ে মনটা সাফ ক'রে ফেললো। না, কল্পনার প্রশ্রয় সে দেবে না।

মাঠ পেরিয়ে পাকা রাস্তায় উঠে কিছুদূর এগিয়ে যেতেই গুটিকয় দুর্ভিক্ষপীড়িত ছেলে-মেয়ে এসে তাদের ঘিরে ধরলো। গোপার কাছে

হাত বাড়িয়ে বলতে লাগলো, 'একটা ডবল পয়সা দিন দিদিমনি—দু'দিন কিছু খাইনি।' গোপা ব্যাগ খুলে পয়সা বা'র করতে যাবে, অনুপ হাত দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল।

গোপা অবাক হয়ে তাকাল অনুপের মুখের দিকে।

'কি-হবে আর দুটো পয়সা দিয়ে—' অনুপ বললো। 'এমন হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের প্রাণ কেড়ে নিয়ে আপনাদের গুদোমজাত ক'রে রাখা হয়েছে, খুচরো পয়সা ছড়িয়ে আর এদের বাঁচাতে পারবেন না।'

'তার মানে?' গোপা বুঝতে পারে না অনুপের কথা।

ব'লে ফেলে অনুপের মনে হলো, একে একথা শোনাবার কোনো সার্থকতা নেই। বললে, 'না, ও কিছু নয়—আপনি দিন দিয়ে এদের বিদেয় করুন।'

গোপা দাঁড়িয়ে রইলো। 'আপনাকে ভেঙে বলতেই হবে কি আপনি বলছিলেন, না হয় এখান থেকে আমি নড়বো না!'

অনুপ বাধ্য হলো বলতে। 'না—বলছিলাম যে আপনার দাদার হাতে দেড় লাখ মন চাল জমা—অমন কত হাতে আরো কত জমা হয়ে আছে, পয়সা ছড়িয়ে আর কি হবে!'

'অ—' গোপা চলতে শুরু করলো। হাতের পয়সাগুলো ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে বললো, 'দাদার চাল দাদার—আমার নয়।

আবার চুপচাপ তারা পথ চলতে লাগলো। ট্রামে ব'সেও কোনো কথা তাদের মধ্যে হলো না। সারা পথ গোপার মাথার মধ্যে চলতে লাগলো কৈশোরসুলভ উদ্ভট কল্পনা! মনে মনে চালগুলোকে উদ্ধার ক'রে দু'হাতে সে বিলিয়ে দিচ্ছিলো, আর সে-সঙ্গে চোখের সামনে

ভেসে উঠছিলো তার প্রতি অনুপের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি। বাড়ির সরকারকে ঘুষ দেওয়া থেকে শুরু ক'রে দাদার সই জাল করা পর্যন্ত অনেক রকম পন্থাই তার মাথার মধ্য দিয়ে খেলে গেল, কিন্তু শেষ অবধি একটিকে'ও কার্যকরী বলে গ্রহণ করতে পারলো না।

গোপা যখন বাড়ি ঢুকলো ন'টা তখন বেজে গেছে।

সৌরীন্দ্রনাথ তারই অপেক্ষায় গম্ভীর পদক্ষেপে গাড়িবারান্দার কাছে পায়চারি করছিলো। গোপা সামনে আসতেই বললো, এত রাত হলো যে? তুই আজকাল কোথায় যাস—কোথায় থাকিস্—' তার নজর পড়লো গোপার পরিচ্ছদের দিকে। আপাদমস্তক একবার চোখ বুলিয়ে নিল। 'এ পোশাকে কোথায় তুই গিয়েছিলি—কোনো ভদ্রসমাজে নয় নিশ্চয়ই—

'না!' ক্ষুদ্র জবাবে কথার ছেদ টেনে পাশ কাটিয়ে গোপা চ'লে গেল ভেতরে।

নানা কারণে মিলে সৌরীন্দ্রনাথকে বেশ একটু চিন্তিত ও চঞ্চল ক'রে তুলেছে। এদিকে গোপার চালচলন মোটেই তার কাছে ভালো মনে হচ্ছে না; তার ওপর কাপড়ের মিল থেকে খবর এসেছে, সেখানে একটা গণ্ডগোল বাধবার আশঙ্কা আছে। এমন দুটো বিষয় যাতে সামান্য কিছু ঘটলে বাবা এসে তার ব্যবস্থার ত্রুটি হিসেবে সমস্ত দায়টা তারই ঘাড়ে চাপিয়ে দেবেন। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে জবাবদিহি করার কথা স্মরণ হলে ভাবনায় তার বুক শুকিয়ে যায়—ব্রজেন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বকে সত্যি সে ভয় ক'রে চলে।

গোপা সম্পর্কে উপস্থিত যা করার সৌরীন্দ্রনাথ তা করেছে। গোপাকে বাড়ি থেকে বেরুতেই নিষেধ ক'রে দিয়েছে! রমাকে বলেছে বিশেষভাবে নজর রাখতে বোনের ওপর। দু'দিন যাবৎ গোপার ঘরে ব'সে দিন কাটানোকে তার আদেশের ফল মনে ক'রে এদিক দিয়ে সে একটু নিশ্চিন্তই বোধ করছিলো। অনুপ আর আসছে না। না আসাই ভালো। লেখাটা তো প্রায় হয়েই এসেছে, শেষের দিকটা নিজেই একরকম জুড়ে নিতে পারবে। তা-ও দেখা যাবে যখনকারটা তখন; উপস্থিত বক্তৃতা নিয়ে ভাববার অবসর কই!

মিলের ব্যাপারটাই তাকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। শ্রমিকদের ভাতার বিষয়ে সে-ই হাত চেপেছে, এখন তা নিয়ে গোলোযোগ বাধলে সেটা তারই কৃতিত্বে এসে আঘাত করবে। দাবি উঠতে-না-উঠতে

চট্ ক'রে বাড়িয়ে দেবারও উপায় নেই, তাতে শ্রমিকদের বাড় বেড়ে যায় ডিরেক্টরদের কাছেও তার মুখ থাকে না।

সৌরীন্দ্রনাথ ফোন করে মিলের ম্যানেজার অসিতবাবুকে ডেকে আনলো তার আপিসে।

সেই কড়া মেজাজের অসিতবাবু সৌরীন্দ্রনাথের সামনে এসে ভিন্ন মানুষ ব'নে যায়। মুখে অমায়িক হাসি, চোখে চকচক করে একটা দুষ্ট বুদ্ধির ছায়া। সৌরীন্দ্রনাথকে সে ভরসা দেয়, 'কিছু ভাববেন না স্যার, আমি সব ম্যানেজ ক'রে নেব, কোনো গণ্ডগোল হবে না—আমি তো বুঝি এ দিনে একঘণ্টা মিল বন্ধ থাকা কি হিউজ লস্।' অসিতবাবুর মুখে নিশ্চিন্ততার হাসি।

'আপনার বিরুদ্ধেও তো ওদের নলিশ আছে।' সৌরীন্দ্রনাথ বললো 'অম্বিকা, ওদের সর্দার, তাকে পর্যন্ত আপনি নাকি কি সব গালাগাল করেছেন? কোথায় এ বাজারে মিনিয়েলসদের কেয়ার-ফুলি হ্যাণ্ডেল্ করবেন—' সৌরীন্দ্রনাথ একটু থামলো। 'গণ্ডগোলটা চালাচ্ছে কে? অম্বিকা আর সেই ছোকরা, কি তার নাম, তারাপদ না কি—ওরাই? শুনেছি তারাপদ ছোকরা নাকি দল পাকাতে ওস্তাদ।'

'না, পেছনে ট্রেড-ইউনিয়নের লোক রয়েছে—আমি সব খবরই নিয়েছি। যে চালাচ্ছে সে আপনার এখানেও কিছুদিন চাকরি ক'রে গেছে শুনলাম।'

'কে সে—কি নাম?'

'অনুপ বসু।'

'অনুপ বসু—' সৌরীন্দ্রনাথ বিস্মিতকণ্ঠে নামটা একবার উচ্চারণ

করলো। এসব ব্যাপারের মধ্যে এ লোকটিকে সে প্রত্যাশা করেনি। সৌরীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল অনুপ তার আদর্শকে মুখে আর কলমের মুখেই প্রচার করে বেড়ায়, কর্মক্ষেত্রেও সে একজন করিৎকর্মা এতটা ভাবতে পারেনি।

সৌরীন্দ্রনাথকে চুপ ক'রে থাকতে দেখে অসিতবাবু আবার ভরসা দিল, 'বললাম তো, আপনি ভাববেন না স্যার। ঐ তারাপদ ছোকরাকে দিয়েই দেখবেন সব কাজ হাসিল করবো। জাস্ট এ বিট—'তর্জনীটাকে টুক্ ক'রে একটু তুলে সে বললো, 'চাকরিতে একটু ওপরে ঠেলে দেওয়া আর ফিউ চিপ্‌স্ ইনক্রিমেণ্ট—ব্যস্, নিজের লোক, ভাড়াটে গুণ্ডা, যা নিয়ে হোক ও-ই মিটিং ভেস্তে দেবে। তা ছাড়া উইভিং ডিপার্টমেণ্ট-এ আমার হাতের লোক রয়েছে বিস্তর। এবার এমন কাণ্ড করবো যাতে বাইরের কোনো অরগেনিজেশন-এর লোক আমার চৌহদ্দিতে আর পা বাড়াতে সাহস না পায়—দেখুন না আপনি! কি করি না করি বিস্তারিত আপনাকে জানাবো শনিবার।'

অসিতবাবু চলে যাবার পর এল প্রকাশক। হাতে তকৃতকে ঝক্‌ঝকে বাঁধানো কতগুলি বই—অনুপের সেই উপন্যাস। ছাপা বাঁধাই দেখে সৌরীন্দ্রনাথ সন্তুষ্ট হলো। টাকা ঢাললে কি না হয়—সাত আট দিনের ভেতরে এত বড়ো একখানা বই এমন সুন্দর ভাবে বার ক'রে দিল। প্রকাশকের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে তাকে আদেশ করলো সৌরীন্দ্রনাথ, চটপট বড়ো-বড়ো দৈনিক কাগজগুলোতে প্রশংসামূলক কয়েকটা সুদীর্ঘ সমালোচনা বা'র ক'রে দিতে। সে নিজেও কাগজের মালিকদের ফোনে অনুরোধ জানাবে বইটার পাবলিসিটি যাতে ভালোভাবে হয়, সে-কথাও বললো।

তখনই কয়েকখানা বইয়ে বিশেষ কয়েকটি বন্ধুর নাম লিখে সে বেয়ারার হাতে পাঠিয়ে দিল। কয়েক কপি নিয়ে এল সে তার লাইব্রেরির জন্যে।

গোপা এ ক'দিন যাবৎ বইয়ের পাতা উল্‌টেই দিন কাটাচ্ছে। সকালের দিকে লাইব্রেরিতে ঢুকে বাংলা বইয়ের সেল্‌ফে চোখ পড়তেই সে থমকে দাঁড়ালো। পরপর সাজানো রয়েছে কয়েকখানা নতুন বই, পুট-এ ছোটো অক্ষরে লেখা 'পূর্বাচল'—অনুপের সেই উপন্যাসের নাম। তাড়াতাড়ি একখানা সে টেনে বা'র করলো।

বইয়ের মলাট আর ওল্‌টানো হলো না। মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ জ'মে যেন পাথর হয়ে গেছে। নিজের চোখকে সে বুঝি বিশ্বাস করতে পারছিলো না—মলাটের তলার দিকে লেখা· 'সৌরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়'।

কি যেন, অন্য বইও হতে পারে, ক্ষিপ্র আঙুলে পাতা উল্‌টে রচনার এখানে-সেখানে সে চোখ বুলিয়ে গেল। না, হুবহু সেই রচনা তার চোখ ছাপিয়ে জল দেখা দিল।

একটি লোককে ঘিরে এতখানি দুর্বলতা তার মনে সঞ্চিত হয়ে উঠেছে এ যেন গোপা নিজেও ভাবতে পারেনি। তবে বেদনায় নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবার তীব্রতা। কিছুক্ষণ সে স্থির করতে পারলো না, এখন কি করা যায়। ভেবে পেল না এখনো প্রতিকারের কোনো পথ খোলা আছে কিনা।

কিছুই স্থির করতে না পেরে একখানা বই নিয়ে গোপা বেরিয়ে পড়লো অনুপের সঙ্গে দেখা করতে। তার উত্তেজনাকে সে আর দাবিয়ে রাখতে পারছিলো না।

অনুপের বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াইতেই অনুপের ঘর থেকে চড়া গলার গুটিকয় কথা তার কানে এল। বলছে,—'—দু'মাসের ভাড়া ছ'মাস যাবৎ টানছি। বললেন চাকরি হায়ছে, এমাসে তার খানিকটা অন্তত দেবেন, আর কিনা চলতি ভাড়াটাই দিচ্ছেন না! কেমনতরো ভদ্রলোক মশাই আপনি, মিথ্যে ভাঁওতা দিয়ে ঘোরাচ্ছেন—ঝুটমুঠ জ্বালাবেন না, ভাড়া সাফ ক'রে বাড়ি ছেড়ে দিন—'

এ সময়ে গিয়ে উপস্থিত হওয়া মোটেই সঙ্গত হবে না বুঝে গোপা সোফারকে ইঙ্গিত করলো গাড়ি কিছুটা দূরে এগিয়ে নিয়ে রাখতে। একটু অপেক্ষা ক'রে সোফারকে সে পাঠালো বাড়িওয়ালাকে গিয়ে চুপিচুপি একবার ডেকে আনতে।

আজ উপন্যাসের কথা নিয়ে অনুপের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছাই তার মন থেকে উবে গেল। এই দুঃসময়ে আর একটা মর্মান্তিক দুঃসংবাদ সে বয়ে নিতে পারে না। এত তাড়াহুড়োর দরকারই বা কি, যা হবার তো হয়েই গেছে, এখন দু'দিন পরে জানলেও এর বেশি আর কি ক্ষতি হতে পারে।

সোফারের সঙ্গে এসে হাজির হলো শ্রীকণ্ঠবাবু। এত বড়ো গাড়ি দেখে মুখে একটা অনাবশ্যক হাসি টেনে জিজ্ঞাসা করলো, 'আপনি ডেকেছেন আমাকে?'

'হ্যাঁ, ডেকেছি—' নীরস কঠিন কণ্ঠে গোপা বললো। 'আপনি দু'শো টাকার একটা রসিদ লিখে রাখুন, আমি এখনি গিয়ে সোফারের হাতে টাকাটা পাঠিয়ে দিচ্ছি, বুঝে নিয়ে রসিদটা দিয়ে দিবেন। এর পর বাড়িভাড়া নিয়ে ওঁকে আর বিরক্ত করবেন না—'

গোপার কঠিন ভাব দেখে শ্রীকণ্ঠবাবু কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে ব'লে

মনে হয় না। মুখের সেই বিস্তৃত হাসি নিয়েই বলে, 'আমার টাকা পেয়ে গেলে আর বিরক্ত কেন করবো—আমি তো আর—'

বাধা দিয়ে গোপা ব'লে উঠলো, 'তাগিদটা আর একটু ভদ্রভাবেও দেওয়া চলে—উনি তো আর পালিয়ে যাচ্ছিলেন না। হ্যাঁ শুনুন—আমার কাছ থেকে টাকা পেলেন অনুপবাবুকে জানাবেন না—কাউকে না—কথা দিন—'

'না না, আমার জানাবার দরকারটা কি বলুন! আমার টাকা পাওয়া নিয়ে কথা—তা ছাড়া আপনি যখন বলছেন—'

'হ্যাঁ, বলছি—শুধু বলছি না, অনুরোধ করছি।' গোপার বলার ভঙ্গিতে কিন্তু অনুরোধের আভাসটুকুও নেই।

'হ্যাঁ—হ্যাঁ—' শ্রীকণ্ঠবাবু টেনে-টেনে হাসলো। 'কি যে বলেন, এর জন্যে আবার অনুরোধ—'

টাকা পেয়ে যাবার পর শ্রীকণ্ঠবাবু পড়লো এক নতুন বিড়ম্বনায়। কথাটা চেপে রাখা অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়ালো তার পক্ষে, রীতিমতো একটা শারীরিক উদ্বেগ বোধ করতে লাগলো সে। কথা দিয়েছে তো কি হয়েছে—এমন একটা খবর কেউ না ব'লে থাকতে পারে। শ্রীকণ্ঠবাবু ডাকলো স্ত্রীকে। অকারণে কণ্ঠ অতি নিচু পর্দায় নামিয়ে ফিসফাস শব্দে স্বকৃত টীকা সহকারে ঘটনাটা বলে ফেললো তার কাছে। কিন্তু তাতেও স্বস্তি হলো না। তার এত বড় একটা গবেষণা এমন একটা আবিষ্কার কেবল মাত্র ঘরের লোকের কাছে বললে কি মন ভরে—সারা দুপুর হাঁসফাঁস ক'রে আজ একটু বেলা থাকতেই সে নেমে এল বন্ধুদের কাছে গিয়ে একটু হালকা হবে

ব'লে। কিন্তু অনুপের দরজাটা কোন মতেই পার হওয়া সম্ভব হলো না, হাঁক দিয়ে বসলো, 'অনুপবাবু বাড়ি আছেন।'

অনুপ দরজা খুলে দাঁড়ালো। 'দিনে কবার তাগিদ দিতে চান?'

প্রসন্ন মেজাজে শ্রীকণ্ঠবাবু গুটিগুটি ঘরে গিয়ে ঢুকলো। বেশ একটা সহৃদয় ভাব নিয়ে বললো, 'দেখুন অনুপবাবু, তখন কতকগুলো কর্কশ কথা ব'লে গেছি, কিছু মনে করবেন না।'

'কর্কশ তো আপনি ব'লে থাকেন। মধুর কথা শুনেছিলাম সেই প্রথম যেদিন বাড়ি ভাড়া নিই, আর শুনছি আজ। প্রথম দিনের কারণটা বুঝি আজকেরটা ঠাহর করতে পারছি না।'

অনুপ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো শ্রীকণ্ঠবাবুর মুখের দিকে।

'আরে মশাই আমরাও মানুষ তো—'

'হঠাৎ সেই রকমই মনে হচ্ছে—এমন চট্ করে বনলেন কি ক'রে সেটাই প্রশ্ন?'

'আপনার কথাবার্তাগুলো মোটেই ভালো নয়, ভারি রোকা-চোকা।' শ্রীকণ্ঠবাবু রেগে না উঠে সহজভাবেই বললো। এদিক-ওদিক ঘুরে ঘরটা একবার ভালো ক'রে দেখে নিল। 'বলেন তো ঘরগুলো আর একবার কলি ফিরিয়ে দিই, বড্ড নোংরা হয়ে আছে। ধবধবে ঘরে চুপচাপ ব'সে লেখাপড়া করবেন। আপনাদের মতো লোক কি আর ভাড়া নিয়ে পালাবে—দেবেন যখন সুবিধে হবে।'

'আপনার গালাগাল শুনে আমি অভ্যস্ত, তাতে অসম্মান বোধ হয় কিন্তু এতটা অস্বস্তি বোধ করি না। ক্রমে ভীত হয়ে উঠছি—ব্যাপারটা কি খুলে বলুন তো?'

অনুপ তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলো শ্রীকণ্ঠবাবুর দিকে।

'আমি আবার কথা দিয়েছি, কাউকে বলবো না ব'লে।' শ্রীকণ্ঠ বাবু একটু দ্বিধার ভাব দেখালো। 'তা আপনাকে বলছি—কিন্তু আপনার পেটে কি কথা থাকবে, আপনি হয়তোবা বলেই দেবেন। আমি আপনাকে বলছি তার কারণ, বিষয়টা না জানলে আপনার উপকারটা হলো কি! তাগিদ না দিলেও ভাড়া-ভাড়া ব'লে দুশ্চিন্তা একটা লেগে থাকবেই—শত হলেও আপনি একজন ভদ্রলোক তো—'

'মোটেই না—তারপর বলুন!'

'কে একটি সুন্দরী মেয়ে—একটা গাড়ি কি তার, বিরাট—' শ্রীকণ্ঠ-বাবুর চোখ বড় হয়ে ওঠে। 'আপনি জানেন নিশ্চয়ই, আপনার কোনো আত্মীয়া—' কৌতুকে চোখ তার নেচে উঠলো, মুখ টিপে বললো, 'বা বন্ধুটন্ধু হবেন, দুশো টাকা দিয়ে রসিদ নিয়ে গেছেন—আপনাকে যাতে আর বিরক্ত না করি। তা, টাকা পেয়ে গেলে—'

অনুপ যেন ধম্‌কে উঠলো। 'আমাকে না জানিয়ে আমার বাড়ি ভাড়ার টাকা অন্যের হাত থেকে আপনি কেন নিলেন? এক্ষুনি দিয়ে আসুন সে-টাকা ফিরিয়ে—যান—'

'আমি কি তার বাড়ি চিনি।' ভীত হয়ে শ্রীকণ্ঠবাবু বললো।

'বেশ, চলুন আমার সঙ্গে।'

'না, মশাই, ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই—আপনি বুঝুন গিয়ে তার সঙ্গে—'

বলতে বলতে শ্রীকণ্ঠবাবু বেরিয়ে সোজা ওপরে উঠে গেল।

অনুপ সত্যি নিজেকে খুব অপমানিত ও লাঞ্ছিত বোধ করতে লাগলো গোপার এই ব্যবহারে। এ ক'দিনের মেলামেশার ভেতর

দিয়ে গোপার সঙ্গে তার আবেগ মেশানো মধুর যে যোগসূত্রটি গ'ড়ে উঠেছিলো, এক ঝট্‌কা টানে তা ছিঁড়েখুড়ে খ'সে পড়লো। এ কি অন্যায়—গোপা তাকে তার করুণার পাত্র মনে করে নাকি! এ কেবল অন্যায় নয়, অন্যায় স্পর্ধা। কারুর দয়ার দান সে গ্রহণ করতে পারে এ-কথা গোপা তার সম্পর্কে ভাবলো কি ক'রে? অবশ্য ভাবতে পারে নি বলেই গোপনে দান ক'রে গেছে—তাকে শুধু অপমানই করে নি, অপরের চক্ষে হেয় করেছে।

শ্রীকণ্ঠবাবুর কাছে মাথা খুঁড়লেও এ টাকা ফেরত পাওয়া যাবে না। অনুপের নিজের হাতেও এমন কোন উপায় নেই যাতে এক্ষুণি টাকাটা সংগ্রহ করে গোপার কাছে ফেলে দিয়ে নিজেকে ঋণমুক্ত করতে পারে। পারলে এতটা অস্বস্তি বোধ সে হয়তো করতো না।

অসহায় রাগ আর বিরক্তি নিয়ে অনুপ কিছুক্ষণ পায়চারি করলো ঘরের মধ্যে। না, একেবারে চুপ ক'রে গেলে চলবে না, গোপাকে অন্তত জানিয়ে দেওয়া দরকার তার অন্যায়ের পরিমাণটা—আরো দরকার ঋণ স্বীকার ক'রে আসা, সেই সঙ্গে গোপাকেও সুযোগ দেওয়া মার্জনা চাইবার।

অনুপ তখনই গিয়ে উপস্থিত হলো গোপাদের বাড়ি। ওপরে খবর পাঠিয়ে চঞ্চল মনে বাইরের ঘরে সে ঘুরতে লাগলো।

এল গোপা। বিষণ্ণ মন্থরতা নিয়ে সে ঘরে ঢুকলো।

'এ বড়ো অন্যায় কথা—' মুহূর্ত অপেক্ষা না ক'রে অনুপ বলতে শুরু করলো। 'আমার বাড়িভাড়া—'

গোপার মুখের দিক চোখ পড়তেই অনুপ থেমে গেল।

গোপা ধীরে ধীরে টেবিলের ওপর রাখলো সদ্যপ্রকাশিত উপন্যাস-

খানা। সেটার দিকে চেয়ে বিস্ময়ে বেদনায় ক্রোধে স্তব্ধ হয়ে রইলো অনুপ।

'বাড়িভাড়ার টাকার লক্ষগুণ দিলেও এ ঋণ পরিশোধ হয় না—' ক্ষীণ-নম্র স্বরে গোপা বললো। 'এ অপরাধের ক্ষমা নেই—এ আপনি প্রকাশ ক'রে দিন অনুপবাবু! আপনার এতবড়ো একটা সৃষ্টি, এত বড়ো খ্যাতি ছিনিয়ে নেবে শুধু টাকার জোরে—অসম্ভব—'

কান্নায় গোপার গলা বন্ধ হয়ে এল—চোখের জল সে আর চেপে রাখতে পারলে না।

বিস্ময়ে অনুপ বুঝিবা নির্বাক হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। ধীরে ধীরে রাগ আর বেদনার ছায়া কেটে গিয়ে তার মুখে দেখা দিল স্নিগ্ধ ম্লান হাসি। ভারি গলায় বললো, 'কারুর দুঃখ দেখে আনন্দ পাওয়াটা মানুষের ধর্ম নয়, কিন্তু এ ধর্মচ্যুতিকে আজ ঠেকানো গেল না গোপা দেবী। আপনার এই দুঃখ-বেদনা আমার মধ্যে জাগালো কিনা অপূর্ব আনন্দ—যার ছোঁয়ায় উষ্মা উত্তেজনা মুহূর্তে সব মিলিয়ে গেল—'

গোপা এসে দাঁড়ালো অনুপের আরও সামনে। চোখের দিকে চোখ তুলে কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ভিজে গলায় বললো 'যতখানি রাগ নিয়ে ছুটে এসেছিলেন আমার কাছে তার শতগুণ বেশি নিয়ে আপনি দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, এই আমি চাই। এ অপরাধ কিছুতেই আমি ক্ষমা করতে দেব না আপনাকে—এ সত্য গোপন রাখা চলবে না—'

'প্রকাশ করা সহজ কিন্তু প্রমাণ করা বড়ো কঠিন গোপা দেবী। দেশের লোককে বিশ্বাস করানোর কলকব্জা সব যার হাতে, তাকে আক্রমণ করতে গিয়ে উপহাসে বিক্ষত হয়ে ফিরে আসতে হবে শুধু—

অবিশ্যি সে-কথা ভেবে চুপ ক'রে আমি থাকতাম না, হয়তো থাকবোও না, কিন্তু আজ এই মুহূর্তে কারুর সঙ্গে কোনো কিছু নিয়েই কলহ করতে মন আর আমার সাড়া দিচ্ছে না—'

অনুপ নিমেষহীন চোখে চেয়ে রইলো গোপার চোখের দিকে, তারপর আস্তে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোপা না পারলো কিছু বলতে, না পারলো ডাকতে। তার সব কথা, সব আবেগ মিলেমিশে তীব্র এক নিঃশব্দ আর্তনাদে মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। অসহ্য আবেগ আর উত্তেজনায় সকল শরীর কাঁপছে সে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলো না, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে পাশের কৌচটায় ব'সে পড়লো।

অনুপ গাড়িবারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নামছে, সৌরীন্দ্রনাথ তখন আপিস ফেরতা বাড়ি এসে ঢুকলো। সদ্যপ্রকাশিত সেই উপন্যাস হাতে অনুপকে হঠাৎ এ-বাড়িতে দেখে সে চম্‌কে গেল। এই ব্যাপার নিয়ে অনুপের মুখোমুখি একদিন দাঁড়াতেই হবে, সৌরীন্দ্রনাথ তাই তার বক্তব্যটা মোটামুটি একরকম তৈরি ক'রেই রেখেছিলো। অনুপকে দেখামাত্র সাজানো সেই মিথ্যে আর স্তোকবাক্যগুলো চকিতে সজাগ হ'য়ে উঠলো। কত টাকা ধ'রে দেওয়া যেতে পারে তার পরিমাণটাও আর একবার সে আওড়ে নিল মনে মনে। সেই সঙ্গে অবশ্য অনভ্যস্ত অন্যায়ের দৈন্যবোধ থেকে একটা বিব্রতভাবও ছিল ভেতরে। মুখের অভিব্যক্তিতে দেখা দিল এক বিবর্ণ অনিশ্চয়তা ; সে স্থির করতে পারলো না অবিমিশ্র গাম্ভীর্য এ অবস্থায় বেশি কার্যকরী, না, তাতে সামান্য একটু হাসি থাকা ভালো।

যে লোকটিকে নিয়ে সৌরীন্দ্রনাথ এতখানি ভাবিত হয়ে পড়েছে

সে কিন্তু গম্ভীর পায়ে তার পাশ দিয়ে চলে গেল, একবার ফিরেও তাকালো না। অপ্রত্যাশিত এই ব্যবহারই সৌরীন্দ্রনাথকে যেন কিছুক্ষণের জন্য সেখানে নিশ্চল ক'রে রাখলো।

অনুপ অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলতে থাকে। নিজের মনের অবস্থাটা তার নিজের কাছেই পরিচ্ছন্নতায় স্পষ্ট নয়। একদিকে মনে হচ্ছিলো অন্তর তার ঐশ্বর্যে ভ'রে উঠেছে, অন্যদিকে থেকে থেকে মোচড় দিয়ে উঠছিলো বঞ্চিতের বেদনা বোধ—যে মহাসম্পদ চুরি হয়ে গেল সে যেন আর ফিরে পাবার নয়। তবে কি একটি মেয়ের প্রেমই আজ তার কাছে বড়ো হয়ে উঠলো—যার পাশে তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সৃজনী প্রতিভার কৃতলভ্যতা অবহেলায় তলিয়ে যেতে বসেছে! কিন্তু যে পাওয়ার ছোঁয়া লেগে এত বড়ো দুঃখ, এতখানি হারানো পর্যন্ত প্রশান্তি আর গৌরবে ভ'রে উঠতে চাচ্ছে তাকেই বা তুচ্ছ করা যায় কি ক'রে?

আজকের এই পাওয়ার পথ ধ'রেই অনুপের চিন্তা এগিয়ে যেতে চায়, কিন্তু সেখানেও তাকে থামতে হয়। স্পষ্ট দেখতে পায় এই আনন্দের মধ্যে রয়েছে আর এক গভীর দুঃখের আমন্ত্রণ। নারীকে মুগ্ধ করার যত সম্পদই তার থাক, সঙ্গিনী ক'রে নেবার কোনো সম্পদই নেই। নারী পোষ্য জীব, পোষণের ক্ষমতা তার কই! আজও মেয়েরা অর্জন করতে নারে অবস্থার চাপে, না হয় কাম্য বা প্রাপ্য মনে করে পুরুষের অর্জিত অর্থকেই। তাই তারা পুরুষের বন্ধু নয়, আশ্রিত—বিলাসের বস্তু। তাদের দাবি এখনও জোর খোঁজে দেহকে ভিত ক'রে, মনের পরিণতিকে নয়। বিলাসধর্মী সেই দেহকে তার পথের জীবনে পাশে টেনে নেওয়া হবে এক মস্ত ভুল—যে-ভুল ভার হয়ে চেপে বসবে একের মনে আর অপরের জীবনে। বিশেষ

ক'রে গোপার মতো মেয়ে, আজন্ম যে ঐশ্বর্যে লালিত, নানা বিলাস উপভোগের অভিজ্ঞতায় ধনী সম্প্রদায়ের উন্নাসিকতা এবং কোনো দুঃখ কষ্ট সইতে না পারার বিরল ক্ষমতা নিয়ে গর্ব বোধ করার মনোবৃত্তিই যার পক্ষে স্বাভাবিক, তার জন্যে মধ্যবিত্ত জীবনও যে এক বিরাট লাঞ্ছনা।

গোপার উপস্থিত এই মনের দুর্বলতাকেও অনুপ বিশ্লেষণ ক'রে দেখতে চেষ্টা করে। সে জানে শিল্পীদের প্রতি নারীমনের স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ আছে। আছে আদর্শবাদীর দিকেও, কিন্তু তার জন্যে রয়েছে বিশেষ এক জাতের মেয়ে, যাদের চরিত্রে থাকে সবল মেরুদণ্ড। কারণ আদর্শবাদীকে জড়াতে গিয়ে তার আদর্শকেও জীবনে জড়িয়ে ধরতে হয়—দর্শনের ইতিহাস পড়া আর দর্শন পড়ার মতোই বিষয়টা ওতপ্রোতভাবে জড়ানো। কিন্তু শিল্পের কোনো ধার না ধেরে শিল্পীর প্রতি একটা ঝোঁক যে মেয়ে-মনে ব্যাপ্তভাবেই রয়েছে তার পরিচয় অনুপ নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বহুবার পেয়েছে। শিল্পীর পূজায় তারা অগ্রণী, শিল্পরসের অনুভূতিতে তারা অনেক পেছনে। শিল্পীকে ভালোবাসতে পারে বা ভালবাসে যে-কোনো মেয়ে কিন্তু তার সার্থক জীবনসঙ্গিনী হতে পারে তেমন মেয়ে বিরল। তার চরিত্রের মূল সুরে যে একটা ব্যাপ্ত বৈরাগ্য থাকে সেখানে পৌঁছে ওরা হাত মেলাতে পারে না—শিল্পীও সেখানে নারীর সঙ্গ কামনা ক'রে বারংবার ব্যর্থ হয়। হয়তো শিল্পী মেয়েদের মনকে আকর্ষণ করে শুধু অসাধারণ জীব হিসেবে—কারণ চালচলন কথাবার্তায়ও তারা সাধারণ থেকে যেন বিশিষ্ট আর বিচ্ছিন্ন। এটুকুর বাইরে শিল্পের সূক্ষ্ম আর গভীরতম অংশ নারীমনকে বাঁধতে পারে না ব'লেই তার সঙ্গে শিল্পীর যোগসূত্রটা

অতি সহজেই ঢিলে হয়ে আসে, সাময়িক প্রেমের ভূমিকায়ই হয় তার সমাপ্তি।

অনুপ তার প্রতি গোপার এই আকর্ষণকে অসাধারণের প্রতি তেমনি একটা সাময়িক মোহ ব'লেই নিজের কাছে হালকা ক'রে দিতে চায়। কিন্তু গোপার দিকটা উড়িয়ে দিতে পারলেই সব ল্যাঠা চোকে না। তার নিজেরও একটা অংশ আছে এতে, যার গুরুত্ব আপন ভারেই ভারাক্রান্ত করে মনকে। আজ সে বেশ বুঝতে পারে গোপা তাকে এমন এক সূত্রে বেঁধে ফেলেছে যাকে সুতীক্ষ্ণ যুক্তির পোচ মেরে-মেরেও কেটেকুটে ঝেড়ে ফেলা সম্ভব নয়। তার সচেতন অস্বীকৃতির আড়ালে গোপা নিজের স্থানটুকু বেশ পাকাপাকিভাবেই ক'রে নিয়েছে তার মনে। আজ গোপার আত্মপ্রকাশের ঝাপটা লেগে সব আড়াল আবরণ উড়ে গিয়ে অনুপের নিজের কাছেই ধরা দিল তার নিজ অন্তরের সত্যিকার রূপ।

ভারি মন নিয়ে অনুপ বাড়ি পৌছলো। আরামকেদারাটায় স্তব্ধ হয়ে প'ড়ে রইলো গা ছেড়ে। থেকে থেকে বইয়ের কথাটাও বিশেষ একটা বেদনার সঙ্গে মনে হতে থাকে। এতদিনকার এত শ্রম, এত চিন্তা আর অভিজ্ঞতার সব ফলটুকু মুহূর্তে কেড়ে নিয়ে গেল—কে জানে এ আর সে উদ্ধার করতে পারবে কি না! যদি না পারে—হঠাৎ অনুপের সমস্ত স্নায়ু উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠতে চায়। ক্রমে কেমন এক নিঃস্বতাবোধে আবার অবসন্ন হয়ে আসে সর্ব শরীর—হবে না, এমন রচনা আর বেরুবে না তার হাত দিয়ে। সমগ্র চেতনা বিদ্যুদ্‌বেগে একবার মনের আনাচ-কানাচ অবধি ঘুরে আসে নতুন সৃষ্টির উপাদানের আশায়; কিন্তু ফিরে এসেই ঘোষণা করে এক অপরিসীম

অনুর্বরতা। তার সব সে নিংড়ে দিয়েছে ঐ উপন্যাসে, আর যেন তার কিছুই নেই দেবার মতো—সে বুঝিবা আর লিখতেই পারবে না নতুন কিছু।

অরাজক চিন্তা মাথায় নিয়ে অনুপ চুপচাপ ব'সে আছে, ঘরে ঢুকলো সুমিতা। সুমিতাকে দেখেই অনুপ একবার খাড়া হয়ে বসলো, যেন কিছু বলবে কিন্তু আবার সে নিঃশব্দে গা ছেড়ে দিল। একটু চুপ ক'রে থেকে অন্যমনস্কভাব নিয়ে বলতে লাগলো, 'আচ্ছা সুমিতা, রবীন্দ্রনাথের সইয়ের যেমন মূল্য আছে, ব্রজেন্দ্রনাথের সইয়েরও দাম কম নয়। কিন্তু দুটো স্বাক্ষরের জাতই কেমন আলাদা দেখ—ব্রজেন্দ্রনাথ সাদা কাগজে সই দিতে পারবে না, তার সইয়ের ওপরে দু'লাইন লিখে মুহূর্তে তাকে নিঃস্ব করে দেওয়া যায়—কিন্তু রবীন্দ্র-স্বাক্ষর ছড়িয়ে আছে পৃথিবীময়, তার ওপরে বস্তা-বস্তা লিখেও রবীন্দ্রনাথের কণামাত্র কেড়ে নেওয়া যায় না।' অনুপ থামলো। কি একটু ভেবে ম্লান হেসে বললো, 'কথাটা ঘুরিয়ে বললে বলতে হয় ব্রজেন্দ্রনাথের সম্পদ চলে স্বাক্ষরের পেছনে আর রবীন্দ্রনাথের সম্পদ স্বাক্ষর দাবি করে। সম্পদের গায় এই দাবিকে একবার জড়িয়ে দিতে পারলে, কোনো অংশ তার খোয়া গেলেও আবার তাকে ফিরে আসতে হয়।'

সুমিতা অনুপের কিছু বুঝলো কিছু বা বুঝলো না।

'তোমাকে দেখে মনে হয় কি যেন ঘটেছে—' সুমিতা বললো। 'এসব কথা কেন বলছো ঠিক বুঝলাম না।'

'না—এই মনে হলো—' সংক্ষিপ্ত উত্তরে কথায় ছেদ টেনে অনুপ আবার তার মনকে টেনে নিল স্তব্ধতার আড়ালে।

সৌরীন্দ্রনাথের কপালে একসঙ্গে এসে জুটেছে যতো উদ্বেগ আর অশান্তি। আজ তার মনের অবস্থা বিশেষ চঞ্চল হয়ে আছে। মিলের শ্রমিকদের সেই সভা বসবে বিকেলে, সেখানে কি হবে কে জানে! ম্যানেজার অসিতবাবুর মতলবটা সে বেশ একটু দ্বিধা নিয়েই অনুমোদন করেছে। করবার পর থেকে মনে ঢুকেছে আর এক ভাবনা। এসব মারপিটের মধ্যে গিয়ে আবার এক পুলিশের হাঙ্গামা না বেঁধে বসে।

মারপিটে ঢোকায় তার মত ছিল না, কিন্তু অনুপকে যৎকিঞ্চিৎ শাস্তি দিতেই শেষ পর্যন্ত সে রাজি হয়েছে অসিতবাবুর প্রস্তাবে। অনুপের ওপর মনটা তার বিষিয়ে উঠেছে। সব গণ্ডগোলের মূলেই তো এই লোকটা। অনুপের সঙ্গে গোপার ঘনিষ্ঠতার দায়টা পুরোপুরি সৌরীন্দ্রনাথ অনুপের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। অনুপের অপরাধের পরিমাণ বাড়াতে পারলে সে যেন কিছুটা স্বস্তি পায়।

সেদিন অনুপের এ বাড়িতে আসা এবং সেই উপন্যাস হাতে বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে গোপার গভীর যোগটা বুঝতে পারা কিছু কঠিন কথা নয়। গোপা যে এ উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছে সৌরীন্দ্রনাথের তা জানা নেই। তাই তার মনে হয় অনুপই কোন রকমে খবরটা পেয়ে গোপাকে এসে জানিয়ে গেছে। তাকে বাদ দিয়ে গোপার কাছে ছুটে আসায় যে গুরুতর ঘনিষ্ঠতার রূপ সে দেখেছে, তারপর আর এ দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে রাখতে সৌরীন্দ্রনাথ সাহস পায়নি।

ব্রজেন্দ্রনাথকে তার ক'রে দিয়েছে, কলকাতায় চ'লে আসতে। বাবা নিজে এসে সময় থাকতে মেয়েকে সামলাক।

উপন্যাস নিয়ে এই প্রবঞ্চনা অনুপের কাছে ধরা পড়েছে ব'লে সৌরীন্দ্রনাথের কোনো ক্ষোভ নেই, দু-চার দিন আগুপিছু সে তো পড়বেই; কিন্তু গোপার কাছে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়া বিশেষ একটা ক্রোধের কারণ হয়েছে। তার পর অনুপের সেই অবহেলার সঙ্গে পাশ কাটিয়ে নিঃশব্দে চ'লে যাওয়া গ্লানিকর এক অপমানবোধ জাগিয়ে সে-ক্রোধকে ক'রে তুলেছে বিষাক্ত। অনুপের ব্যবহার তার দূরদৃষ্টিতেও কম-আঘাত করেনি। সে ভেবেছিলো বিষয়টা জানা মাত্র অনুপ ক্ষীপ্ত হয়ে তার কাছে ছুটে আসবে; তখন তাকে কি ভাবে সে বশে আনবে তাও ছ'কে রেখেছিলো মনে-মনে। বলবে পাণ্ডুলিপিতে লেখকের নাম ছিল না, তাই ভুল বুঝে প্রকাশক তারই নাম সেখানে বসিয়ে দিয়েছে। পাণ্ডুলিপিতে নাম লেখা নেই এও যেন তার জানা ছিল না, তেমনি জানা ছিল না প্রকাশক তাকেই এ বইয়ের লেখক ব'লে মনে ক'রে নেবে। অবশ্য প্রথম পাতাটা আবার ছেপে বদলে নিলেই হতো, কিন্তু নানা কাগজে সমালোচনার জন্যে চ'লে যাওয়ায় ইতিমধ্যে অনেকটা জানাজানিও হয়ে গেছে নিশ্চয়ই, তাই—এরপর স্বরটা একটু নরম করেই বলবে, 'তাই কেমন একটা লোভ হলো আপনাদের এই খ্যাতির উপর। ভাবলাম জন্মের পর থেকে সম্পদ সম্মান অনেকই পেয়েছি নিজেও হয়ত অর্জন করবো আরো কত—এ সবই একদিন আবার চলে যেতে পারে হাতছাড়া হয়ে, কত লোকের জীবনেই তো এমন ঘটেছে—কিন্তু এটা থাকবে। এ সম্মান, এ সম্পদ হারাবার নয়। আপনার ক্ষমতা আছে আপনি আরো কত

লিখবেন—এটার জন্যে হাজার দু'হাজার যা চান দিচ্ছি। টাকার জন্যে এ কাজ আপনি করবেন না জানি, আমার দুর্বলতার প্রশ্রয় হিসেবেই করতে বলছি—তবে কিনা টাকাটাও আপনাকে নিতে হবে; আর একখানা উপন্যাস যাতে আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে লিখতে পারেন তার ব্যবস্থা আমাকে করতে দিন।'

এর পর অনুপ ঘৃণার সঙ্গে মেনে নিলেও তার প্রস্তাব মেনে সে নেবে সে বিষয়ে সৌরীন্দ্রনাথ অনেকটা নিশ্চিন্তই ছিল। কারণ টাকা ঢেলে অনুপকে না কেনা গেলেও তার দম্ভের কাছে নিজেকে ক্ষুদ্র ক'রে তার ক্ষমতাকে স্বীকার করলে মনটাকে তার নরম করা যাবে এই ছিল সৌরীন্দ্রনাথের ধারণা। কিন্তু বিষয়টা সৌরীন্দ্রনাথের হিসাবের ধার ঘেঁষেও না গিয়ে দাঁড়ালো কিনা সম্পূর্ণ অন্য রকম। অনুপ তার সঙ্গে একটা কথা পর্যন্ত না ব'লে তাচ্ছল্যপূর্ণ ঘৃণার সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে চ'লে গেল। সেদিন থেকে তার মনের অপরাধী অংশটার একমাত্র কামনা দাঁড়িয়েছে, অনুপের লাঞ্ছনা, কোনদিন কোথাও আর মাথা তুলতে না পারে—এমন কি তাকে এ শহর ছাড়া করতে পারলেই যেন সে স্বস্তি পায়।

সমস্ত দিন কাটলো তার মানসিক চঞ্চলতা আর উৎকণ্ঠার ভিতর দিয়ে।

এই দিনটি সম্পর্কে গোপার মনও কম সচেতন ছিল না। আজ সেই সভার দিন যার সঙ্গে তার গোপন যোগসূত্র রয়েছে! গোপনতার বিশেষ একটা স্বাদ আছে, সেই স্বাদ আর চাপা উত্তেজনা, নিয়ে কাটলো গোপার সময়। যেন এই সভার ফলাফলের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ আর কৃতিত্ব জড়িত—সেও যেন উদ্যোক্তাদের একজন।

মহৎ কাজের গৌরবের একটু রেশও সে সঙ্গে ফিকে হয়ে ছড়িয়ে দিল তার মনে।

বিকেল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তেজনা তার বাড়তে লাগলো। একখানা বই নিয়ে সে বসলো অহেতুক এই চঞ্চলতা থেকে রেহাই পেতে। কিন্তু পড়া এক লাইনও হলো না। কেবলই চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো বস্তির সামনের সেই ময়দান, অম্বিকা, তারাপদ, তাদেরই মতো আরো অনেক অগণিত লোকের ভিড়, আর তার মাঝখানে অনুপের দীর্ঘ ব্যক্তিত্বময় মুখের ব্যঞ্জনা।

ঘন ঘন সে ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছিলো। পাঁচটা বাজতেই বই রেখে নড়েচড়ে উঠে বসলো সভা এতক্ষণে শুরু হয়ে গেছে নিশ্চয়ই —অনুপবাবু বোধ হয় বক্তৃতা করছেন—আবেগের তাড়নায় উঠে ঘরের মধ্যেই বার দুই পায়চারি করলো গোপা। তারপর ধীরে ধীরে বারান্দায় বেরিয়ে এল। মনে-মনে স্থির ক'রে ফেললো, কাল যেমন করেই হোক অনুপের সঙ্গে একবার সে দেখা করবেই।

অন্যমনস্কভাবে কখন সে নিচে নেমে এসেছে খেয়ালও করেনি। বসবার ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছে, ভেতরে সৌরীন্দ্রনাথের গলায় তারাপদর নাম শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো? সৌরীন্দ্রনাথ ফোনে কথা বলছে, '—তারাপদর লোকজন সব ঠিক আছে তো?—হুঁ—হুঁ —বক্তৃতা দিচ্ছে অনুপবাবু—হুঁ—না, না শুরুতেই কিছু করবেন না— বেশ—শুনুন অসিতবাবু, তারপদকে বলুন তার লোকজনদের ব'লে দিতে খুব একটা গুরুতর রকমের জখমটখম না ক'রে বসে—না, না সে আমি বুঝি, অন্য হাঙ্গামার ভাবনা না থাক 'ডেলি পেপার'গুলো তো রয়েছে—'

এর পর সৌরীন্দ্রনাথ আর যা বললো গোপার কানে তা পৌছলো না, তার সকল ইন্দ্রিয় যেন অসাড় হয়ে গেছে, মাথার মধ্যে চরম ভয় আর বিস্ময় জড়ানো প্রশ্নের মতো ঘুরছে শুধু—তারাপদ? তার লোকজন? জখম করবে কাকে, অনুপবাবুকে? কয়েক মুহূর্ত প্রাণহীন পদার্থের মতো সে দাঁড়িয়ে রইলো সেখানে।

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না, কিছু তাকে করতে হবে! কি সে করতে পারে—অসহায় কান্নার বেগে কণ্ঠ তার চেপে এল।

গোপার চোখের সামনে ভেসে উঠলো একমাত্র উপায়—মুহূর্তে কর্তব্য স্থির করে ছুটে গিয়ে সে গাড়িতে উঠে বসলো।

পথ যেন আর ফুরোতে চায় না—গাড়ির বেগ বাড়ানোর জন্যে কেবলই সে তাড়া দিতে লাগলো সোফারকে।

গাড়ি গিয়ে যখন পৌছলো ময়দানের সামনে, সভায় তখন বিরাট গণ্ডগোল বেধে গেছে। গোপা লাফিয়ে নেবে পড়লো গাড়ি থেকে কিন্তু একটু গিয়েই সে থেমে পড়লো—চোখের সামনে এখানে-সেখানে চলেছে দলে-দলে মারামারি হল্লা চিৎকার আর অকথ্য অশ্লীল গালাগাল। মাঠময় ছড়িয়ে পড়েছে লোক, সকলেই উত্তেজিত অবস্থায় ছুটোছুটি করছে আর চেঁচাচ্ছে—মার মারশালাদের! কে কোন পক্ষের কিছুই বোঝবার জো নেই।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে অস্থির চোখে গোপা খুজতে লাগলো অনুপকে। ঐ তো কয়েকজন লোক তাকে আগলে ভিড়ের বাইরে যাবার চেষ্টা করছে—গোপা ছুটলো সেদিকে লোকজন ঠেলে একেবারে দাঁড়ালো গিয়ে অনুপের সামনে।

এই বীভৎস অবস্থার মধ্যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত গোপাকে

দেখে অনুপ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পর মুহূর্তে গোপার হাত ধ'রে দ্রুত পায়ে ভিড় থেকে স'রে এসে এগিয়ে গেল একটা ফাঁকা জায়গায়।

'এ কি আপনি এখানে!' বিস্ময় মেশানো ভারি গলায় অনুপ বললো। 'আপনার তো আসবার কথা ছিল না।'

অনুপের কানের পেছন থেকে সরু একটা রক্তের ধারা তার গলার নীল শিরার গা বেয়ে নেবে আসছে, সে দিকে চেয়ে আর গোপা নিজেকে সামলাতে পারলো না, এতক্ষণের রুদ্ধ কান্না তার ফেটে পড়লো।

অনুপ কি বলবে, কি করবে স্থির করতে না পেরে বিষম এক বিব্রত ভাব নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

খুবই অল্প সময়ের মধ্যে গোপা নিজেকে যথাসম্ভব সামলে নিয়ে বললো, 'একটু বসুন তো—রক্তটা বন্ধ হওয়া দরকার—'

'ও ঠিক হয়ে যাবে—লাগতে পারতো কিন্তু লাগেনি তেমন কিছু।'

'আঘাত সত্যি খুব গুরুতর নয়। লাঠিটা ছুটে আসার সঙ্গে সঙ্গে ব'সে না পড়লে অবশ্য কি হতো বলা যায় না—খুবই ভাগ্যি সময় মতো সেটা নজরে পড়েছিলো!' অনুপ পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে রক্তটা মুছে নিয়ে সেটাকে চেপে ধরলো কানের পেছনে। 'কিন্তু আপনার তো আর এখানে থাকা উচিত হবে না গোপা দেবী—আপনি যান, এক্ষুণি বাড়ি চ'লে যান।'

'না—না—আমি বাড়ি যাব না—' ঠোঁটে ঠোঁট চেপে এমন শক্ত হয়ে গোপা দাঁড়ালো যেন কেবল কথা নয় শারীরিক শক্তির বিরুদ্ধেও সে প্রতিবাদ জানাতে প্রস্তুত।

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এল তারাপদ।

'দেখি, দেখি অনুপবাবু—খুব বেশি লাগেনি তো কোথাও—' তারাপদর স্বরে উৎকণ্ঠার ভাব। 'উঃ শালা বেইমান বেটার হাতটা ঝটাকসে ধ'রে ফেললাম বলে, নয়তো—ঠিক চিনছি শালাদের, দেখুন না কি করি—আমিও—'

গোপার চোখে চোখ পড়তেই তারাপদ থেমে গেল।

অনুপ দেখলো গোপা নিষ্পলক তাকিয়ে আছে তারাপদর দিকে। মুহূর্তের আগেকার ভিজে চোখ কিসের উত্তাপে যেন শুকিয়ে রুক্ষ আর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে—সেই উত্তাপেই জ্বলছে তার দুই চোখ।

গোপার এ দৃষ্টি সইতে না পেরেই বুঝিবা তারাপদ ঘুরে দাঁড়ালো। 'দেখি আবার ওদিকে—এখনো তো চলছে—যত ইয়ে—' ছাড়া-ছাড়া দুচার কথা ব'লে ব্যস্তভাবে সেখান থেকে সে স'রে পড়লো।

তারাপদ চ'লে গেল—গোপা খানিকক্ষণ তেমনিভাবেই তাকিয়ে রইলো সেইদিকে। তারপর আরও এগিয়ে এসে দাঁড়ালো অনুপের খুব সামনে। তার মুখেচোখে ঘৃণা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ভিজে গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে বললো, 'এত লাঞ্ছনা আপনি ভোগ করছেন কাদের জন্যে—যাদের ভালো চান তারাই যে আপনার শত্রু! টাকার লোভে এমন জঘন্য কাজ যারা করতে পারে তারা মানুষ নয় পশু—'।

গোপা যা বলতে চায় অনুপ তার সবই জানে। আজকের এই গণ্ডগোলের আভাস সে এখানে এসেই পেয়েছিলো। এমন কি মালিকদের সঙ্গে তারাপদর যোগাযোগটাও তার অজানা নয়—যদিও এতখানি গুরুতর উপদ্রব সে আশঙ্কা করে নি। ভেবেছিলো একটা গোলযোগ বাধিয়ে সভার কাজ পণ্ড করবার চেষ্টা পাবে মাত্র। কিন্তু

যা ঘটলো তাও তাদের মতো অভিজ্ঞ লোকের মনে ঘৃণা বা বিস্ময় উদ্রিক্ত করার মতো কিছু নয়। এ সব অন্যায়, মূঢ়তা, লোভ আর শ্রেণীদ্রোহিতাকে তারা স্বাভাবিক বলেই জানে।

অনুপ গোপার রাগ আর ঘৃণা লক্ষ্য ক'রে ম্লান একটু হাসলো তার কথার সূত্র ধ'রে বললো, 'পশু—হ্যাঁ পশু, তো বটেই। যাদের মুখের ভাত কেড়ে নেওয়া হয়েছে, ক্ষিধের জ্বালায় তারা অস্থির হলে বলবো, আদেখ্‌লা; জামা কাপড় থেকে যারা বঞ্চিত তাদের পোশাকের হাল দেখে বলবো, ছোটলোক; শিক্ষা যাদের নাগালের বাইরে ব্যবহারটা তাদের উঁচুদরের নয় ব'লে বলবো তাদের পশু—তাই না—'

সস্নেহে সপ্রশ্ন দৃষ্টি নিয়ে অনুপ তাকালো গোপার মুখের দিকে। 'কিন্তু তা ব'লে—'

গোপা কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, অনুপ মুখ তুলেই ব'লে উঠলো, 'আপনার দাদা—সৌরিনবাবু—'

সৌরীন্দ্রনাথ এসেই খপ্‌ ক'রে গোপার হাত ধ'রে এক টান মেরে বললো, 'চলো বাড়ি চলো—'

তারপর অনুপের দিকে ক্রুদ্ধ একটা দৃষ্টি ছুড়ে দিয়ে গোপাকে এক রকম টেনে দিয়ে সে গাড়িতে গিয়ে উঠলো।

ব্রজেন্দ্রনাথ কলকাতায় এসে পৌঁছলেন সভার পরের দিন।

এখানকার ঘটনাপ্রবাহ তাঁকে যেন স্তম্ভিত ক'রে দিল। সৌরীন্দ্রনাথের মুখে তিনি গোপার বিষয়ে অনেক কথাই শুনেছেন কিন্তু নিজে কিছু বলা তো দূরের কথা একটি প্রশ্ন পযন্ত করেন নি। তাঁর গাম্ভীয চরমে পৌঁছে স্তব্ধতায় থমথমে হয়ে আছে।

সবচেয়ে মর্মাহত হয়েছেন তিনি সংবাদপত্র দেখে। তাঁর সামনেই প'ড়ে রয়েছে সেদিনকার দু'তিনটে ইংরেজি আর বাংলা কাগজ। প্রত্যেক কাগজে সংবাদ-পাতের মাঝখানে বড়ো-বড়ো হরফের শির-পংক্তিতে যা লেখা রয়েছে তার মর্মার্থ, ধনিক-পিতার বিরুদ্ধে সাম্যবাদী কন্যার অভিযান। খবরটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বেশ রং চড়িয়ে তারা ছেপেছে। ব্রজেন্দ্রনাথ এ জন্যেও মনে-মনে সৌরীন্দ্রনাথকেই দায়ী করেন। আগে থাকতে খেয়াল ক'রে কাগজগুলোর মুখ চেপে দেওয়া তার উচিত ছিল। বাড়ির অশান্তি তো রয়েছেই, বাইরেই বা এখন তিনি মুখ দেখাবেন কি ক'রে! কাগজে বের হওয়ার অর্থ শুধু নিজের সমাজে মাথা কাটা যাওয়া নয়, ছোট-বড়ো সব কর্মচারীদের কাছেও অপদস্থ হওয়া। তারা নিশ্চয়ই ভাববে, নিজের কন্যাকে আয়ত্তে রাখবার ক্ষমতা তাঁর নেই।

নিজের ব্যক্তিত্বে এত বড়ো আঘাত ব্রজেন্দ্রনাথের জীবনে এই প্রথম। তবু স্থৈর্য তাঁর বিন্দুমাত্র ব্যাহত হলো না। কোনো কারণেই

উত্তেজিত বা চঞ্চল হয়ে ওঠা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। মন যথাসম্ভব শান্ত অবস্থায় রেখে পরবর্তী কর্তব্য স্থির করতে প্রয়াস পেলেন। ঘুরে ঘুরে অনুপের নামটাই সে-ভাবনায় বড়ো হয়ে ওঠে। লোকটিকে তিনি জানেনও না, দেখেনও নি আজ পর্যন্ত; কেবল তার নামটা এই প্রথম কানে পৌছলো কতকগুলো অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে। অদেখা ব্যক্তির কার্যকলাপের সূত্র ধ'রে তার ওপর ভালবাসা যত না সহজে বেড়ে ওঠে, তার শতগুণ ক্রোধ অতি সহজে বেড়ে ওঠার পথ পায়। 'অনুপ' নামটার প্রতি ব্রজেন্দ্রনাথের রাগও মাত্রার চরম সীমায় গিয়ে পৌছলো। কে এই ছোকরা, যার এত বড় স্পর্ধা—যে তাঁর মতো প্রতিপত্তিশালী মানী লোকের এক অপরিণতবুদ্ধি মেয়েকে এমনভাবে বিপথে নিয়ে ফেলবার সাহস রাখে!

কিন্তু রাগ তাঁর যতই হোক, সে-ঝোঁকে কোন ভুল ক'রে বসবার মতো লোক ব্রজেন্দ্রনাথ ন'ন। যে ব্যাপার এতখানি ছড়িয়ে পড়েছে তাকে ঘেঁটে বাড়িয়ে তোলা কোনো রকমেই সমীচীন বলে তাঁর মনে হয় না, বরং যথাসম্ভব চেপে দেবার চেষ্টাকেই তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করেন। এমন কি শ্রমিকদের যে-আন্দোলন হয়তো বা নির্মম হাতে দাবিয়ে দিতেন তাকেও প্রশ্রয় দেবার কথাটাই আজ তিনি ভেবে বসেন।

ব্রজেন্দ্রনাথের মনের গভীরে যে-বিষয়টা সবচেয়ে বড়ো হয়ে বিঁধেছে সে হলো ঘটনার পেছনকার আদর্শবাদ। যে বিষাক্ত মতবাদ থেকে তিনি তাঁর কর্মচারীদের দূরে রাখতে চান, সে বিষ এসে ঢুকলো কিনা তাঁরই পরিবারের অন্দরমহলে! তিনি তাঁর দূরদৃষ্টি নিয়ে আর যা-কিছু অবহেলা করতে পারেন, এ বস্তুকে পারেন না। আজ পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার দ্রুত বিবর্তনের দিনে সবচেয়ে আশান্বিত হবার কথা তো

তাঁদেরই। যে দেশের লোক আজও তাঁদের মুখের 'ভাই' সম্বোধনে আন্তরিকতায় গ'লে পড়ে—যারা বিদেশী ক্ষমতাকেই একমাত্র শত্রু ব'লে জানে, তাঁদের সেই প্রতিপাল্যের দলই তো দেশের সব ক্ষমতা দু'হাত ভ'রে তুলে দেবে তাঁদেরই হাতে—কারণ তাঁরাই যে দেশের বাছাই করা ব্যক্তিত্ব। নিজের এবং পরিবারের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি উৎফুল্ল হতেন। এবার কলকাতায় পৌছবার পর নিজের শিক্ষিত মেয়ের এই অর্বাচীনতা সেই আশার ক্ষেত্রটাকে বুঝিবা ক্ষুণ্ণ করেছে সবচেয়ে বেশি। অবাঞ্ছিত আন্দোলনের ঢেউ নিজের অন্দরে এসে আঘাত করায় তাঁর ক্ষমতা সম্পর্কে যেন তিনি নতুন ক'রে অবহিত হলেন।

বাড়ির ভিতর আর একখানা গাড়ি এসে ঢুকলো ব্রজেন্দ্রনাথ এবার ধীরে-ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণের মধ্যে তিন-চারখানা গাড়ি এল, তিনি টের পেয়েছেন। আগতদের উদ্দেশ্য বুঝে বেশ একটু রুষ্ট হয়ে ওঠেন ব্রজেন্দ্রনাথ। আত্মীয়-বন্ধু নিয়ে জাঁকিয়ে জটলা বেঁধে আলোচনা করার মতো বিষয় এটা নয়, সৌরীন্দ্রনাথের এটুকু অন্তত বোঝা উচিত—ধীর গম্ভীর পায়ে তিনি নীচে নেবে গেলেন।

এদিকে বসবার ঘরে তখন বিক্ষোভ প্রকাশ বেশ জমে উঠেছে। আগতদের সবারই মুখে দুর্ভাবনার ছায়া। এত বড়ো একটা কেলেঙ্কারি যে তাদের সবারই মুখে কালি দিয়েছে, যে যার ভাবে সে-কথাটাই বলছে। এর মধ্যে সর্বাধিক উত্তেজিত বিভাস। দু'হাত পেছনে মুঠো ক'রে ধ'রে লম্বা-লম্বা পা ফেলে সে ঘরের মধ্যে পায়চারি করছে আর এক-একবার থেমে উদ্‌ঘাটিত করছে এক-এক নতুন তথ্য। এ নিয়ে কে কি বলেছে, কোথায় কি আলোচনা চলেছে, এমন কি কেউ-কেউ সৌরেনের কুৎসিত ইঙ্গিত করেছে গোপার সঙ্গে ঐ নচ্ছার লোকটার

নাম জড়িয়ে, একে একে বিভাস বলছে আর নানা অঙ্গভঙ্গিতে এবং অভিব্যক্তিতে ফুটিয়ে তুলছে তার উষ্মা, উত্তেজনা, ক্ষোভ। এমনি কথাও দু'চারবার ঘোষণা করতে সে বাকি রাখলো না যে ঐ 'স্কাউনড্রেলকে' আচ্ছা হাতে শাস্তি দেবার ভারটা সে নিজেই গ্রহণ করবে।

ভারী পায়ের শব্দ শোনামাত্র বিভাসের আস্ফালন, অন্যান্য সকলের কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল।

ব্রজেন্দ্রনাথ এসে দরজায় দাঁড়ালেন। যারা ব'সে ছিল সকলেই সসম্মানে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো, বিভাস বিশেষ একটি ভব্য ভাব নিয়ে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়ালো এক পাশে।

'কি বিভাস, তোমাদের বাড়ির সব ভালো?' গম্ভীর কণ্ঠে ব্রজেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করলেন। অন্যান্যদের ওপর দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের সব খবর ভালো তো?'

কেউ অস্ফুট শব্দে কেউবা মাথার সামান্য একটু বিনীত ভঙ্গিতে তাঁর কুশল প্রশ্নের জবাব দিল।

ব্রজেন্দ্রনাথ তাকালেন সৌরীন্দ্রনাথের দিকে। 'তোমার এখানকার কাজ শেষ হলে একবার ওপরে এস, দরকারী কথা আছে।'

'কাজ' শব্দটায় একটু জোর দিয়ে তিনি বলেন যাতে অকাজ ব'লে বুঝে নিতে কারুরই বাকি থাকে না।

সৌরীন্দ্রনাথকে কথা ক'টি ব'লে ব্রজেন্দ্রনাথ যেমন এসেছিলেন তেমনি মন্থর পায়ে চ'লে গেলেন।

এর পর আর সভা জমিয়ে আলোচনা চলে না। যে যার ক্রিয়ায় নিয়ে স'রে পড়লো—সর্বশেষে বিভাস, অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেই সে তো

যাবার সময় ব'লে গেল আজই আবার সে আসবে, এ নিয়ে অনেক জরুরি কথা নাকি আছে সৌরীন্দ্রনাথের সঙ্গে।

সকলকে বিদায় দিয়ে সৌরীন্দ্রনাথ ওপরে গেল।

উপস্থিত অন্যায়ের জন্যে ডাক পড়েছে বলেই তার মনে হলো—কড়া রকমের দু'চার কথা শোনবার জন্যে সে প্রস্তুত হয়ে রইলো। অপরাধ ক্ষালনের যুক্তিগুলো মনের মধ্যেই ঘুরপাক খায়. সে কি করতে পারে, এরা এসে হাজির হলো, নিজেরাই বলাবলি শুরু করলো, তাদের মুখও সে চেপে রাখতে পারে না, চ'লে যেতেও বলতে পারে না। আর তা করারই বা দরকার কি? সংবাদপত্রে যা দেশময় ছড়িয়ে গেল তা নিয়ে দু'চার জনের মুখ বন্ধ করতে যাবার কোনো মানে হয় না। বাড়ির মেয়েকেই যখন রোখা গেল না তখন আর অন্যকে রুখতে যাওয়া কেন! কেলেঙ্কারি করলে তা নিয়ে কথা শুনতেই হবে—এমনি অনেক কিছুই তার মনে হয়, কিন্তু এ সব তো আর বলা চলবে না, বেশ একটু ভয় নিয়ে সে ব্রজেন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়ালো।

ব্রজেন্দ্রনাথ কিন্তু ওসব কথার ধার ঘেঁষেও গেলেন না।

'অনুপ—হ্যাঁ, অনুপই তো নাম লোকটির—'গম্ভীর স্বরে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ওর ঠিকানা জান?'

'জানি।'

'ওকে খবর পাঠিয়ে দাও, আজই ব্যাঙ্কের অফিসে এসে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। জানিয়ে দিও, মিল ওয়ার্কারস্‌দের ডিম্যানডস্ আমি শুনবো, যতদূর সম্ভব তা মেটাতে চেষ্টা করবো।'

'কিন্তু—' কথা শুনে বিস্ময়ে চোখ বড়ো করে সৌরীন্দ্রনাথ কিছু বলতে চাইলো।

'কিন্তুর দরকার নেই—' ব্রজেন্দ্রনাথ থামিয়ে দিলেন তাকে। 'নিজের বুদ্ধি খাটানোর জন্যে তো অনেক সময় পেয়েছিলে—যা বললাম তা করগে।'

মাথা নীচু করে সৌরীন্দ্রনাথ বেরিয়ে গেল।

শ্রমিকদের দাবি যথাসম্ভব মেটানোর সম্ভাবনার কথাটা আগে থাকতে পৌঁছে দেবার পেছনে ব্রজেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিলো। এসব উদ্ধত প্রকৃতির আদর্শবাদীরা শুধু সাক্ষাৎ করতে খবর পাঠালে হুকুম মনে ক'রে তা অমান্যও করতে পারে—এ যুবকটির সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।

ব্রজেন্দ্রনাথ জানেন গোপা সম্পর্কে তাঁর মন কতখানি দুর্বল। সে যে ব্যাপারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে তাই তাকে বিশেষ ভাবনায় পড়তে হয়। গোপাকে বাদ দিয়ে সমস্যা যা দাঁড়ায় তার দ্রুত সমাধান মোটেই কঠিন কথা নয় তাঁর কাছে। কিন্তু গোপার নাম যখন একবার জড়িয়ে পড়েছে এই আন্দোলনের সঙ্গে তখন একে আর বাড়তে দেওয়া চলে না। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সব দাবী মেটাতে হলেও তা এবার করতে হবে। আর অতখানি যদি ছাড়তে হয় তো তিলমাত্র প্রতিবাদ না তুলে, বাইরে প্রসন্নতার ভাব বজায় রেখে, দয়ার দানের ভঙ্গিতে ছাড়া হবে বুদ্ধির কাজ। যেন কন্যার আবদার রাখাই একমাত্র উদ্দেশ্য। তাতে শ্রমিকদেরও ভাববার কারণ থাকবে না যে এ-পাওয়া তাদের আন্দোলন দিয়ে অর্জন করা।

মোটামুটি কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ আপিসে গেলেন।

আজ সমগ্র আপিসটারই চেহারা যেন বদলে গেছে। দরোয়ান তো

চাপরাসিদের বোতাম চাপরাস, দরজার হাতল, বাড়ির মেঝে, সব তকতক ঝকঝক করছে। কর্মচারীরাও সকলেই খুব ফিটফাট—এসব দিকে বড়কর্তার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পর্কে তারা সকলেই বিশেষভাবে অবহিত। সমস্ত আপিসটায় কথাবার্তা যেমনই কমেছে, কর্মতৎপরতাও বেড়েছে ঠিক সেই পরিমাণ। টাইপরাইটারের দ্রুত টকাটক শব্দ আর সঞ্চরমাণ কর্মচারীদের জুতোর খুট্‌খাট্‌ ছাড়া আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না।

এই সন্ত্রস্ততার মধ্যে এসে ঢুকলো অনুপ। তাকে দেখামাত্র স্তব্ধ আবহাওয়ার তলায় একটা চাপা আলোড়নের সৃষ্টি হলো—এ ওর মুখে চাইতে লাগলো, সঙ্গে ফিসফাস কথাবার্তা।

অনুপকে আপিসের সকলেই চেনে, এখানে সে কয়েকদিন কাজ ক'রে গেছে। এ লোকটির বর্তমান কার্যকলাপের খবরও রাখে—শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলন, তাতে মালিকের মেয়েকে শুদ্ধ দলে টানা এমনকি সেই মেয়ের সঙ্গে তারচেয়েও গুরুতর যোগাযোগের কথা নিয়ে এখানে কম আলোচনা হয়নি। ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্রজেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে সেই লোক যে আজ এ আপিসে এসে ঢুকতে পারে এ তাদের ভাবনার বাইরে।

আপিসের লোকেদের এই চাপা চঞ্চলতা অনুপ লক্ষ্যের মধ্যে এনেছে বলে মনে হয় না। পকেট থেকে একটা যেমন-তেমন কাগজের টুকরো নিয়ে নিজের নাম লিখে সে বেয়ারার হাতে দিল ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে দিতে। দেখে শুনে বেয়ারা তো অবাক! তার সাহসে কুলোলো না সে-কাগজ বড়কর্তার কাছে নিয়ে যেতে, সে নিয়ে দিল সেক্রেটারির হাতে। সেক্রেটারি ছুটে এল।

'তিনি আপনাকে এখন দেখা করবার অনুমতি দেবেন ব'লে তো মনে হয় না।' সে জানালো।

'আপনার কি মনে হয় তা তো জানতে চাইনে।' অনুপ হেসে বললো। 'দয়া ক'রে ওঁর ইচ্ছেটা জেনে আসুন।'

ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেই যে খবর পাঠিয়েছেন তার কোনো উল্লেখ অনুপ করলো না।

'বেশ, তবে একটা ভালো কাগজে নামটা লিখে দিন।' সেক্রেটারি হাঁকলো, 'বে'রা একঠো সাদা কার্ড লেয়াও—'

বেয়ারা কার্ড আনলে অনুপ তাতে নাম লিখলো—আপিস শুদ্ধ লোক দম ধ'রে রইলো ফলাফলটা দেখবার জন্যে।

সকলকে অবাক ক'রে দিয়ে একটু পরে অনুপের ডাক পড়লো। অনুপ তার দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে ধীরে ধীরে গিয়ে ঢুকলো ম্যানেজিং ডিরেক্টারের কামরায়।

অনুপকে দেখা মাত্র ব্রজেন্দ্রনাথের মনটা বেশ একটু যেন নাড়া খেলো। চকিতে এ কথাটাই মনের ওপর দিয়ে খেলে গেল, 'অনুপ' নামটাকে লক্ষ্য ক'রে যেসব কথা যে-সুরে তিনি ভেবেছেন, একে সে সব কথা ঠিক সে-সুরে বলা চলে না—সে কেবলমাত্র একজন লোক নয়, ব্যক্তি।

এই স্বাভাবিক বোধকে ব্রজেন্দ্রনাথের সচেতন মন মুহূর্তে তলিয়ে দিল মনের তলায়। সেই প্রতিক্রিয়া হিসেবেই বোধ হয় তাঁর মুখের অভিব্যক্তি হলো আরো কঠোর। একবার তিনি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বুলিয়ে আগত যুবকটিকে দেখে নিলেন।

অনুপও তাকিয়ে দেখছিলো ব্রজেন্দ্রনাথকে। দেখবার মতো ব্যক্তি

বটে। কেবল যে সুপুরুষ তা নয়—আভিজাত্যের সঙ্গে মিশেছে শ্রদ্ধেয় গাম্ভীর্য ; বয়স আর মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কেশে বেশে একেবার নিখুঁত। সুবিন্যস্ত শুভ্র কেশ থেকে পরিচ্ছদের প্রতি অংশে রয়েছে বিলাসের পরিচয়, কিন্তু কোথাও তা অণুমাত্র হালকা হয়ে ওঠেনি।

যৌবনের রূপ তো প্রকৃতির খেয়াল আর প্রাণ প্রাচুর্যের দান, কিন্তু প্রৌঢ়ত্ব বা বার্ধক্যের রূপ মানুষের নিজস্ব সৃষ্টি, তারই মধ্যে থাকে তার রুচি আর চরিত্রের পরিচয়—অনুপ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে।

'—হুঁ—' জিভের আগে আসা 'আপনি' সম্বোধনটা সংশোধন করতেই হয়তো বা ব্রজেন্দ্রনাথ একটু থামেন। 'তোমাদের অভিযোগ কি?'

চেষ্টাকৃত ব'লে 'তুমি' শব্দটা রূঢ় আর স্পষ্ট শোনায়।

'তুমি নয়, আপনি বলুন।' অনুপ গম্ভীর স্বরে প্রতিবাদ জানালো।

প্রবীণ বয়সের প্রাপ্যটাও দিতে শেখনি—' রুষ্ট ভাব নিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন।

'বয়সের দাবিতে বলছেন না সেখানেই আপত্তি।'

ব্রজেন্দ্রনাথ একটু সময় নিলেন ভেতরের রাগ সামলে নিতে। তারপর ধীর সংযত কণ্ঠে কাজের কথায় ফিরে গেলেন। 'শোনো, তোমাদের সব দাবিই এবার আমি মেনে নিচ্ছি, কিন্তু সে তোমাদের ধর্মঘটের ভয়ে নয়। আমার মাইনে করা চাকরদের কি করে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে হয় তা আমি জানি—কিন্তু ব্যাপারটার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে আমার মেয়ের নাম, তাই একে আর কোন রকমেই বাড়তে দেওয়া চলে না।'

'মেনে নিচ্ছেন এ পর্যন্তই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট, কেন নিচ্ছেন তার কারণ জানানো নিষ্প্রয়োজন।'

'না, তোমাকে তাও জানাবার প্রয়োজন আছে। কারণ সে দুর্ঘটনার জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী তুমি। শোনো যুবক, আমার মেয়ের সঙ্গে তোমার আর কোনো রকম যোগাযোগ থাকে এ আমার ইচ্ছে নয়। সে বেচে গেলেও তুমি নিজেকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবে, এই আমি চাই—'

নিজের মেয়ের ওপর অপরের যে আধিপত্য তাকে আঘাতকরতেই ব্রজেন্দ্রনাথের কথায় কঠিন হয়ে দেখা দেয় একটা আদেশের সুর।

'আমি আপনার কর্মচারী নই—' অনুপের মুখে সামান্য হাসির ভাব দেখা দিল। 'আশা করি হুকুম দেবার আগে কথাটা স্মরণ রাখবেন।'

'কর্মচারীর বাইরেও যে-কোনো লোকের উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা আমি রাখি, জবাব দেবার আগে আশা করি তুমিও সেটা স্মরণ রাখবে।'

'আপনি ভুল জায়গায় ভয় দেখাচ্ছেন, আপনার যা অভিরুচি করতে পারেন, এ বিষয়ে আপনার মীমাংসা মেনে নিতে আমি রাজি নই—যাঁর কথা বলছেন তাঁরই বিচার বুদ্ধির অপেক্ষা করবো।'

ব্রজেন্দ্রনাথ ক্রোধে বিস্ময়ে এমন স্তব্ধ হয়ে রইলেন যেন সর্বাঙ্গ তাঁর জমে শক্ত হয়ে গেছে।

অনুপ সেই নির্বাক মূর্তির সামনে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর যখন দেখলো তিনি আর কিছুই বলছেন না তখন সে বললো, 'আমি তা হলে যেতে পারি এখন—'

'না, যেয়ো না দাঁড়াও।'

ভারি গলায় ব'লে ব্রজেন্দ্রনাথ আবার চুপ করলেন। স্থির দৃষ্টিতে অনুপের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'তোমাকে দেখে, তোমার সঙ্গে কথা ব'লে, মনে হচ্ছে তুমি বেশ বুদ্ধিমান—চরিত্রবান, তোমাকে দিয়ে বড়ো কাজ হবার সম্ভাবনা আছে। জাতের উন্নতি যদি চাও তো তার 'ইন্‌ডাসট্রিজ' গড়ে তোলবার চেষ্টা করো আগে, তারপর অন্য সব সমস্যার কথা ভাবতে ব'সো।'

থেমে কি একটু ভেবে নিলেন। গলার স্বর বদলে সহানুভূতির সুরে বললেন, 'একটু মনোযোগ দিয়ে চেষ্টা করলে খুব উন্নতিও হয়তো করতে পারবে—নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এই কাজে যদি যোগ দিতে চাও তো আমি তোমাকে 'চান্‌স্' দিচ্ছি—শ'চার টাকায় শুরু করো তারপর দেখা যাবে—'

আশাতীত এই প্রস্তাবে অনুপের মুখের ভাব কি দাঁড়ায় ব্রজেন্দ্রনাথ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে চাইলেন।

'আমাকে জাতে তুলতে চাইছেন—' অনুপের ঠোটের কোণে বিদ্রূপের হাসি। 'এই জাতে তোলার লোভ দেখিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভালো-ভালো মাথাগুলো আপনারা কিনে রেখেছেন। শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের গড়তে হবে—গড়বোও, কিন্তু আর আপনাদের পায়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নয়—গড়বো নিজেদের হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে—আমি আমার নিজের জাত ছেড়ে এক তিলও ওপরে উঠতে চাইনে।'

'কোনটা তোমার জাত?'

'কোটি কোটি লোকের যে জাত আমারও তাই—আপনারা যাকে বলেন শ্রমিক—দরিদ্র—'

'হু—তোমার এই নতুন ধরণের জাতি বিচারটা এতই যদি প্রখর, তবে ধনিক জাতের একটি মেয়ের সঙ্গে এভাবে মিশতে গেলে কেন ?'

'আমি যাইনি, তিনিই—হ্যাঁ, নেবে এসেছেনই বলতে পারেন। মানুষ হিসেবে তাই তাঁকে শ্রদ্ধা করি।

'শ্রদ্ধা করি—একটা 'ইম্‌ম্যাচুর ইয়ং গার্ল'—এবার সংযমের বাঁধ ভেঙে তিক্ততা ফুটে উঠলো ব্রজেন্দ্রনাথের কথার ভঙ্গিতে। 'তোমাদের মতো কতক অপরিণামদর্শী যুবক, স্থানকাল বিচার না ক'রে, শুধু থানকয় বই প'ড়ে লোকের মনে এ বিষ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে, সামান্য বিচার বুদ্ধি থাকলে বুঝতে—'

ব্রজেন্দ্রনাথ থেমে পড়লেন। অনুপ ঘুরে দাঁড়িয়ে দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—ব্রজেন্দ্রনাথ কিছু স্থির করবার আগেই সে দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল। অবাক দৃষ্টি মেলে তিনি তাকিয়ে রইলেন অনুপের নিষ্ক্রমণ লক্ষ্য ক'রে—প্যাড বসানো স্প্রিং-এর দরজা মৃদু শব্দে আপনা থেকেই ব্রজেন্দ্রনাথের দৃষ্টিপথ রুদ্ধ ক'রে দাঁড়ালো।

গোপার সময় কাটছে থমথমে এক গুমোট আবহাওয়ায়।

বাবা আসার পর থেকে বৌদির আলোচনা, বিভাস রিনির আসা, যাওয়া, দাদার বকাঝকা সবই বন্ধ। বাবা নিজেও কিছুই বলছেন না, নেহাৎ কাজের দু'চারটে কথা ছাড়া। বাবা এখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর জিনিষপত্র গুছানো আর সাধারণ পরিচর্যা গোপা নিজেই ক'রে থাকে। এবারেও তাই করছে কিন্তু দু'জনের মধ্যে পূর্বের মতো স্বাভাবিক আলাপ-আলোচনা আর হয় না বিকেলে চা-এর সময় আর শোবার আগে মেয়ের সঙ্গে তার পড়াশোনা সম্পর্কে কথা কওয়া ব্রজেন্দ্রনাথের নিত্যনিয়মের মধ্যে। নতুন কি কি বই বেরুলো, গোপা কি পড়েছে, কি তার পড়া উচিত, তিনি নিজেই বা ইতিমধ্যে ভালো কি পড়লেন, সে সব নিয়ে পিতা-পুত্রীতে কিছু-না-কিছু আলোচনা চলতই। এদিক দিয়েও ব্রজেন্দ্রনাথ এবার একেবারেই নির্বাক।

ব্রজেন্দ্রনাথ যেদিন কলকাতায় এলেন গোপা খুবই শঙ্কিত ছিল বাবার মুখ থেকে জীবনে এই প্রথম কিছু রূঢ় কথা শুনতে হবে ব'লে। এ ক'দিনের ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে গোপার মনেও একটা বিদ্রোহের সুর জেগে উঠেছিলো; সেটা একটু বুঝি তৈরিও ছিল প্রয়োজনীয় ক্ষীণ প্রতিবাদ তুলবার। বুক ভরা ভয় নিয়েই সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো বাবার সামনে। ব্রজেন্দ্রনাথ রূঢ় কথা দূরে থাক কোনো অপরাধের উল্লেখ পর্যন্ত করেননি; প্রয়োজনীয় জামা কাপড় স্যুটকেশ

থেকে বা'র করতে ব'লেই কথা'র ছেদ টেনেছিলেন। বাবার এ ব্যবহারেই গোপা আশ্চর্য হয়নি মোটেই—তাঁর মুখের অভিব্যক্তির সঙ্গে এর একটা সঙ্গতি সে দেখতে পেয়েছে। বাবার মুখ দেখেই সে বুঝেছিলো তিনি রাগ যত না করেছেন তার চেয়ে মর্মাহত হয়েছেন বেশি। এটুকু বুঝবার পর থেকেই তার মনে কেমন ওলট-পালট হয়ে গেল। বিদ্রোহের ভাবটা আপনা থেকেই মিইয়ে পড়লো, বাবার মনে এত বড়ো আঘাত দেওয়ার জন্যে জেগে রইলো একটা ক্ষোভ। যদিও অনুতপ্ত হবার মতো অপরাধ কিছু করেছে এও সে ভাবতে পারলো না—বরং অনুপের কথা স্মরণ ক'রে কেবলই মনে হয়েছে, তার শ্রদ্ধা ভালবাসা অপাত্রে সে অর্পন করেনি।

গোপা জানে তার শ্রমিক সভায় যোগদান, অনুপবাবুর সঙ্গে মেলামেশা দুইই গিয়ে আঘাত করেছে বাবার আভিজাত্য আর সম্মান-বোধে। ঐখানটা তাঁর কতখানি স্পর্শকাতর এটুকু জীবনে ছোটখাট নানা ঘটনা এবং কথাবার্তার ভিতর দিয়ে জানতে গোপার বাকি নেই। আভিজাত্য সম্পর্কে বাবার এই সতর্ক সচেতনা তখন অর্থ-হীনও মনে করতে পারেনি; এদিক দিয়ে নিজের শৈথিল্যকে ত্রুটি হিসেবেই মেনে নিয়েছে। এখন কিন্তু বাবার এই সূক্ষ্ম আভিজাত্য বোধ থেকে শুরু ক'রে নিজেদের নানা রীতিনীতি আর অভিমান নিছক অর্থহীন হয়ে দেখা দিল তার কাছে। মানুষ হিসেবে যে মান্য তাকে গ্রহণ করতে গিয়ে তার পারিবারিক মহিমা আর অর্থের পরিমাণ সে মাপতে বসবে কেন? শিক্ষায়, চরিত্রে যে-লোক তার দাদা সৌরীন্দ্র-নাথের শতগুণ ঊর্ধ্বে তাকে সে তার দাদার চেয়ে ছোটো ব'লে মেনে নেবে কি ক'রে!

অনুপের কথা স্মরণ ক'রে মন তার যেমন ভরে ওঠে, বাবার মুখ মনে হলে তেমনি আবার আচ্ছন্ন হয়ে আসে বিষন্নতার কালো ছায়ায়। যাঁর অপরিমিত স্নেহ সে আজীবন পেয়ে এসেছে তাঁর এত বড়ো একটা দুঃখের কারণ হয়ে থাকাও যে তার পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে কলকাতা থেকে সরানোর কথা হয়েছে এও গোপা শুনেছে। হয়তো কয়েক দিনের মধ্যেই বাবার সঙ্গে চ'লে যেতে হবে অন্য কোথাও—এ প্রশ্ন যেদিন উঠবে তখনই বা তার কর্তব্য কি এখনো সে স্থির করতে পারেনি। একদিকে অনুপের আকর্ষণ আশ্রয় ক'রে সাহস সঞ্চিত হয়ে উঠেছে অস্বীকারে মাথা তুলে দাঁড়াবার জন্যে, অন্য দিকে তেমনি আবার ভয়-ভাবনার সঙ্গে বাবাকে শাস্তি দেবার আগ্রহ মিশে তাকে ক'রে ফেলেছে দুর্বল।

ভেতরের এই গোপন দ্বন্দ্ব নিয়ে যেমন তার সময় কাটছিলো, আজও তেমন ক'রেই হলো দিনের শুরু।

সকালের দিকে খাটের আলসেতে বালিশ চাপিয়ে তাতে পিঠ ছেড়ে পা ছড়িয়ে গোপা ব'সে আছে তার ঘরে। খোলা চুলগুলো এলোথেলো কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে বালিশের এপাশ-ওপাশে, কিছুবা পেছন বেয়ে নিচের দিকে ঝুলে পড়েছে। কোলের ওপর একখানা বই খোলা—কিন্তু বই সে পড়ছে না, অন্যমনস্ক উদাস চোখে খোলা জানলা দিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। বই থেকে চোখ তার স'রে গেছে দুঃশ্চিন্তার অন্তরমুখী টানে কিন্তু বাইরের দিকে চেয়ে-চেয়ে সে-চিন্তা কখন ফিকে হয়ে গেছে সে জানতেও পারেনি। শারদীয় আকাশের নিষ্কলঙ্ক নীলিমায় ঢাকা একটি উজ্জ্বল সকাল, তার আলোর প্লাবনে সব গ্লানি কেটে গিয়ে গোপার মনটা যেন তকতকে হয়ে উঠেছে—সে-

শুভ্রতার তলায় দুঃখ আর দুঃশ্চিন্তা তলিয়ে আছে শুধু ক্ষীণ একটি অন্ধকার রেখার মতো।

কেমন একটা অকারণ আশা আর আনন্দের রেশ নিয়ে আবিষ্টের মতো গোপা ব'সে ছিল। হঠাৎ বাড়ির সামনের দিক থেকে বহু লোকের একটা চাপা কোলাহল কানে আসতে সে আবেশটুকু তার ছুটে গেল। নড়েচড়ে সে উঠে বসলো। কান পেতে বুঝতে চেষ্টা করলো বিষয়টা কি—বহুলোক সমাগমের আভাস ছাড়া অস্পষ্ট শব্দ থেকে আর কিছুই সে পেল না। কৌতূহলবসে গোপা উঠে দাঁড়ালো একবার সামনের ব্যালকনিতে গিয়ে দেখে আসবে ব'লে, কিন্তু বার দুই দ্বিধার পর আবার সে ব'সে পড়লো। ক'দিন হলো নিজের ঘর ছেড়ে এক পা যেতেও তার ইচ্ছে হয় না। বাড়ির আবহাওয়ার প্রতিকূল ভাবটা নিজের ঘরের বাইরে এমনই ঘন মনে হয়, বেরুলেই যেন তা গা দিয়ে অনুভব করে। যতটুকু শান্তি তা এই ঘরের সীমানার মধ্যে।

কৌতূহল চেপে গোপা ঘরেই ব'সে রইলো।

কোলাহলটা অকস্মাৎ থেমে গেল—কি কারণে তাও বুঝবার উপায় নেই। গোপা উঠে ঘরের মধ্যেই বার দুই এদিক-ওদিক করলো। জানালায় ঝুঁকে দেখতেও চেষ্টা করলো কিন্তু কিছুই দেখতে পেল না—ঘরটা সামনের দিক থেকে দুটো ঘর ছাড়িয়ে একপাশে।

পেছন থেকে বাবার ভারি গলার ডাক শুনে চমকে সে ঘুরে দাঁড়ালো।

ব্রজেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। জানালা ছেড়ে গোপা কাছে এগিয়ে এল।

'একবার ওপরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াও—' ব্রজেন্দ্রনাথ হাত

সামন্ত তুলে দেখিয়ে দিলেন কোন বারান্দা। 'মিলের সব ওঅরকরস্‌রা এসেছে তোমাকে অভিনন্দন জানাতে—'

মিলের সব শ্রমিকরা অভিনন্দন জানাতে এসেছে তাকে—কেন? কি সে করেছে অভিনন্দন পাবার মতো? বিস্মিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে গোপা তাকালো তার বাবার মুখের দিকে।

'ওরা শুনেছে কিনা তোমার দয়ায়ই ওদের সব দাবি এবার মিটেছে—' গোপার অভিব্যক্তির উত্তর হিসেবেই ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন। 'আমি যাচ্ছি, তুমি প্রস্তুত হয়ে এস।'

ব্রজেন্দ্রনাথ চ'লে গেলেন। গোপা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেইখানে! যিনি এরই জন্য আগত হলেন তাঁর জন্যে কিছু এরা পায়নি, পায়নি নিজেদের চেষ্টায়—পেয়েছে তার দয়ায়। অকস্মাৎ অনুপের উপন্যাসের একটা কথা তার কানে বেজে ওঠে, 'দয়ার দান এর রক্ষক নয়, রক্ষক দারিদ্রের।' তবে কি বাবা মজুরদের দাবি মঞ্জুর করেছেন তারই দয়ার নাম ক'রে? এ তার মেয়ের প্রতি মমতা না আর কিছু? এরও উত্তরে অনুপের উপন্যাস যেন নানা দিক দিয়ে কথা কয়ে ওঠে গোপার মনে—সেখানকার অনেক চিত্র, অনেক যুক্তি ভিড় ক'রে আসে চিন্তাধারায়।

আর দেরি করা চলে না বাবার আদেশ মান্য করতেও একবার যাওয়া দরকার? বাবা প্রস্তুত হতে বলেছেন, এ জন্যে আবার প্রস্তুত হওয়া কি—শাড়িটাকে সংযত ক'রে নিয়ে মন্থর পায়ে সে বেরিয়ে গেল।

পোর্টিকোর খোলা ছাদে একেবারে সামনের রেলিং ধ'রে গোপা এসে দাঁড়ালো। নিচে চারিদিক বাগান ঘেরা সবুজ ল্যন-এ সমবেত

শ্রমিকের দল। গোপাকে দেখামাত্র কলকোলাহল জেগে উঠলো তাদের মধ্যে। মুহূর্তে সে-কোলাহল আবার থেমে গেল—ব্রজেন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছেন গোপার পেছনে।

এ ঘটনায় ব্রজেন্দ্রনাথের মন বেশ প্রসন্ন হয়েছে। এই তিনি চেয়েছিলেন। এদের অভিনন্দন জানাতে আসার মধ্যেই রয়েছে এ স্বীকৃতি—দাবিগুলো তারা পাওনা হিসেবে আদায় করেনি, হাত পেতে নিয়েছে মালিক-কন্যার কৃপা। শুধু তাই নয়, সেই কৃপার প্রতি আছে কৃতজ্ঞতা—যতদিন এই কৃতজ্ঞতার ভিত না ধসবে ততদিন দয়ার মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নিয়ে শঙ্কিত হবার কোনো কারণ নেই।

গোপা লোকগুলোর ওপর একটা বিরূপ ভাব নিয়েই এসেছে। কেন এরা অভিনন্দন জানাতে এল? পাওনার ক্ষুদ্রাংশ কৃপার রূপ নিয়ে এলেও যারা তাকে অভিনন্দিত করে, কিছুই তাদের পাওয়া হয়নি—এ যে তাদের পাওনা সেটা জানা-ই যে সব চেয়ে বড় পাওয়া।

জনতার মধ্যে প্রথমেই গোপার চোখে পড়ে অম্বিকা। তার হাতের এক গোছা ফুলের মালা সবার মধ্যে তাকে পৃথক আর স্পষ্ট ক'রে রেখেছে। ঊর্ধ্বমুখ জনতার অগণিত চোখের নির্বাক্ আবেদন গোপার বিরূপতাকে মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে যায়, তার ভাবপ্রবণ মনে এনে দেয় এক অদ্ভুত আলোড়ন। ওদের চোখ তাকে ডাকছে নিচে—ওদের শ্রদ্ধা গলায় নিতে হলে তাকে নেবে দাঁড়াতে হবে ওদের ঐ সমতলে। হঠাৎ তার মনে হতে থাকে, বিগত যুগের বিরাট এক দুর্গে সে বন্দী—নতুন জগত যারা গড়বে তারা দল বেধে এসেছে তাকে ডেকে নিতে, তারা চিনেছে সে তাদের আপনার জন।

হাত তুলে সকলকে অপেক্ষা করার ইঙ্গিত দিয়ে দ্রুত পায়ে গোপা নিচে নেবে গেল। সোজা গিয়ে দাঁড়ালো জনতার সামনে।

মাথা নিচু ক'রে শ্রমিকরা সকলেই নমস্কার জানালো। অম্বিকা মালা হাতে এগিয়ে এলো।

'আমার কাছে না এসে তোমাদের যাওয়া উচিত ছিল অনুপ-বাবুর কাছে।'

ভেতরের উত্তেজনা চেপে যতটা সম্ভব শান্ত গলায় গোপা বললো অম্বিকাকে।

'অনুপবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছে।'

বলে, অম্বিকা এগিয়ে এসে মালাগুলো গোপার গলায় পরিয়ে দিল। অভ্যাস অনুযায়ী জনতা হাততালি দিয়ে উঠলো। তারপর জোড়হস্তে মাথা নুইয়ে নমস্কার জানিয়ে সকলে বিদায় নিল।

বুক ঢাকা এক-গাদা ফুলের মালা গলায় দিয়ে পাথরের মূর্তির মতো সেখানে নিশ্চল হয়ে রইলো গোপা।

ব্রজেন্দ্রনাথ আগেই নেবে এসেছিলেন। এগিয়ে গিয়ে পেছন থেকে বললেন, 'যাও গোপা, ভেতরে যাও।'

চমক ভেঙে গোপা ঘুরে দাঁড়ালো। মালাগুলো গলা থেকে খুলে হাতে নিয়ে ধীরে-ধীরে সে ভেতরে চ'লে গেল!

নিজের ঘরে এসে ড্রেসিং টেবিলে মালাগুলি রেখে চুপ ক'রে সে বসে রইলো একটা কৌচে। অসংখ্য লোকের আন্তরিক শ্রদ্ধা ফুলে-ফুলে গাঁথা হয়ে পড়ে আছে তার চোখের সামনে—মূর্খ জনগণের অজ্ঞতার এই অর্ঘকেও সে তুচ্ছ করতে পারলো না। কি এক অজানা শক্তির অনুপ্রেরণায় সে চঞ্চল হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে সুতীব্র আবেগ

নিয়ে বারবার মনে পড়তে লাগলো অনুপকে। অনুপবাবুর সঙ্গে একবার দেখা হওয়া দরকার, তার পথের নির্দেশ দিতে ঐ একটি লোক ছাড়া আর কারুর কথা সে ভাবতে পারে না।

এই প্রয়োজনবোধ নিয়ে ব'সে থাকলে সাক্ষাতের কোনো সম্ভাবনা নেই তাও গোপা জানে। তার নিজেরই যেতে হবে একদিন সুযোগ বুঝে। আজই বা নয় কেন—সুযোগের অপেক্ষায় সময় নষ্ট করারই বা দরকার কি? পরিবারের এই অন্যায় নিষেধ সসম্মানে স্বীকার ক'রে ব'সে আছে ভেবে নিজের ওপরেই তার রাগ হতে লাগলো। মানুষের ইচ্ছার ওপর এই মালিকানাও তো এক অমানুষিক অত্যাচার। পরিবারের সম্মান আর ঔচিত্যবোধের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে না পারাটাই অন্যায়, এ-ইবা কেমন কথা! এদের ঐশ্বর্যের মুখাপেক্ষী সে নয়, তার দেওয়া সম্মানও সে কামনা করে না। পরিবার বলবে, 'তুমি ভুল পথে চলেছ, তোমার মঙ্গলের জন্য তোমাকে বাধা দিতে হবে।' তার ভুলের বোঝা সে মাথা পেতে নেবে তবুও এই ছকবাধা মঙ্গলে মশগুল হয়ে থাকবে না। শ্রেণীবিশেষের ছাঁচেঢালা মঙ্গলে যেমন বাঁধা প'ড়ে আছে অসংখ্য মানুষ, তেমনি পুরুষের ছাঁচে আটকে পড়ে আছে, তারা মেয়েরা। তাদের সামনে ঝুলছে পুরুষের মস্ত ধমক, একবার ভুল করো তো ফেরবার আর এগুবার দুই পথই বন্ধ। নিশ্চল ক'রে রাখতেই কেড়ে নিয়েছে ভুল করার অধিকার। উদ্দেশ্য যেখানে অন্যায়-মুক্ত, মানুষ সেখানে তার পথ নির্বাচনে ভুলের সম্ভাবনায় ভয় পেয়ে থেমে থাকবে কেন!

প্রশ্নের পর প্রশ্ন, যুক্তির পর যুক্তি, প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ উঠে গোপার মনকে অদম্য উত্তেজনায় উদ্ধত ক'রে তোলে। সব নিষেধ,

সব বাধা অস্বীকার ক'রে আজই যাবে সে অনুপের সঙ্গে দেখা করতে এ বিষয়ে দ্বিধাহীন নিশ্চয়তায় মন তার দৃঢ় হয়ে ওঠে। গোপা জানে বাড়ির গাড়ি তাকে নিয়ে বেরুবে না। অবশ্য সোফারের ওপর তেমন কোনো নিষেধ আজ্ঞা আছে গোপা এ কথা ভাবতে পারে না—কারণ এ জাতীয় আদেশ নিয়ে ভৃত্যের কাছে নিজের এবং কন্যার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার মতো লোক ব্রজেন্দ্রনাথ ন'ন। কিন্তু তার বাইরে যাবার সঙ্গে প্রভুর অবাঞ্ছিত সব ঘটনার যোগ তো আছে, ভৃত্যদের কারও জানতে বাকি নেই। ধনী প্রভুর পছন্দ-অপছন্দ সম্পর্কে ভৃত্যদের বোধশক্তিটা থাকে প্রখর—ব্রজেন্দ্রনাথের অব্যক্ত আদেশ তারা বুঝে নিয়েছে, তাই গোপার বিষয় তারাও সতর্ক হয়ে পড়েছে নিশ্চয়ই। এমনকি সদর দরজা দিয়ে বাড়ির সীমানা পার হতে পারবে বলেও গোপা আশা রাখে না। যেতে হলে গোপনে গা ঢাকা দিয়েই বেরুতে হবে।

সন্ধ্যার অন্ধকারের অপেক্ষায় গোপা ব'সে থাকে। বেরুবার সময় বাধা না পেলেই হয়, ফিরে এসে কি জবাব দেবে তা নিয়ে ভাবনা তার নেই। জবাব একটা দিতেই হবে তার কি কথা আছে!

কয়েক দিন যাবৎ অনুপকে পেয়ে বসেছে অদ্ভুত এক নিষ্ক্রিয়তায়। কোনো কাজে হাত দিতে উৎসাহ পায় না। লেখার জগৎ, কর্মজগৎ, দু'জগৎ থেকে স'রে এসে আশ্রয় নিয়েছে আরামকেদারাটিতে। কেরোসিন কাঠের একটা বাক্স টেনে নিয়ে তার ওপর পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে চিৎ হয়ে শুধু বই পড়ে। বই পড়াটা তার কাছে মনে হয় বিশ্রামেরই সামিল। চিন্তাশীলদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলটুকু কেবলমাত্র চোখ বুলিয়ে আহরণ করার মতো সহজ এবং আনন্দের আর কি থাকতে পারে! স্বাদু ব্যঞ্জন মুখে তুলে দিলেও স্বাদ গ্রহণের ক্ষমতা যে-জিভের নেই, খাওয়াটা শাস্তি শুধু তারই কাছে। বই পড়া এমন একটা সহজ আনন্দের পথ ব'লেই কোনো দুঃখ বা চিন্তাকে মনের তলায় তলিয়ে দিতে সে বই নিয়ে বসে। কিন্তু এবারকার ভাবনাকে সে এত সহজে ফাঁকি দিতে পারছে না। থেকে থেকে চাপা দেওয়া চিন্তা মাথা উঁচিয়ে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেয় তার একাগ্রমুখী মনকে। সব কিছু ছাপিয়ে ভেসে ওঠে গোপার নাম, তার কথা আর স্বল্প দিনের পরিচয়ের নানা স্মরণীয় ঘটনা।

গোপার সঙ্গে তার পরিচয় বিচিত্র ঘটনার ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছিলো; প্রাণবন্ত সে-পরিচয়ে ব'সে-ব'সে নিজেকে ভাবনার জালে জড়ানোর অবসর ছিল না, প্রয়োজনও বোধ করেনি। কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নাথের সঙ্গে সাক্ষাতের পর বেরিয়ে এসেই অকস্মাৎ অনুভব করেছে,

সেই গতিবেগে একটা ছেদ প'ড়ে গেল ; তারপর থেকে গোপাকে অবলম্বন ক'রে চিন্তা তার এগিয়ে চলতে পারে এমন একটি পথও সে খোলা পায়নি—রুদ্ধগতি প্রবাহের মতো মন তাই মুখ ফিরিয়েছে পেছনে ফেলে-আসা স্মৃতির শাখা-প্রশাখায়।

ভবিষ্যৎহীন এই পরিচয়। গোপার সঙ্গে মিল তার যতই হোক, মিলন অসম্ভব। মিলন যদিই বা সম্ভব হতো, শান্তির হতো কিনা সে-বিষয়ে অনুপ নিশ্চিত হতে পারে না। গোপা বিশেষ চরিত্রের মেয়ে এটা সে ভালো ক'রেই জানে, তাকে সাধারণের পর্যায়ে ফেলা যায় না—তবু যার দেহ মন অমন দুর্লভ ঐশ্বর্যে লালিত তার পক্ষে কি সম্ভব জীবনের এই লাঞ্ছনাকে সহজ মনে মেনে নেওয়া ? সচেতন প্রয়াস নিয়ে অনভ্যস্ত পরিবেশ আঁকড়ে থাকা যায়, তার অঙ্গ হয়ে ওঠা যায় না। নিজের শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ানোর এই যে প্রেরণা এর মূলে আদর্শের অনুভূতির চেয়েও তার ব্যক্তিগত সংস্পর্শের মোহটাই হয়তো বড়ো। এ মোহ তো অতি সহজে ছুটে যাবে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে এসে পড়লে।

অনুপের বিশ্লেষণধর্মী মন তীক্ষ্ণ থেকে তীক্ষ্ণতর হয়। কেটে-চিরে উড়িয়ে দিতে চায় গোপার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, মনের গভীরতা—ছিঁড়েখুঁড়ে ঝেড়ে ফেলতে চায় অন্তরের সবটুকু আবেগ। কিন্তু বিচারের তীক্ষ্ণতাই একমাত্র গ্রাহ্য বস্তু নয় মানুষের জীবনে, তাকে অস্বীকার করেও হৃদয়বৃত্তি বেদনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। যুক্তির ক্ষুরধার তরলের অঙ্গচ্ছেদ করার ব্যর্থতা নিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়ায় হৃদয়বৃত্তির অন্ধ আবেগে !

এ কয়দিন অনেক চেষ্টা করেও মনের এ চঞ্চলতা সে আয়ত্তে

আনতে পারলো না। বই ছেড়ে আর কোনো একটা উপায় দেখা দরকার—এমন নিষ্ফলা দিনের বোঝা টেনে চলা এক বিষম বিড়ম্বনা। কিছুদিনের জন্যে কলকাতার বাইরে গেলেই বা মন্দ কি? কথাটা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে ভাবতে ব'সে যায় কোথায় যাওয়া যায়।

বিকেলের চা নিয়ে সুমিতা ঘরে ঢুকলো।

অনুপ কাঠের বাক্স থেকে পা টেনে নিয়ে পেয়ালা রাখবার জায়গা ছেড়ে দিল।

'আচ্ছা সুমিতা, কিছুদিন দেশের বাড়িতে গিয়ে থেকে এলে মন্দ হয় না—কি বলিস?' কোনো ভূমিকা না করে অনুপ বললো।

'বেশ তো—' সুমিতা পেয়ালাটা নাবিয়ে রাখলো। এখানে ভালো না লাগলে তাই চলো না।'

অনুপের কথায় সায় দিল সুমিতা। যদিও অনুপ কিছুই বলে না তবু সুমিতার নারীমনের সহজ অনুভূতিতে ভেতরের সত্যটা ধরা পড়েছে অনেক আগেই। সে জানে দাদার এই পরিবর্তন, এই নিরানন্দ নিষ্ক্রিয়তা আর অন্যমনস্কতার কারণ কি। তাই কথা প্রসঙ্গে গোপার নাম উল্লেখ ক'রে আলোচনা তোলবারও চেষ্টা করেছে, যাতে দু'চার কথা ব'লে অনুপ মনটাকে একটু হালকা করার অবকাশ পায়। অনুপ সে-সুযোগ গ্রহণ করেনি। এমন কি আগে নিজে থেকেই কথায়, কৌতুকে গোপাকে যেটুকুবা টানতো তাও সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। ব্যক্তিবিশেষ নিয়ে এই বিশিষ্ট নীরবতা থেকেও বিষয়ের গুরুত্বটা সুমিতা বেশ বুঝতে পারে।

'তোর কলেজ বন্ধ, আমারও হাতে কোনো কাজ নেই—বা করছি না—' অনুপ বলতে থাকে। 'এ সুযোগেই বেরিয়ে পড়া

ভালো। কোনো দিন গ্রামে গিয়ে দু'দিনের বেশি থেকেছি মনে পড়ে না, এবার গিয়ে বেশ কিছুদিন থাকতে হবে। সবার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশবো আর ঘুরে বেড়াবো। সত্যি, গ্রামের সঙ্গে আমাদের পরিচয় যে কত কম, ভাবতে গেলে লজ্জা হয়। শ্রমিকদের তবু কিছুটা চিনি, চাষাদের জীবন বলা চলে একেবারেই অপরিচয়ের অন্ধকারে—তাই ওদের নিয়ে আজও এককলম লিখতে পারলাম না।' অনুপ থামে। শ্রমিকজীবনের সঙ্গে পরিচয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে মনে পড়ে সেই অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তার উপন্যাসের কথা। নতুন ক'রে রাগে দুঃখে সমস্ত স্নায়ুগুলি যেন তার মোচড় দিয়ে ওঠে। বেশ একটু সময় নেয় সামলে নিতে, তার পর আবার শান্তকণ্ঠে শুরু করে, 'অবিশ্যি এবারের যাওয়া শুধু বেড়াতে যাওয়াই হবে—এ হবে ভূমিকা, এর পর তোর পরীক্ষা হয়ে গেলে একটানা অনেক দিন গিয়ে থাকবো ঠিক করেছি—কি বলিস ?'

'বেশ তো।'

'মাটির মানুষ ব'লে একটা কথা আছে, জানিস সুমিতা ?' অনুপ হাসলো। 'তোকেই বলা যায় খাটি নিবিরোধ ভালো মানুষ।'

'বারে—' সুমিতাও হাসলো। 'এতে বিরোধ বাধানোর কি আছে বলো। শহরে আছি আর থাকবোও, মাঝে কিছুদিনের জন্য গ্রামে গিয়ে থাকা, এতে ভালো না লাগবার কি আছে—আমার বুঝি আর গ্রাম দেখতে আর চিনতে ইচ্ছে হতে পারে না ? এবার গিয়ে আমিও তোমার সঙ্গে খুব ঘুরে বেড়াবো।'

'এবার এমন সুন্দর গুছিয়ে বলেছিস, আগ্রহটা তোর মনে করেও বাওয়া যেতে পারে—বেশ, তা হ'লে মাকে ব'লে আজ থেকেই গুছিয়ে

তৈরি হতে থাক, কাল রওনা হয়ে পড়া যাবে। আর তৈরি হতে গিয়ে ব্যতিব্যস্ত হবার মতো আমাদের আছেই বা কি, মন তৈরি হলেই 'প্রস্তুত' ব'লে উঠে পড়তে পারি।'

চা শেষ ক'রে অনুপ পেয়ালাটা নাবিয়ে রাখলো। সেটা তুলে নিয়ে সুমিতা বললো, 'গুছিয়ে নিতে হবে বৈকি—বিছানাপত্র থালা-বাসন সবই সঙ্গে নিতে হবে তো।'

সুমিতা বেরিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েও আবার ফিরে দাঁড়ালো।

'বাতিটা জেলে-দেব ?'

'না থাক।'

সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই ঘরটা এমন অন্ধকার হয়ে আসে, বাতি না জেলে লেখাপড়া অসম্ভব হয়ে পড়ে। পড়বার ইচ্ছে ছিল না অনুপের, বই রেখে চুপচাপ সে ব'সে রইলো। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে পুরোনো খবরের কাগজ থেকে তাদের সেই সভার পরের দিনকার কাগজটা সে টেনে বার করলো। সংবাদপাতে বড়ো বড়ো হরফে পাশাপাশি লেখা রয়েছে, তার আর গোপার নাম—আবছা অন্ধকারে কিছুক্ষণ তার পলকহীন চোখ থেমে রইলো সেই অক্ষরগুলির গায়; তারপর আস্তে কাগজটাকে ছিঁড়তে ছিঁড়তে নাবিয়ে আনলো দুটো নামের মাঝ দিয়ে—দু'ভাগ ক'রে ফেলে দিল দুই পাশে। কেমন এক খেয়ালের ঝোঁকে কাজটা সে ক'রে গেল। ভাবপ্রবণতা নিয়ে তার স্বাভাবিক পরিহাসপ্রিয়তাও যেন সাময়িক চোখ বুঝে আছে। একবার মনেও হলো না এ করার সার্থকতা কি।

ঘরে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। ফ্যাকাশে ফাঁকা একটা মনোভাব নিয়ে অনুপ তেমনি ব'সে রইলো।

সামনের দরজার কড়াটার মৃদু একটু শব্দ হয়েই থেমে গেল। সে-শব্দ অনুপের কানে পৌছলো ব'লে মনে হয় না। আর একটু জোরে আরো বার দুই নড়তেই অনুপ উঠে আলো জেলে দরজা খুলে দিল। দরজার পাশে অন্ধকারে দাঁড়ানো একটি স্ত্রীলোক— পাড়ার কেউ বেড়াতে এসেছেন ভেবে অনুপ স'রে এল। কিন্তু তার পেছনেই যে ঘ'রে ঢুকলো তাকে দেখে তার বিস্ময় গিয়ে চরমে পৌছলো।

'একি—আপনি—এ সময়ে!' অনুপ ব'লে উঠলো।

গোপা নিরুত্তর। চেষ্টা করেও বুঝি তার মুখ দিয়ে কোনো কথা সরলো না।

গোপার মুখের দিকে ভাল ক'রে চোখ পড়তেই অনুপ চমকে গেল। একটি সুস্থ সচল লোকের মুখ যে এতখানি নিষ্প্রাণ দেখাতে পারে এ যেন তার বিশ্বাস হতে চায় না। সেই প্রাণহীনতার প্রতিটি রেখায় ভেসে আছে বিষণ্ণতা মেশানো এক অসহায় ভাব। তবু তারই মধ্যে আশ্চর্য দৃঢ়তা নিয়ে ঝক্ ঝক্ করছে দুটি চোখ।

অনুপের ভেতরটা অজানিত ব্যথায় টনটনিয়ে ওঠে। গোপার একখানা হাত সে তুলে নেয় দুহাতের মুঠোয়—সরু পাতলা হাতের আঙুলের ডগাগুলো ভয়ে উত্তেজনায় ঠাণ্ডা হয়ে আছে, তারই স্পষ্ট স্পর্শ লাগে অনুপের হাতে।

'বলো গোপা কি আমাকে বলতে এসেছ!' চাপা ভারী গলায় অনুপ বললো। তার ব্যবহার আর সম্বোধন থেকে প্রয়োজনহীন ভব্যতার দূরত্বটুকু আপনা থেকে খ'সে পড়লো।

'আমি যা জানতে এসেছি, জানা আমার হয়ে গেল—'ক্ষীণ অথচ অপ্রত্যাশিত রকম পরিচ্ছন্ন গলায় গোপা বললো। তার মনের পেছনে

সঙ্কল্পের যে শক্ত মেরুদণ্ড রয়েছে তার আভাস কথার ভিতর দিয়ে ফুটে ওঠে। এই অভিব্যক্তিটুকুর সঙ্গে তার বাইরের বিপর্যস্ত সত্তার কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না।

একটু থেমে গোপা বলতে থাকে, 'তবু তোমার মুখ থেকে শুনে যেতে চাই, বাড়ি—পরিবার সবই হয়তো আমাকে ছাড়তে হবে, তখন আমার আশ্রয় কোথায়?'

গোপা তার চক্ষু তুলে তাকালো অনুপের চোখে।

'আশ্রয়—'গোপার হাতে অনুপের হাতের মুঠোটা আর একটু শক্ত হয়। 'আশ্রয় আমার জীবনে—আমাদের কাজে—'

দুটি কথা মাত্র—কিন্তু গোপার মনে হয় অনুপের পৌরুষ যেন সবল পেশি ছাড়িয়ে তাকে আড়াল ক'রে দাঁড়ালো সব প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে। সে-কণ্ঠে, সে-কথায়, অত বড়ো প্রতিপক্ষ নিয়ে শঙ্কার লেশমাত্র নেই।

অনুপ অর্থবান শখের সাম্যবাদী নয়, নয় শুধু গ্রন্থগেলা মার্কীয় তত্ত্বের তোতাপাখী, এমন কি, উন্নতিলিপ্সু সুবিধাবাদীও নয়, এ সবই ব্রজেন্দ্রনাথের জানা হয়ে গেছে। অতএব মেয়েকে তার আওতায় আর পরিবেশে এসে পড়তে দেখলে ব্রজেন্দ্রনাথ যে তাঁর সকল ক্ষমতা সংহত ক'রে রুখে দাঁড়াবেন এটা অনুপ বেশ ভালোই বোঝে; তবু তা নিয়ে ভেবে দেখবার কোনো প্রয়োজনই সে বোধ ক'রে না।

আস্তে গোপার হাতখানা ছেড়ে দিয়ে একটা কাঠের বাক্স এগিয়ে দিল অনুপ। 'গোপা—' নিজেও একটা বাক্স টেনে ব'সে পড়ে বলতে লাগলো, 'এখন আর তোমাকে ভালো করে ভেবে দেখবার উপদেশ আমি দেব না। সব বিচার, সব ভাবনা, পথ বেছে নেবার

আগে—এগোবার সময় ভাবনা শুধু বোঝা মাত্র, সেটা ঝেড়ে ফেলাই দরকার। একটু থেমে, একটু দ্বিধার সঙ্গে বললো, 'কিন্তু একটা কথা জানতে ইচ্ছা হয়—আমার আদর্শকে তুমি শুধু আমারই জন্যে গ্রহণ করছো না, গ্রহণ করছো সত্য ব'লে।'

'এ কথার ঠিক উত্তর দেওয়া আজও আমার পক্ষে সম্ভব নয়—সে আমি নিশ্চয় ক'রে বলতে পারবো যদি তুমি কখনো বদলাও।'

দু'জনেই কিছুক্ষণ মৌন হয়ে রইলো।

শুরু করলো গোপা। 'আজ আমার নিজেকে দিয়ে মনে হচ্ছে আমাদের গোটা শ্রেণী, তোমার ভাষায় জাত, যার ওপর এত বিদ্বেষ তোমার, তারও উদ্দেশ্য হয়তো একদিন বদলাতে পারে—'

'না গোপা তা পারো না।' ম্লান হাসির সঙ্গে অনুপ বললো। 'তোমারই মত দু'চার জন ছিট্‌কে আসতে পারে তোমাদের সমাজ থেকে—খুবই খাঁটি লোক এসেছে তারও নজির আছে ইতিহাসে, কিন্তু গোটা শ্রেণীর উদ্দেশ্য বদলাতে পারে না—সেখানটা ঢেলে সাজতে হবে। সমাজ-জীবনকে আর একটু গভীরভাবে যেদিন দেখতে শিখবে সেদিন আপনা থেকেই এ সত্য তোমার কাছে ধরা দেবে।'

'জানার দিক থেকে অনেক কিছুই জানতে বাকি, তার জন্য সময়ও রয়েছে ঢের; আজকে আর তা নিয়ে ভাবতে বসবো না। নিজের পথটা স্থির করতে পেরে সত্যি এখন মনটা খুব হাল্কা বোধ হচ্ছে।'

গোপা উঠে দাঁড়ালো। তার বিষণ্ণ মুখে ভেসে উঠলো একটি পাতলা হাসি, সেইটুকু যেন আবার প্রতিফলিত হলো অনুপের মৌন অভিব্যক্তিতে।

অনুপও আসন ছেড়ে উঠলো।

তার চোখে চোখ রেখে গোপা বললো, 'আমি এখন যাই—'

'চলো তোমাকে কিছুদূর এগিয়ে দিয়ে আসি।' ব'লে অনুপও গোপার সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এল।

রাত প্রায় দশটা—দাঁড়িয়ে হাতঘড়িটা আর একবার দেখে নিল সৌরীন্দ্রনাথ। আবার শুরু হলো তার পায়চারি। পেছনে হাত রেখে হিলের আওয়াজ তুলে ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে সে এদিক-ওদিক করছে নিচে সামনের বারান্দায়। দু'দশ মিনিট নয়, প্রায় একঘণ্টা ধ'রে অসহ্য অসহিষ্ণুতা নিয়ে এভাবে সে এখানে ঘুরছে। মাঝে মাঝে থেমে ঘড়ি দেখছে আর কুঞ্চিত ভ্রূর তলা থেকে দৃষ্টিটাকে যেন ছড়িয়ে চালিয়ে নিতে চাচ্ছে রাস্তায়—যদিও নিষ্প্রদীপতার অন্ধকার চিরে সে দৃষ্টি বেশিদূর এগোতে পারে না।

ব্রজেন্দ্রনাথ আসবার পর থেকে গোপার গতিবিধির ওপর চোখ রাখার প্রয়োজন কেউ বোধ করেনি। ব্রজেন্দ্রনাথ উপস্থিত থাকতে এ অবস্থায় তাঁর অনুমতি ছাড়া গোপা এক পা-ও বাড়াতে পারে, এ ছিল বাড়ির সকলেরই ধারণার বাইরে। কিন্তু আজ সন্ধ্যার পর সত্যি যখন গোপাকে বাড়ির কোথাও দেখা গেল না, মুহূর্তে ভয়ে বিস্ময়ে অন্দরের অবস্থাটা ভূতুড়ে বাড়ির মতো থমথমে হ'য়ে উঠলো।

ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেই এসেছিলেন গোপার ঘরে, তাকে কলকাতার বাইরে যাবার জন্যে প্রস্তুত হতে বলবেন ব'লে—সেখান থেকেই খোঁজের শুরু। প্রকৃত অবস্থাটা তিনি আন্দাজ করতে পারেন নি। তাই ভৃত্যকে পাঠিয়েছিলেন তার দিদিমণিকে ডেকে আনতে। সে যখন এ-ঘর, সে-ঘর, বাগান, বাথরুম সব দেখে এসে জানালো দিদিমণি

বাড়ি নেই, এমন কি ছোটবাবু আর বৌদি জানেন না তিনি কোথায়, অভাবনীয়তার রূঢ় আঘাতে ব্রজেন্দ্রনাথ একেবারে নির্বাক হয়ে গেলেন।

সৌরীন্দ্রনাথ ছুটে এল বাবার কাছে। পিতা পুত্র দু'জনেই জানে গোপা কোথায় যেতে পারে—সৌরীন্দ্রনাথ তৈরি হয়েই এসেছে, অতি সংক্ষেপে ব্রজেন্দ্রনাথ তাকে নিষেধ করলেন বেরুতে। এ পরাজয় অপরের কাছে গিয়ে ঘোষণা ক'রে আসার সার্থকতা কি। ফিরে আসুক তারপর যা হয় বলা যাবে। ছুটে গিয়ে টেনে আনায় প্রকাশ পাবে শুধু অধৈর্য আর ক্রোধ—যে অমান্য করেছে সে তো এই জানা ফলাফলের জন্য প্রস্তুত হয়েই করেছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ আর কিছুই বলছেন না—উত্তাপ উত্তেজনাহীন সেই অতল গাম্ভীর্যের পাশ থেকে সৌরীন্দ্রনাথ স'রে এল। কিন্তু কাছাকাছিই ছটফট ক'রে বেড়াতে লাগলো, যদি কোন আদেশ বা নির্দেশ আসে। তার সহ্যের সীমা এবার ছাড়িয়ে গেছে, মাথার ভেতর রীতিমতো একটা উত্তাপ বোধ করছিলো সৌরীন্দ্রনাথ। মেয়ের আস্পর্ধা কতখানি! বাবাকেই যে গ্রাহ্য করলো না, সে নিজে তার কাছে মানুষের মধ্যেই গণ্য নয় নিশ্চয়। গোপার কাছে নিজ অস্তিত্বের মূল্যটা আবিষ্কার ক'রে সে আরো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ব্রজেন্দ্রনাথ উপস্থিত না থাকিলে আজ কি ঘটতো বলা যায় না। তার মাথায় যা ঘুরছে তার একটাও গোপার পক্ষে মঙ্গলের নয় মোটেই—অনুপের পক্ষে তো শারীরিক লাঞ্ছনাই বলা যেতে পারে।

উঃ কি সাংঘাতিক লোক এই অনুপ। সৌরীন্দ্রনাথ যেন ধারণা করতে পারে না। দু'দিন এই পরিবারের সঙ্গে মিশবার সুযোগ পেয়েই কি সর্বনেশে কাণ্ড বাধিয়েছে। লোকটাকে ভালো হাতে শিক্ষা

দেবার প্রতিশ্রুতি তার মনের মধ্যে কেবলই ঘুরপাক খায়। এ যে-সে পরিবারের মেয়ে নিয়ে খেলা নয়, ওকে বুঝিয়ে দেবে সে। ব্যবসায়ে ফেঁপে ওঠা এক-পুরুষের ধনীমাত্র নয়—অভিজাত বংশ তাদের আজ অবধি পারিবারিক ঐতিহ্য বজায় রেখে এসেছে। আত্মীয় পরিজনের যোগসূত্রই বা না তাদের কত বড়ো—তার শ্বশুর-পরিবারকে তো রাজপরিবারই বলা চলে। তাদের কানে এ সব কেলেঙ্কারির কথা পৌঁছলে সেখানে আর মুখ দেখানো চলবে না।

এ ঘটনা মাথায় নিয়ে যেদিকে সৌরীন্দ্রনাথ চোখ ফেরায় সেই দিকই উস্কে দেয় তার রাগ; শুধু এক বিষয়ে গোপার এই চরম অবাধ্যতা সামান্য একটু স্বস্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়। আজ এটা ঘটে যাবার পর বাবার অনুপস্থিতিতে গোপা যেসব অন্যায় করেছে তার দায়টা তিনি আর তার অভিভাবকত্বের ওপর চাপাতে পারবেন না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রেও ব্রজেন্দ্রনাথের কাছ থেকে যখন কোনো সাড়া পেল না, তখন সে নেমে এলো নিচে। এখানে পায়চারি ক'রে সময় আর কাটিতে চায় না। কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিলো তার গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়তে—নেহাৎই বাবার নিষেধ তাকে আটকে ফেলেছে।

অবশেষে রাস্তার অন্ধকার পার হয়ে এগিয়ে এলো গোপার শান্ত মূর্তি।

এখন আর গোপার কোনো শঙ্কা নাই। ভয়, ভাবনা, গোপনতা সবই ছিল তার বেরুবার সময়, কারণ যেতে তাকে হবেই। এখন ফেরার পথে বাধা নেই আছে বিপত্তি, তার জন্যে সে তো প্রস্তুত হয়েই আছে।

গোপনে দেখামাত্র সৌরীন্দ্রনাথ পায়চারি বন্ধ রেখে এমনভাবে দাঁড়ালো যেন মূর্তিমান নিষ্ঠুরতা।

গোপা তাকে দেখেছে ব'লেই মনে হয় না। মন্থর পায়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে সে সৌরীন্দ্রনাথের সামনে দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে।

'দাঁড়া—' সৌরীন্দ্রনাথ কর্কশকণ্ঠে হেঁকে ওঠে। 'কোথায় গিয়েছিলি?'

'কাজে—' গোপা দাঁড়ালো, কিন্তু পেছন ফিরে না তাকিয়েই বললো।

'কাজ—কাজ না তোমার মাথা—' খেঁকিয়ে উঠলো সৌরীন্দ্রনাথ। 'পরিবারের নাম হাসাতে বসেছিস—গিয়ে জুটেছিস একটা লোফারের সঙ্গে।'

'লোফার।' মোচড় মেরে গোপা ঘুরে দাঁড়ালো। 'লোফার তুমি কাকে বলছো দাদা'—চকচক করছে তার দুই চোখ। ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠলো একটু বিদ্রূপের হাসি। 'মিথ্যে ব'লে যার বই এনে নিজের নামে ছাপিয়ে বাহবা লুটছো, তাকে? এর পরও তিনি তোমায় ক্ষমা করেছেন, আর তুমি কিনা তাঁর পেছনে লেলিয়ে দিয়েছ গুণ্ডা। বিদ্যা-বুদ্ধি-মনুষ্যত্বে তিনি তোমার সামনে দেবতুল্য—বাবার নাম আর টাকা পেছনে না থাকলে তোমার পরিচয়টা কি দাঁড়াতো ভেবে দেখো—'

এ কয়দিনের অবরুদ্ধ জ্বালা আর বিদ্বেষ নগ্ন তীব্রতায় ছিটকে বেরিয়ে এল গোপার শেষের কথাগুলোতে।

'শাট্ আপ'—কর্কশ কণ্ঠে ধমকে উঠলো সৌরীন্দ্রনাথ। রাগে তার কাণ্ডাকাণ্ড লোপ পেল। বাবার আদর পেয়ে-পেয়ে তুমি মাথায় চ'ড়ে গেছ—আমি হন্টে চাব্‌কে তোমায়—'

'সৌরীন্দ্রনাথ !'

ওপরে ওঠার সিঁড়ি থেকে ক্রোধ মেশানো গম্ভীর গলায় ব্রজেন্দ্রনাথের ডাক শোনা গেল। তিনি কয়েক ধাপ নেমে এসে দাঁড়িয়েছেন! গোপার ব্যবহারে তাঁর যত রাগই হয়ে থাক, সৌরীন্দ্রনাথের এই ভাষা আর ভঙ্গি তাঁর রুচি মার্জনা করিতে পারে না। ভারী গলায় আচম্‌কা ডাকেই প্রতিবাদ যেন ফেটে পড়ে।

ডাক শুনেই সৌরীন্দ্রনাথের কথা থেমে গেছে। পুরো নাম ধ'রে বাবা কখন তাকে ডেকে থাকেন সৌরীন্দ্রনাথ তা জানে। মাথা নিচু ক'রে পাশের দরজা দিয়ে সে চলে গেল সেখান থেকে।

বাবার সামনে দিয়েই গোপা ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ওপরে।

ব্রজেন্দ্রনাথ রেলিঙে ভর দিয়ে সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তখনকার জন্যে এ কথাটাই তাঁর মনে বড় হয়ে দেখা দিল—আর সুযোগ এবং সময় দেওয়া উচিত হবে না, কালকের মধ্যেই একে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়া দরকার।

শুতে যাবার আগে ব্রজেন্দ্রনাথ নিজেই গেলেন গোপার ঘরে। জানালেন, কালই তিনি রওনা হবেন মাদ্রাজ, মাদুরায় কিছুদিন থাকবেন ব'লে গোপাকেও তাঁর সঙ্গে যেতে হবে—আজ রাতেই যতটা পারে সে যেন গুছিয়ে রাখে।

গভীর বেদনাজড়িত নির্বাক নিশ্চল স্তব্ধতা বুঝিবা দেহের উপাদানে নিষ্প্রাণতার ছায়া ফেলে—ব্রজেন্দ্রনাথের দিকে তাকালে মনে হয় তাঁর সর্বাঙ্গ কঠিন বস্তুতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। গোপার ঘরের একটা

কৌচে তিনি বসে আছেন। ঘসাকাচের মত অনুজ্জ্বল ফ্যাকাশে চোখে অর্থহীন দৃষ্টি। সামনের নিচু টেবিলটায় পড়ে আছে একখানা চিঠি, পাশে দাঁড়ানো সৌরীন্দ্রনাথ। সৌরীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকাতর ভঙ্গি অসহিষ্ণুতা যেন ফেটে পড়তে চাচ্ছে।

চিঠি লিখে গেছে গোপা তার বাবার কাছে। এই কটি পংক্তিতেই সে তার বক্তব্য বলেছে, 'পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে থাকার উদ্দেশ্য আমার নেই। না ব'লে যাচ্ছি শুধু যাবার সময়কার বাধা এড়াতে। আমি কোথায় কেন যাচ্ছি তা তোমরা অনায়াসেই বুঝতে পারবে। (প্রতিদিন মতান্তরের চেয়ে নিজের মত নিয়ে স'রে যাওয়াটাই শান্তির মনে হলো।) যে আদর্শ, যে জীবন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় মনে করেছি তাকেই নিজের ব'লে গ্রহণ করলাম। এ থেকে আমাকে ছিনিয়ে আনতে চাও তো কি হবে জানি না—এটুকু শুধু বলতে পারি, তোমাদের এই মানসম্ভ্রম আর ঐশ্বর্যের মতো লোভনীয় অন্যায়কেও অনায়াসেই যদি অস্বীকার করতে পেরে থাকি তো অত্যাচার অন্যায়কেও অনায়াসেই পারবো আশা করি।' এর পর নেহাৎই মামুলি দু'চার কথা।

সৌরীন্দ্রনাথের কাছে এ চিঠির একটি কথারও কোনো মূল্য নেই। তার ইচ্ছে হচ্ছিলো ছুটে গিয়ে চুলের মুঠি ধ'রে মেয়েকে টেনে আনতে। ইতিমধ্যে হয়তো বাবার মতের কিছু পরিবর্তন হয়েছে আশা ক'রে আবার সে তার আবেদন জানালো।

'একবার আমাকে যেতে অনুমতি দিন—' ক্রোধ চেপে কথায় যথাসম্ভব মিনতির সুর মিশিয়ে সে বললো।

'না সৌরিন, ওর আর এ বাড়িতে ফেরা চলবে না—'ভাঙা গলায় বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন।

তাঁদের এই জীবনের প্রতি যে শ্রদ্ধা হারিয়েছে ব্রজেন্দ্রনাথ তাকে চান না। তাঁর সব দুঃখ বেদনাকে ছাপিয়ে ওঠে একটা তীব্র অসম্মান বোধ—ব্যক্তিত্বের এত বড়ো অবমাননা, এত বড়ো পরাজয় তাঁর জীবনে এই প্রথম। যাকে অপরিসীম স্নেহে নিজের হাতে গ'ড়ে তুললেন সে আজ শ্রদ্ধার বস্তু খুঁজে পেল কিনা তাঁর জীবন-পরিধির বাইরে। গোপা যদি ব'লে যেত সে ভালোবাসতে পারলো না, সেও ছিল ভালো। সকলের ভালোবাসা পাওয়া সম্ভবও নয়। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের যে-স্বীকৃতি নিয়ে জীবন তিনি শুরু করেছিলেন প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তবেলায় পৌঁছে তাতে আজ প্রথম আঘাত পেলেন নিজেরই ঔরসজাত সন্তানের হাত থেকে।

ব্রজেন্দ্রনাথের চিন্তাচ্ছন্ন মাথায় অকস্মাৎ এক অদ্ভুত অনুভূতি জেগে ওঠে—তাঁর মনে হতে থাকে, পুঞ্জীভূত সম্পদের চূড়ায় তিনি ব'সে আছেন প্রচণ্ড এক ধমকের মতো—মানুষ তাকে ভয় করে মাত্র। শ্রেষ্ঠত্বের প্রাপ্য শ্রদ্ধা সম্মান কোথা দিয়ে কি ক'রে যেন গড়িয়ে গিয়ে পড়েছে তাঁর পায়ের তলার সমতলে। সেখানকার জনতায় মিশে আছে নতুন জাতের মানী জন—তাদের কাছে গিয়ে শ্রদ্ধায় লুটিয়ে পড়লো তাঁরই দেহের ক্ষীণ একটা রক্তধারা—

নিজেরই অজ্ঞাতে স্বপ্নাবিষ্টের মতো ব্রজেন্দ্রনাথ উঠে দাঁড়ালেন। নিষ্প্রভ চোখ তুলে তাকালেন একবার সৌরীন্দ্রনাথের মুখে, তারপর হতাশভাবে দৃষ্টিটাকে ছড়িয়ে দিলেন সামনের দিকে।

স্তিমিত কণ্ঠে ধীরে-ধীরে বললেন, 'নিজেদের রক্তেই ধ্বংসের বীজ দেখা দিয়েছে সৌরিন, এ ভাঙনকে আর ধ'রে রাখা যাবে না—'